পুরুলিয়ায় গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 170 Thursday, 22 May, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৭০ সংখ্যা ✱ ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২২ মে ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বিকাশ ভবন চত্বরের প্রতিবাদী শিক্ষকদের চিহ্নিত করে শো কজ করল পর্ষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ বিকাশ ভবনের সামনে যে সকল চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্দোলন করছেন তাঁদের একাংশকে শো-কজ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। গত ১৫ মে সেখান যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য এই একাংশকে দায়ী করা হয়েছে পুলিশের তরফে। তাঁদেরকেই চিহ্নিত করে শো-কজ করা হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে ওই প্রতিবাদী চাকরিহারাদের থেকে জবাব চেয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের দাবি, ন্যায্য চাকরি ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা অবস্থান থেকে নড়বেন না। এদিকে গত ১৫ মে রাতে তাঁদের আন্দোলনেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিকাশ ভবনের গেট ভেঙে দেন তাঁরা। পরবর্তীতে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে বহু আন্দোলনকারী গুরুতর আহত হন। এই লাঠিচার্জ নিয়ে পুলিশ আগেই ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং চাকরিহারাদের একাংশের বিরুদ্ধে এফআইআর করা করেছিল তাঁরা। এবার পদক্ষেপ করল

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। গত ১৫ মে বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলন চলাকালীন ওই চাকরিহারারা কী কী বেআইনি কাজে যুক্ত হয়েছিলেন, শো কজ চিঠিতে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁদের থেকে জবাব তলব করেছে পর্ষদ। তাঁরা জানিয়েছে, ওই দিনের ঘটনার ছবি এবং ভিডিও থেকে অনেককেই চিহ্নিত করা গেছে। ভবনের গেট ভাঙা থেকে শুরু করে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, সরকারি কর্মীদের আটকে রাখার মতো অপরাধ করেছেন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীরা কেন এমন কাজ করলেন, আর কী জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে না, তা জানাতে বলা হয়েছে শো-কজের চিঠিতে। রাজ্য পুলিশের তরফে সংবাদিক বৈঠক করে বলা হয়েছিল, চাকরিহারাদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু সেদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছিল। বেশ কয়েক ঘণ্টা সংযত থাকার পরই পুলিশ লাঠিচার্জ করেছিল। আন্দোলনকারীরা বিকাশ ভবনের কর্মচারী, আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষে হেনস্থা করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এসএসসি-র ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তাতে ২৫ হাজার ৭৩৫ জনের চাকরি গেছে। এই চাকরিহারাদের একাংশই বর্তমানে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান করছেন। যদিও নেতাজি ইনডোরে বৈঠক করে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন বেতনও আটকানো হবে না এবং রিভিউ পিটিশন করা হবে। তবে এখন এই আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁরা নতুন করে চাকরিতে বসতে চান না, আর তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না-করেই রাজ্য আদালতে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে। তাই এই অবস্থান। এদিকে বিকাশ ভবনের সামনে ঘটা গত ১৫ মে'র অশান্তির ঘটনায় চাকরিহারা শিক্ষকদের মধ্যে দু'জনকে আগামীকাল তদন্তকারীদের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। তবে এখনই ওই দুই চাকরিহারা আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না বলেও মৌখিক নির্দেশে জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আদালত জানিয়েছে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় তদন্তকারীদের জেরার মুখোমুখি হতে হবে আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্যতম শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ও সুদীপ কোনারকে। এরপরই বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টেয় মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

'সর্ষের মধ্যে ভূত আছে'

ভোটার লিস্ট নিয়ে প্রশাসনকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, উত্তরকন্যা, ২১ মেঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে। আর সেই কাজে 'জল' মেশানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে জেলাশাসক-সহ ভোটার লিস্টের কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ভোটার লিস্ট নিয়ে ডিএম-সহ সকলকে বলব, নিজেরা বসে কাজ দেখুন। সকলে খারাপ বলছি না, তবে সর্ষের মধ্যে ভূত আছে। এটা নজর দিতে হবে।'' প্রসঙ্গত, বাংলার ভোটার লিস্টে বহিরাগতদের নাম ঢোকানো হচ্ছে বলে আগেই অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ করেছিলেন, খোদ নির্বাচন কমিশনের একাংশকে ব্যবহার করে এভাবে ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম ঢোকানো হচ্ছে। অন লাইনে কেন ভোটার লিস্টের নাম তোলা হবে, কেন সশরীরে নয়, তা নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। ভোটার লিস্টের কাজের ক্ষেত্রে প্রশাসনের একাংশের মধ্যে গাছাড়া মনোভাবও দেখা যায় বলে অভিযোগ। সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়ে হাতে কলমে সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। এদিন উত্তরকন্যার প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি তো মুর্শিদাবাদে মুখ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখেছিলাম, ভোটার লিস্টের কাজের জন্য রুম রয়েছে, কিন্তু কেউ নেই! এটা কেন হবে?'' এরপরই প্রশাসনিক আধিকারিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, ''সারপ্রাইজ ভিজিট করতে হবে। তবেই এগুলো ধরতে পারবেন। একজনের নাম তিন জায়গায় তোলা হয়েছে।

এক্ষেত্রে নাম বাদ দিতে গিয়ে দেখতে হবে যেন আসল লোকের নাম না বাদ যায়। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে যথাযথভাবে।'' এদিনের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ''আসাম, সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক ঢুকছে। আমাদের লোকের আধার নম্বর-সহ ডিটেলস নিয়ে চলে যাচ্ছে।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''এটা কেন হবে? অথরাইজড লোক ছাড়া কেউ কাউকে ডিটেলস দেবেন না। ঝাড়গ্রাম, মালদহ, কোচবিহার, কলকাতা, ডায়মন্ড হারবার সহ একাধিক জায়গায় এরকম টিম ধরা পড়েছে। খেয়াল রাখতে হবে, বাইরে থেকে কোনও জঙ্গি যেন আশ্রয় না নিতে পারে। মনে রাখবেন, উত্তরবঙ্গের আশেপাশে চার, পাঁচটা বর্ডার রয়েছে। তাই প্রশাসনকে আরও বেশি সর্তক হতে হবে।'' নিয়মিত সীমান্তে নজরদারির কথাও মনে করান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। একই সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিডিও, ওসিদের বলব- ফেক খবর থেকে সাবধান থাকুন, বাংলাদেশের ভিডিও এখানের বলে চালানো হচ্ছে।'' এছাড়াও, সাধারণ নাগরিকদের প্রতিও মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ''নাগরিকদের সচেতনতা প্রশাসনের বড় শক্তি। আপনার চারপাশে যদি কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়, সেটা প্রশাসনকে জানান। এটা আপনার, আমার, সকলের দায়িত্ব।'' তিনি আরও জানান, কোনওরকম গুজব ছড়িয়ে যাতে অশান্তি না তৈরি হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখাটাও জরুরি। মানুষ যেন পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে পারেন, সেই বিশ্বাস তৈরি করুন।'' তিনি প্রতিটি থানা এলাকায় বিট পুলিশিং, সাপ্তাহিক জনসংযোগ সভা এবং স্থানীয় ক্লাবগুলির সহযোগিতায় নিরাপত্তা সচেতনতা অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। এই প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব, ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি), উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে তারা জানান, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে আগেও নজরদারি ছিল, তবে এখন তা আরও জোরদার করা হবে। সীমান্ত চৌকিগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, ড্রোন নজরদারি, এবং স্থানীয় সূত্র মারফত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে জোর দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা রাজ্যবাসীর মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে আরও আশ্বাস তৈরি করেছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলা যেমন কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ- এই সব জায়গায় পুলিশের তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নির্দেশের ফলে উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হতে চলেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

'আমাদের দুঃখ শুনুন', মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রীকে খোলা চিঠিতে অনুরোধ চাকরিহারাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এক গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার প্রাক্তন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারানো প্রায় ২৬ হাজারেরও বেশি কর্মী আজ পথে। 'যোগ্য শিক্ষক চাকরিহারা মঞ্চ'-এর ব্যানারে তাঁরা আজ বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। তাঁদের একটাই প্রশ্ন-আমাদের ভবিষ্যৎ কী? এই আন্দোলনের মূল কথা একটাই-চাকরি ফেরানোর দাবি, নতুন করে পরীক্ষা নয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, তাঁরা নিয়ম মেনে নিয়োগ পেয়েছিলেন, বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, তাঁদের কাজকর্মের কোনও ত্রুটি ছিল না। তবুও কিছু কারিগরি ত্রুটির দায় তাঁদের ঘাড়ে এসে পড়েছে, যা অন্য কেউ করেছে। তার দায়ে শিক্ষা থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া এক নির্মম ও অন্যায্য সিদ্ধান্ত। এই অবস্থায় আন্দোলনকারীরা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছেন। তাঁদের দাবি, পরীক্ষা নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের সমস্যার সমাধান হোক। এই প্রেক্ষিতেই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে চিঠি দিয়েছেন। জানা গেছে, গত সোমবার রাতেই তাঁদের তরফে একটি মেইল করা হয়, যেখানে আন্দোলনকারীরা বিস্তারিতভাবে তাঁদের পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং আলোচনার আবেদন জানান। তাঁরা প্রস্তাব দেন, আগামী বুধবার বিকেলে যদি মুখ্যমন্ত্রী সময় দেন, তবে তাঁরা আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই মেইলের কোনও জবাব না আসায় তাঁরা বাধ্য হয়ে একটি খোলা চিঠি জমা দেন। এই চিঠি শুধুমাত্র তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং একটি শান্তিপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান চাওয়ার চিত্র। আন্দোলনকারীদের একজন বলেন, ''আমরা চাই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান। আমরা রাজপথে নেমেছি বাধ্য হয়ে, কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়। আমাদের একটাই চাওয়া-আমরা যেন আবার শ্রেণিকক্ষে ফিরতে পারি।'' এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বারবার বলেছেন, তিনি সাধারণ মানুষের পাশে থাকেন। শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিযুক্ত কর্মীদের পুনর্বাসন দিতে তাঁর সরকার উদ্যোগ নেবে-এই আশা অনেকেই করছেন। তবে এখন প্রশ্ন একটাই-সরকার কবে সংলাপে বসবে? শিক্ষার প্রশ্নে এই ধরনের সংকট শুধু ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর

প্রভাব পড়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার উপর। একদিকে হাজার হাজার কর্মী কাজ হারিয়ে মানসিক ও আর্থিক সমস্যায় ভুগছেন, অন্যদিকে বহু স্কুলে শিক্ষকসংকট তৈরি হয়েছে। এই দুই সমস্যার একসঙ্গে সমাধান সম্ভব-যদি আলোচনায় বসা হয় এবং বাস্তবসম্মত ও মানবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চাকরিহারা এই শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের আন্দোলন এখন এক নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি রাজ্য সরকারকে দাঁড় করিয়েছে। এ লড়াই শুধুমাত্র একটি চাকরি ফেরানোর লড়াই নয়, বরং এ এক আত্মসম্মান ও ন্যায়ের লড়াই। এখন দেখার, সরকার কীভাবে এই সংকটের জবাব দেয়-নীরব থেকে, না কি আলোচনার টেবিলে এসে। আশা করা যায়, যাঁরা বছরের পর বছর শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হবে না। সরকার এই সংকটের দায়িত্ব নেবে এবং উপযুক্ত সমাধানসূত্র খুঁজে বের করবে। আর সেই সমাধানের পথ হোক-আলোচনা ও মানবিকতা।

চাকরি বাতিল মামলায় নয়া মোড়! বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এসএসসির ২০১৬ সালের আস্ত প্যানেল আগেই বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। এবার ওই মামলায় আদালত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, যারা র‍্যাঙ্ক জাম্প করে চাকরি পেয়েছেন তাঁরা পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন না। তাঁদের অযোগ্য হিসেবেই গণ্য করা হবে। বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চের নির্দেশ। ২০১৬ সালের নিয়োগপ্রক্রিয়ার পুরো প্যানেল খারিজ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি শীর্ষ আদালত। ওই মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২৬ হাজার (আদতে ২৫,৭৩৫) চাকরি বাতিলের রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রায় দিতে গিয়ে আদালত জানিয়েছিল, এসএসসি যোগ্য ও

অযোগ্যদের চিহ্নিত না করতে পারার ফলেই আস্ত প্যানেল বাতিল করা হল। অযোগ্যদের পাশাপশি অনেক যোগ্য শিক্ষকেরও চাকরি বাতিল হয়েছে। পরে রাজ্যের আবেদন মেনে সুপ্রিমকোর্ট জানিয়েছিল, নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত চাকরিহারা শিক্ষকরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। এ ব্যাপারে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশও দিয়েছিল আদালত। ওই মামলার শুনানিতেই এদিন আদালত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, র‍্যাঙ্ক জাম্প করে যারা চাকরি পেয়েছেন তাঁরা নিয়োগের ওই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। অর্থাৎ তাঁদেরও অযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে। শীর্ষ আদালতের এহেন নির্দেশের জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে চাকরিহারাদের মধ্যে। এখন দেখার এ বিষয়ে তাঁরা কী পদক্ষেপ করেন অর্থাৎ রায়কে চ্যালেঞ্জ করে পুনরায় মামলা দায়ের করেন কিনা।

সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানাল

'ওয়াকফ কেবল দান, ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয়'

নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ 'ওয়াকফ ইসলাম ধর্মে দানের একটি রূপ মাত্র। এটি ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয়।' ২১ মে, বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এক গুরুত্বপূর্ণ শুনানিতে জানিয়ে দিল কেন্দ্র। সরকারের পক্ষ থেকে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে বলেন, ''ওয়াকফ একটি ইসলামী ধারণা ঠিকই, কিন্তু এটি ইসলাম ধর্মের মৌলিক বা অপরিহার্য অনুষঙ্গ নয়। এটি কেবল দানের একটি মাধ্যম। যা প্রতিটি ধর্মেই রয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মেও দান আছে, হিন্দু ধর্মে 'দান'-এর রীতি রয়েছে, শিখ ধর্মেও একইরকম ব্যবস্থা দেখা যায়।'' তিনি আরও বলেন, ''ওয়াকফ বোর্ড কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ কাজ পরিচালনা করে থাকে।'' এই প্রসঙ্গে ওঠে মন্দির পরিচালনার বিষয়। ''মন্দির পরিচালনা একান্তই ধর্মীয় কাজ, যা ওয়াকফের মতো নয়। মন্দিরের প্রশাসনের দায়িত্ব এমনকি একজন মুসলমানের হাতেও থাকতে পারে।'' শেষে জুড়ে দেন আইনজীবী। এই যুক্তিগুলি উপস্থাপন করা হয় মুসলিম পক্ষের বক্তব্যের একদিন পরেই। কেন্দ্রের পক্ষে আদালতে উপস্থিত থেকে তুষার মেহতা জানান, বিতর্কিত 'ওয়াকফ-বাই-ইউজার' নীতির আওতায় যেসব সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলি পুনরুদ্ধার করার আইনগত অধিকার সরকারের রয়েছে। বলেন, ''সরকারি জমির উপর কারও ব্যক্তিগত অধিকার নেই। সুপ্রিম কোর্টের রায়ও বলছে, যদি কোনও সম্পত্তি সরকারের হয় এবং তা ওয়াকফ হিসেবে ঘোষিত হয়ে থাকে, তাহলেও সরকার সেই সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে।'' প্রসঙ্গত, পুরনো আইনে থাকা 'ওয়াকফ-বাই-ইউজার' ধারা অনুযায়ী, কোনও সম্পত্তি দীর্ঘ সময় ধরে ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে ব্যবহৃত হলে, প্রমাণপত্র ছাড়াও তা ওয়াকফ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারত। তবে নতুন আইনে এই ধারা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে ওয়াকফ আইনকে, যার আওতায় সরকার ওয়াকফ সম্পত্তির উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। সলিসিটার জেনারেল এদিন আদালতে উল্লেখ করেন, 'ওয়াকফ-বাই-ইউজার' কোনও মৌলিক অধিকার নয়। এই ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে নিষিদ্ধ করা হয়েছে- সম্পত্তিটি ওয়াকফ রেজিস্ট্রিতে নথিভুক্ত থাকতে হবে, তা ব্যক্তিগত সম্পত্তি

হতে হবে এবং সরকারি জমি হলে নির্দিষ্ট ছাড়প্রাপ্ত হতে হবে। কেন্দ্র আদালতকে আরও জানায়, সাম্প্রতিক ওয়াকফ আইন সংশোধনের মাধ্যমে এমন বহু সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, যা ১৯২৩ সাল থেকে ব্রিটিশ এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় সরকারগুলোও মেটাতে পারেনি। মেহতা বলেন, ''আমরা সেই দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো দূর করছি। প্রতিটি অংশীদারের কথা শোনা হয়েছে। কয়েকজন আবেদনকারী গোটা মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হতে পারে না। আমরা ৯৬ লক্ষ প্রতিনিধির বক্তব্য পেয়েছি। সংসদের যৌথ সংসদীয় কমিটি-র ৩৬টি বৈঠক হয়েছে এই বিষয়ে।'' এর আগের দিন, মঙ্গলবার, প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বল আবেদনকারীদের পক্ষে যুক্তি পেশ করা শুরু করলে আদালত জানায়, সংসদে পাস হওয়া আইনের ক্ষেত্রে 'প্রিসাম্পশন অফ কনস্টিটিউশনালিটি' থাকে। অর্থাৎ সেটিকে সাংবিধানিক বলেই ধরা হয়, যতক্ষণ না সুস্পষ্ট কোনও অসাংবিধানিকতার প্রমাণ দেওয়া যায়। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''প্রতিটি আইনের ক্ষেত্রেই সাংবিধানিকতার একটি অনুমান থাকে। অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি পেতে হলে আপনাকে খুব জোরালো ও স্পষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে।'' সর্বোচ্চ আদালতে কেন্দ্র অনুরোধ করে, শুনানি যেন সীমাবদ্ধ থাকে তিনটি বিষয়ে- ১. ওয়াকফ-বাই-ইউজার নীতির সাংবিধানিক বৈধতা ২. কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম মনোনয়নের বৈধতা ৩. সরকারি জমিকে ওয়াকফ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া। এই শুনানি দেশের সম্পত্তির অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সংবিধানিক কাঠামোর উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

৩ দিনের বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আলোচনায় বেরল পথ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ আপাতত তিন দিনের বাস ধর্মঘট প্রত্যাহার। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আলোচনার পর ধর্মঘট স্থগিত বাস মালিক সংগঠনের। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনও রকম ধর্মঘটের রাস্তায় যাচ্ছেন না তাঁরা। কিন্তু হঠাৎ কী এমন হল? যে ২৪ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত ধর্মঘটের পথে অনড় থাকা বাস মালিক সংগঠনগুলো হঠাৎ করেই পিছু হঠল? জানা যাচ্ছে, বুধবার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভর্মার সঙ্গে ঘণ্টা খানেকের ওপর বৈঠক করে বাস মালিক সংগঠনগুলো। বেরিয়ে এসে জানান, আপাতত তাঁরা সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ পর্যন্ত তাঁরা ধর্মঘটের পথে যাচ্ছেন না। কারণ তাঁরা যে ইস্যুগুলো নিয়ে সিপি-র সঙ্গে বৈঠক করতে গিয়েছিলেন, তাতে আলোচনায় কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হয়েছেন। বাস মালিক সংগঠনের

তরফে এক প্রতিনিধি বলেন, ''আমরা বেশ কিছু পয়েন্ট তুলে ধরেছিলাম। পুলিশ কমিশনার আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। মূল দাবি ছিল, পুলিশি অত্যাচার, দুই, কোভিড পিরিয়ডে গাড়ি চলেনি, আমরা ক্ষতিতে ছিলাম। তিন, যে পরিমাণ টোল ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে, তা কমাতে হবে। আপাতত ধর্মঘট প্রত্যাহার। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছি।'' পাশাপাশি সংযোগ পোর্টাল, যেটি জুন থেকে চালু হওয়ার কথা, তাতে পুরনো কেসগুলো তোলা হবে না এবং সংযোগ পোর্টালের নিয়ম শিথিল করা হবে বলেও কমিশনারের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বাস মালিক সংগঠন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ঠিক একই রকমের আশ্বাস দিয়েছিলেন পরিবহন সচিব। এদিন আরও একবার এই আশ্বাস দেন পুলিশ কমিশনার। সাধারণত বাস মালিক সংগঠনের সঙ্গে পুলিশ কমিশনারের বৈঠক আগে কখনও হয়নি।

কলকাতার আকাশে রহস্যময় ড্রোন! নেপথ্যে কোন অভিসন্ধি? উদ্বেগে গোটা প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ সম্প্রতি কলকাতার আকাশে এক অদ্ভুত ও রহস্যময় দৃশ্য দেখা যাওয়ায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরজুড়ে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মহেশতলা ও বেহালার দিক থেকে সাতটি আলোকজ্জ্বল বস্তু আকাশে উড়ে যেতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওই বস্তুগুলো থেকে অস্বাভাবিক আলো বের হচ্ছিল এবং তা দ্রুত গতিতে বিভিন্ন দিকে ঘুরছিল। বিষয়টি প্রথম নজরে আসে সেনাবাহিনীর, কারণ ময়দানের বিস্তীর্ণ এলাকা তাদের অধীনেই রয়েছে। সেনার পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পুলিশকে জানানো হয় এবং লালবাজার কন্ট্রোল রুম থেকে বিভিন্ন থানাকে সতর্ক করা হয়। ঘটনার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীও সরাসরি এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে। কারণ এই ঘটনার আশেপাশেই রয়েছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ও ফোর্ট উইলিয়াম - দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত দিক থেকে সংবেদনশীল স্থান। যেখানে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে আগে থেকেই উত্তেজনা চলছে, সেখানে এই ধরনের রহস্যময় ড্রোন বা আলোঘেরা বস্তু ঘোরাফেরা করাটা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে যেটুকু জানা গিয়েছে, সেটি হল এই বস্তুগুলোর গতি ও গতিপথ অনেকটাই ড্রোনের মতো ছিল। তারা মাঝেমধ্যে থেমে গিয়েছে, আবার হঠাৎ করে দিক পরিবর্তন করেছে। কিছু প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছেন, আলোগুলো বহুতলের পেছনে গিয়ে হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনায় রাতের অন্ধকার এবং

কুয়াশার জন্য পুরো বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি। সেই কারণেই পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্তে নামার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত সহায়তাও নেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ড্রোন বা আলোঘেরা বস্তু যদি সত্যিই নজরদারির উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও চরম নিরাপত্তা লঙ্ঘনের শামিল। কলকাতার মতো একটি জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ শহরে এমন কর্মকাণ্ড প্রশাসনের কাছে চিন্তার কারণ হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে এগুলো আদৌ ড্রোন ছিল কি না। হতে পারে সেগুলো কোনো ধরনের পরীক্ষামূলক প্রযুক্তি, অথবা কারও ব্যক্তিগত ড্রোন, যা নিয়ম না মেনে ওড়ানো হয়েছে। আবার, কোনো উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেনাবাহিনী ও কলকাতা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এখন এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। আকাশপথে নজরদারির পরিধি বাড়ানো হয়েছে এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ, রাডার রেকর্ড এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি সংগ্রহ করে গোটা ঘটনার একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে, প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও দ্রুত আধুনিক করে তোলা দরকার। শহরের আকাশসীমায় যেকোনো ধরনের অননুমোদিত প্রবেশকে দ্রুত শনাক্ত করে প্রতিরোধ করার মতো ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না গোটা বিষয়টি পরিস্কার হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকবে। এই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। তবে প্রশাসনের তরফে বারবার জানানো হয়েছে, আতঙ্কিত না হয়ে বরং যেকোনো অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লেই তা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে জানানোর জন্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ নাগরিকদের সতর্ক দৃষ্টি এবং সহযোগিতাই হতে পারে প্রশাসনের সবচেয়ে বড় সহায়। ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সূত্রে খবর, ফোর্ট উইলিয়াম (বর্তমান নাম বিজয় দুর্গের) মধ্যে ড্রোন টার্গেট করা বা সেগুলোকে ট্র্যাক করার যন্ত্র রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ামের সেই আধুনিক ব্যবস্থার মধ্যে ড্রোনের উপস্থিতি মেলেনি। তবে সেনা সূত্রে এও দেখা হচ্ছে, ড্রোন যদি সত্যি উড়ে থাকে, তাহলে ঠিক কোন দিক দিয়ে গিয়েছে। কারণ গোটা বিষয়টি নিয়ে এখনও ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরের সেনাকর্তারা। তবে ইতিমধ্যেই ফোর্ট উইলিয়ামের তরফে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। মূলত কোন দিক থেকে উড়ে এসেছিল এবং কোন সময় দেখা গিয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভাঙড় থেকে উদ্ধার প্রচুর গাঁজা, গ্রেফতার চার

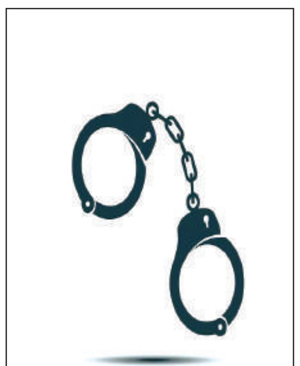

ভাঙড়, ২১ মে ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে প্রচুর গাঁজা উদ্ধার করলো পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সকালে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৪০ কেজি গাঁজা-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে ভাঙ।রে পোলেরহাট থানার পুলিশ। বুধবার সকালে সূত্র মারফত খবর পেয়ে ভাঙ।রে হাতিশালায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। তখনই শিয়ালদহ থেকে আসা একটি হলুদ ট্যাক্সিতে তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।গাঁজা-সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পোলারহাট থানার পুলিশ। যাঁদের বাড়ি কোচবিহার জেলায় বলে খবর। ধৃতদের কাছ থেকে গাঁজা-সহ চারটি মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতরা এই গাজা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল? শুধু কি ৪০ কেজি গাঁজা নাকি এর পিছনেও আছে অন্য কোনও বড় মাদকচক্রের হাত রয়েছে তার তদন্ত করছে পুলিশ।

দিল্লির পঞ্জাবি বাজারে ভয়াবহ আগুন, ভস্মীভূত একাধিক দোকান

নয়াদিল্লি, ২১ মেঃভয়াবহ আগুন লাগল দিল্লির কোটলা মুবারকপুরের পঞ্জাবি বাজারে। বুধবার ভোরে দিল্লির কোটলা সেবা নগর মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে বেশ কয়েকটি দোকান পুড়ে গিয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকল বাহিনীর কর্মীরা এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুনে প্রায় ৬টি দোকান পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।বুধবার ভোর ৪.০৮ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় দমকল। দমকল আধিকারিক মনোজ কুমার বলেছেন, আগুনে ৬টি দোকান পুড়ে গিয়েছে। আমরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছই, তখন দেখি ৬টি দোকানে আগুন লেগেছে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ৮টি দমকলের ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন লাগার কারণ তদন্তের বিষয়।

অলিম্পিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন নিনো বেনভেনুতি ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত

রোম, ২১ মে ঃ নিনো বেনভেনুতি, একজন প্রাক্তন ইতালীয় বক্সার যিনি ১৯৬০ সালে নিজের দেশ রোম অলিম্পিকে স্বর্ণ জিতেছিলেন এবং পেশাদার হিসাবে দুটি ওজন শ্রেণীতে বিশ্ব চ্যাম্পিযনশিপ শিরোপা অর্জন করেছিলেন। মঙ্গলবার , ৮৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। ইতালীয় জাতীয় অলিম্পিক কমিটি, কেওএনআই জানিয়েছে যে বেনভেনুতি মঙ্গলবার মারা গেছেন। তবে মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করেনি।কেওএনআই বেনভেনুতিকে দেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা বক্সার বলে অভিহিত করেছে সেই সঙ্গে তারা দেশের সবচেয়ে প্রিয় ক্রীড়াবিদদের একজন বলেছে। এই মার্জিত বক্সার ১৯৬০ সালে রোমে অলিম্পিক ওয়েলটারওয়েট খেতাব জিতেছিলেন। এই গেমসে ক্যাসিয়াস ক্লে - যিনি পরে মুহাম্মদ আলী হযেছিলেন তিনি হেভিওযেট স্বর্ণপদক জিতেছিলেন।আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির তথ্য অনুযায়ী, বেনভেনুতি ১২০টি ম্যাচে মাত্র একটিতে হেরে তার অপেশাদার কেরিয়ার শেষ করেছিলেন। ১৯৬১

সেজে উঠেছে ১০৩টি স্টেশন, বৃহস্পতিবার উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার, ২২ মে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় ১৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১০৩টি পুনর্নির্মিত রেলওয়ে স্টেশন উদ্বোধন করবেন। সেজে উঠেছে এই স্টেশনগুলি। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে অবস্থিত মাহে রেলওয়ে স্টেশনটি এই গুরুত্বপূর্ণ পুনর্নির্মাণ উ‍দ্যোগের অন্তর্ভু ক্ত স্টেশনগুলির মধ্যে একটি।এই প্রকল্পের আওতায়, মাহে স্টেশনে নবনির্মিত ওয়েটিং রুম, উন্নত টয়লেট ব্লক এবং উন্নত প্ল্যাটফর্ম আশ্রয়ের মতো উন্নত যাত্রী সুবিধা রয়েছে। আরও ভাল সুবিধা ও চলাচলের জন্য, একটি নতুন প্রবেশদ্বার বারান্দাএবং দ্বিতীয় প্রবেশপথ তৈরি করা হয়েছে, পাশাপাশি ৭,০০০ বর্গমিটার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা দুই এবং চার চাকার যানবাহনের জন্য ডেডিকেটেড পার্কিং জোনও তৈরি করা হয়েছে। যাত্রী সুবিধার কথা মাথায় রেখে স্টেশনটিতে এখন ১২০টি নতুন কংক্রিটধাতব বেঞ্চ, ৪০টি অতিরিক্ত মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট, ২১টি নতুন জলের পয়েন্ট এবং ৮০টি ডাস্টবিন রয়েছে। ব্যাপক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ড্রেনেজ উন্নতি এবং প্ল্যাটফর্ম পুনর্নির্মাণও করা হয়েছে।

কংগ্রেসকে তোপ সুধাংশুর, বিঁধলেন ইন্ডি জোটকেও

নয়াদিল্লি, ২১ মে ঃ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। তিনি আক্রমণ করেছেন ইন্ডি জোটকেও। বুধবার সুধাংশু ত্রিবেদী বলেছেন, অপারেশন সিঁদুরকে একটি ছোট ঘটনা বলা কেবল নিন্দানীয়ই নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব এবং ১৪০ কোটি ভারতীয়ের অনুভূতির প্রতিও অপমানজনক। এর আগেও রাহুল গান্ধী ভারতীয় বায়ুসেনা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে.অনেক ভিত্তিহীন কথা বলেছেন।সুধাংশু আরও বলেছেন, প্রথমে রাহুল গান্ধী এবং এখন মল্লিকার্জুন খাড়গের বক্তব্যের পর, একটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, গত কয়েকদিন ধরে ইন্ডি জোটের নেতাদের কাছ থেকে আসা বিবৃতিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বিবৃতি নয়. বরং সুচিন্তিত, ভারত-বিরোধী এবং আদর্শিকভাবে পুষ্ট বিবৃতির একটি সিরিজ। অতএব, আমরা অবশ্যই এই বিবৃতিটিকে নিন্দনীয় বলে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি, এটি কংগ্রেস দল এবং ইন্ডি জোটের একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ।

অসমে চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, বেতনভুক্ত পিএসও ব্যবস্থা, মেগা কনসার্ট পরিকল্পনার প্রস্তাবে সিলমোহর রাজ্য ক্যাবিনেটের

গোলাঘাট (অসম), ২১ মে ঃঅসমে চা বাগান শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, বেতনভুক্ত ‘ সিকিউরিটি অফিসার’ (পিএসও) ব্যবস্থা, মেগা কনসার্ট পরিকল্পনা সহ উজান অসমের উন্নয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে অসম মন্ত্রিসভা। বুধবার গোলাঘাট জেলার দেড়গাঁওয়ে অবস্থিত লাচিত বড়ফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমিতে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠক। বৈঠক শেষে পরিষদীয় মন্ত্রী অতুল বরাকে পাশে বসিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের নির্যাস দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, ‘ চা দিবসে আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, আসন্ন দুর্গাপূজার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে সরকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করবে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২২০ টাকার পরিবর্তে ২৫০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিযেছে মন্ত্রিসভা।’ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয় তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা একটি বেতনভুক্ত ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা (পিএসও) ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্তরী জানান, অসমে বহু ভারী শিল্পোদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠান আসছে। যার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পদাধিকারীদের পিএসও-র প্রয়োজন। ড. শর্মা জানান, যাঁরা তাঁদের জীবন হুমকির মুখে বলে মনে করেন তাঁরা সরকারকে ৭৫ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে পিএসও পেতে পারেন। যাঁরা সত্যিকার অর্থে হুমকি বোধ করছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা সহায়তার জন্য অনুরোধ করছেন, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।এছাড়া অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রিসভা-অনুমোদিত উদ্যোগের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ‘ অর্থনীতি’ জোরদার করার জন্য রাজ্য-সমর্থিত একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, সরকার আগামী ডিসেম্বরে গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় এবং যোরহাটে বড় কনসার্টের আয়োজন করবে। আগামী ৮ ডিসেম্বর গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠেয় কনসার্ট করবে পোস্ট মেলোন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ সমন্বিত অর্থনীতি পলিসিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছি। মেঘালয়ে বড় বড় কনসার্টের আয়োজন করে সরকার প্রায় ৭০ কোটি টাকা লাভ করেছে। অসমকেও মেঘালয়ের মতো রাজ্যগুলির সাথে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে, অন্যথায় আমরা একটি প্রতিশ্রুতিশীল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ব।’নুমলিগড় রিফাইনারিতে রাজ্যের ২৬ শতাংশ অংশীদারিত্বের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী এই সুবিধার মধ্যে আরও উন্নযনমূলক উদ্যোগের জন্য ২০৫ কোটি টাকা বিনিযোগের ঘোষণা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভা ডিব্রুগড়ে নতুন অসম বিধানসভা কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ২৮৪ কোটি টাকার বাজেটও অনুমোদন করেছে। ওই কমপ্লেক্সে ১ হাজার জনের বসার ব্যবস্থা সহ একটি অ্যাসেম্বলি হল থাকবে, পাশাপাশি বিধায়কদের জন্য আবাসিক ভবনের ব্যবস্থাও থাকবে।তাছাড়া অসম মন্ত্রিসভা ডিব্রুগড়ের খনিকর স্টেডিয়ামকে রাজ্যের সর্ববৃহৎ ৩৫ হাজার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন স্টেডিয়ামে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান ড. শর্মা।মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও জানান, লাচিত বড়ফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমির উন্নযনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষার্থী অফিসারদের জন্য আবাসিক কোয়ার্টার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে অতিরিক্ত ২২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে ক্যাবিনেটে সিলমোহর পড়েছে।তিনি আরও জানান, কাজিরঙার ষষ্ঠ তফশিলির খসরার চূড়ান্ত অধিসূচনা জারি হয়েছে। এ জন্য ৪৭,২৯১ হেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৯৮৫ সালে কাজিরঙার ষষ্ঠ তফশিলির খসরা প্রকাশ করা হয়েছিল। কাজিরঙা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে বিশ্বনাথের গোপালঝাড়নি, গোনাইটাপু, ঠুটেচাপরি, বালিগাঁও, বিশ্বনাথঘাট, জবরে, উমাটুমনিককে। কলিয়াবরের হাতিমুড়া, শিলঘাট, গাখিরখাটিকেও ষষ্ঠ তফশিলির বাইরে রাখা হয়েছে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

শক্তঘাঁটিতে এনকাউন্টারে নিহত ২৭ মাওবাদী, বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার

রায়পুর, ২১ মে ঃ নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে আবারও বড়সড় সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। বুধবার ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৭ জন মাওবাদীর। ৫০ ঘন্টারওও বেশি সময় ধরে এনকাউন্টার চলছে। নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সিনিয়র নকশাল ক্যাডার রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ছত্তিশগড়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র।বুধবার নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাঢ়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে কমপক্ষে ২৭ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা অবুঝমাঢ় মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত। অবুঝমাঢ়ে এক মাওবাদী কমান্ডার আশ্রয় নিয়েছিল। গোপন সূত্রে সেই খবর পাওয়ার পরেই রাজ্যের যৌথবাহিনী সেখানে অভিযান চালায়। শুধু নারায়ণপুর নয়, দান্তেওয়াড়া, বিজাপুর এবং কোন্ডাগাঁওতেও একই সঙ্গে অভিযান চালানো হয়। শীর্ষ মাওবাদীদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, চারটি জেলার ডিআরজি দল অবুঝমাঢ়ে মোতায়েন করা হয়েছিল। বেশ কয়েকজন সিনিয়র মাওবাদী নিহত অথবা আহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুর্গম এলাকা সত্ত্বেও, বাহিনী অভিযানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অনুসন্ধান অভিযান এখনও চলছে।সফল এই অভিযান প্রসঙ্গে ছত্তিশগড় বিধানসভার অধ্যক্ষ ডঃ রমন সিং বলেছেন, এই বৃহ অভিযানের সাফল্যের জন্য আমি ছত্তিশগড় পুলিশকে অভিনন্দন জানাই। আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজয় শর্মা জিকেও অভিনন্দন জানাই। ছত্তিশগড়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা বলেছেন, নিরাপত্তা বাহিনীর ২৬ জনেরও বেশি নকশালকে মেরেছে। একজন জওয়ান আহত হয়েছেন, তবে তিনি বিপদমুক্ত। অভিযানের সময় আমাদের এক সহযোগী প্রাণ হারিয়েছেন।

জলের দাবিতে বিক্ষোভ, পাথর প্রতিমায় বিধায়কের পথ আটকালেন এলাকাবাসী

পাথরপ্রতিমা, ২১ মে ঃ পানীয় জলের দাবিতে এবার বিধায়কের পথ আটকে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মহিলারা। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুর এলাকায় প্রায় শতাধিক মহিলা পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানার পথ আটকে জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। গোবর্ধনপুর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত, প্রতিবছর বারবার নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হয়ে পুকুর খাল বিল সমস্ত নোনা জলে ভরে থাকে। যে নলকূপ গুলো রয়েছে তার উপরেই ভরসা করে বাঁচতে হয় এলাকাবাসীর। কিন্তু গরমে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ায় সেগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে। এখনও সেভাবে বৃষ্টির দেখা নেই। এখনও চালু হয়নি জলস্বপ্ন প্রকল্পে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের কাজও, ফলে এলাকার মানুষ চরম জল কষ্টে ভুগছেন। আর সেই কারণেই এদিন বিধায়কের রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।প্রায় দু'বছর আগের কথা, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়ে পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধনপুর এলাকায় জলের লাইন পাতা সম্পন্ন হয়। এলাকার মানুষ ভেবেছিল, তাদের জলের সমস্যা বোধহয় মিটে যাবে। ভালো রাস্তা গাড্ডা করে যে লাইন পাতা হয়েছিল দেখতে দেখতে প্রায় দু'বছর কাটলেও এখনও পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি জল তো দূরের কথা লাইনে জলও আসেনি। তাই হাতের কাছে পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানাকে পেয়ে তাঁর রাস্তা আটকে বিধায়কের কাছে জলের দাবি জানান এলাকাবাসীরা। বিক্ষোভের মুখে পড়ে বিধায়ক তাদের একটি নলকূপ দেওয়ার আশ্বাস দিলে এলাকাবাসীরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নলকূপ তাদের প্রয়োজন নেই, একটি নলকূপ দিলে কোনও সমস্যা মিটবে না। তাদের টাইম টিবওয়েলের জলের প্রয়োজন রযেছে। উত্তরে বিধায়ক তাদের জানান, তিনি অতি শীঘ্রই জলের সমস্যা দূরীকরণে চেষ্টা করবেন। তবে এলাকাবাসীর দাবি, বহুবার প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়নি। যদি জলের সমস্যা দ্রুত না মেটে তাহলে পুনরায় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। বিধায়ক বলেন, যাতে দ্রুত সমস্যা

রাজীব-স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর, শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ রাহুল ও খাড়গের

নয়াদিল্লি, ২১ মে ঃ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।৩৪-তম মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে কংগ্রেসও। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী দিল্লির বীরভূমিতে রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এছাড়াও কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলটও রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদযাপন, দিল্লিতে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন

নয়াদিল্লি, ২১ মে ঃ অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত হল তিরঙ্গা যাত্রা। বুধবার সকালে তিরঙ্গা নেড়ে খালসা তিরঙ্গা যাত্রার সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে সম্মান জানাতেই আয়োজিত হয় এই তিরঙ্গা যাত্রা।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা এবং আশীষ সুদ এই তিরঙ্গা যাত্রার অংশ নেন। এছাড়াও আরও বহু মানুষ তিরঙ্গা যাত্রায় শামিল হন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ওয়াহে গুরু জি দা খালসা, ওয়াহে গুরু জি কি ফতেহ! দেশ এবং সেনাবাহিনীর সম্মানে, এখন সমস্ত খালসা নিজেদের হাতে তেরঙ্গা ধরে দাঁড়িয়েছে। এটি একটি কণ্ঠস্বর, একটি শক্তি এবং দেশের বাহিনীকে দেখানোর আবেগ যে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে, সমগ্র খালসা সীমান্তে যেতে প্রস্তুত। এটি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের প্রভাব।মন্ত্রী আশীষ সুদ বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে এই খালসা তিরঙ্গা যাত্রায় আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই এবং আমার বন্ধু এবং ভাই, সর্দার মনজিন্দর সিং সিরসাকেও এই তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ঋণ নিয়ে সন্ত্রাসবাদকে লালন করার চেষ্টা করছে আমাদের প্রতিবেশীঃমনোজ সিনহা

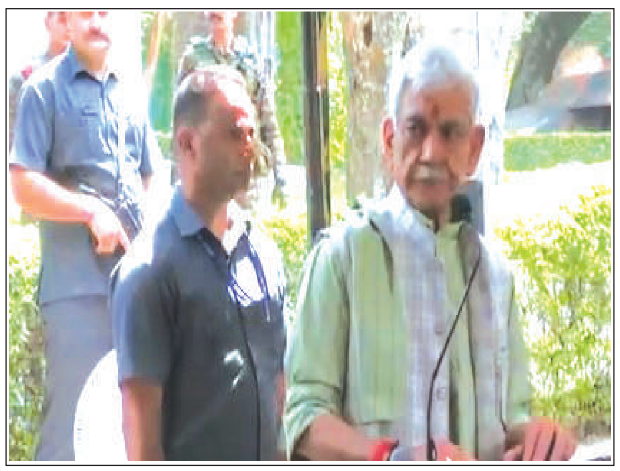

পুঞ্চ, ২১ মে ঃ সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। তাঁর কথায়, ঋণ নিয়ে সন্ত্রাসবাদকে লালন করার চেষ্টা করছে আমাদের প্রতিবেশী। জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বুধবার পুঞ্চের গুরুদ্বার নাংলি সাহেব পরিদর্শন করেছেন এবং প্রার্থনা করেছেন।পরে উপ-রাজ্যপাল সিনহা বলেছেন, এখন গোটা বিশ্ব জানে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানের ৯টি সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। তিন দিনের মধ্যে, শত্রুরা হাঁটু গেড়ে বসে বিশ্বের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনাদের সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য গোটা দেশ গর্বিত। আমরা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং শীঘ্রই বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হব। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ঋণ নিয়ে সন্ত্রাসবাদকে লালন করার চেষ্টা করছে।

তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে পালালেন বিজেপি নেতা, তোলপাড় হরিশ্চন্দ্রপুর

মালদা, ২১ মে ঃ পার্টি অফিস থেকেই প্রেম, আর সেই প্রেমের জেরেই দুই পরিবারের উপর নেমে এল বিপর্যয়। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কৈলাসনগর এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছেন স্থানীয় এক বিজেপি নেতা। অভিযুক্ত বিজেপি নেতাও বিবাহিত। এই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে বিপর্যয় নেমে এল দুই পরিবারে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৈলাসনগরের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী তথা পেশায় টোটো চালক জিতেন রায়ের স্ত্রী শিউলি রায় কয়েকদিন ধরেই নিখোঁজ ছিলেন। এরপর জিতেন রায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় স্ত্রীর নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করলে জানা যায়, শিউলি রায় পিপলার বাসিন্দা বিজেপি নেতা জীবন দাসের সঙ্গে ঘর ছেড়েছেন। দুই পরিবারের মধ্যে আগে থেকে কোনও শত্রুতা না থাকলেও, বিজেপি পার্টি অফিস জিতেন রায়ের বাড়ির মাত্র ১০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত। সেখানেই নিয়মিত আসতেন জীবন দাস। সেখান থেকেই শুরু হয় পরিচয়, ধীরে ধীরে গ।ায় প্রেমে। জিতেন রায় জানিয়েছেন, তিনি স্ত্রীর এই বিশ্বাসঘাতকতায় স্তব্ধ। ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয়ের পর প্রেম করে যাঁকে বিয়ে করেছিলেন, দুই সন্তানসহ সুখেই সংসার চলছিল-সেই স্ত্রী আচমকা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি।অন্যদিকে, জীবন দাস নিজেও বিবাহিত এবং তাঁরও রয়েছে একটি ছোট সন্তান। শিউলি রায়ের মা জানিয়েছেন, মেয়ের এমন কাণ্ডে তিনিও বিস্মিত। তিনি বলেন, মেয়ে আমাদের কিছুই জানায়নি। কেন এমন করল বুঝতে পারছি না। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়য়েছে। স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি এলাকায় এমন সম্পর্কের কারণে পারিবারিক অশান্তির ঘটনা বে।ইে চলেছে। এই ঘটনায়ও ভেঙে যেতে বসেছে দুটি পরিবার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্ত চলছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন।

রাশিফল

মেষঃঅসীম শক্তি এবং উসাহ আপনাকে আকৃষ্ট করবে এবং আপনি যে কোনও সুযোগকে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করবেন। আপনার হাত থেকে সহজেই অর্থ বেরিয়ে যাবে। তবে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে। পরিবারে অনুষ্ঠানের যোগ আছে।

বৃষঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখুন। যাঁরা বিভিন্ন সুবিধা নিতে আপনার কাছে আসে, আজ তাঁদের উপেক্ষা করুন। অবসর সময় শিশুদের সঙ্গে উপভোগ করুন। আজ, আপনি বাড়িতে কোনও পুরোনো জিনিস খুঁজে পেয়ে আনন্দ অনুভব করতে পারেন।

মিথুনঃ আধ্যাত্মিক ও শারীরিক লাভের জন্য ধ্যান এবং যোগব্যায়াম করা উচিত। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক বিষয় এবং মুলতুবি থাকা গৃহস্থালির কাজ শেষ করতে পারেন। আজ আপনি প্রিয়জনের থেকে ভালোবাসা অনুভব করবেন।

কর্কটঃআজ আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। সন্তানদের থেকে অপ্রত্যাশিত আনন্দের খবর পাবেন। রোমান্টিক স্মৃতি আপনার দিনজুড়ে থাকবে। আজ মদ বা সিগারেট না খাওয়াই ভালো। কারণ, তাতে মাত্রাটা বেড়ে যেতে পারে।

সিংহঃআপনার সাংসারিক জীবনকে নতুন রূপে সাজানোর জন্য আপনি হয়তো ব্যক্তিগত স্তরে নতুন কোনও কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে চাইবেন। সামান্য কল্পনা ও ঘনিষ্ঠতা আপনাকে আপনার প্রিয়তমের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করবে।

কন্যাঃ আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে গল্প ও বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা করার ফলে আপনার দিগন্ত প্রসারিত হবে। আজকের দিনে একটি রোমান্টিক সন্ধ্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে।

তুলাঃআপনি নিজের সম্মান অথবা সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী থাকবেন। আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা আপনার কাজের জায়গায় উন্নতি করতে সাহায্য করবে।

বৃশ্চিকঃ আজকে হঠাৎ, আপনাকে কেমন দেখতে তা নিয়ে আপনি সচেতন হয়ে আছেন। আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, আপনি কেমন জামাকাপড় পড়ছেন, কেমন ভাবে চলাফেরা করছেন, সবকিছুই আজকে আপনার চিন্তার বিষয়।

ধনুঃআজ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার ইচ্ছে হবে। সৌন্দর্যের জন্য অল্প কিছু টাকা খরচ করা যেতেই পারে, বিশেষ করে চুলের জন্য । কেনাকাটাও হতে পারে । আপনি পোশাক ও গয়নায় টাকা খরচ করতে চাইবেন ।

মকরঃ আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আপনি হয়তো নিজের আত্মাকে নতুন করে খুঁজে পাবেন।

কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বড়িয়ে তুলবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় আপনি মগ্ন থাকবেন। ।।

মীনঃআপনি সম্ভবত শান্তিতে থাকবেন, কেননা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ২১-২৯ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। সোম ও মঙ্গলবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি লসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা ৫০মনিট এবং রাত ১১ট। ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মনিটে।

ঠাকুরপুকুরে লরির দৌরাত্ম্য, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উঠে পড়ল ফুটপাথে, আহত চালক

ঠাকুরপুকুর, ২১ মেঃ আবারও ঠাকুরপুকুরে পথ দুর্ঘটনা। বুধবার ভোরবেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বালি বোঝাই লরি উঠে গেল ফুটপাথে। ঘটনায় লরির চালক গুরুতর আহত হন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোরে একটি বালি ভর্তি লরি তারাতলা থেকে জোকার দিকে যাচ্ছিল। ঠাকুরপুকুর এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি সোজা উঠে যায় ফুটপাথে। ফুটপাথে একটি ফলের দোকানের সামনেই থামে লরিটি। সৌভাগ্যবশত, সেই সময় দোকান কিংবা রাস্তায় কেউ উপস্থিত না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। তবে লরির চালক গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারাই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে লরিটিকে আটক করেছে।

কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। লরির ব্রেক ফেল নাকি চালকের ঘুমের ঝোঁক সমস্ত সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই রুটে ভারী গাড়ির দৌরাত্ম্য প্রায় নিয়মিত। ফলে মাঝেমধ্যেই এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকায় আরও কড়া নজরদারি ও নিয়মিত ট্রাফিক তদারকির দাবি উঠছে।

ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির ঘটনা না ঘটায় স্বস্তিতে স্থানীয়রা।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারিঃ কলকাতায় তিন জায়গায় ইডি-র অভিযান

কলকাতা, ২১ মেঃ বুধবার সাতসকালে কলকাতার তিনটি স্থানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযান ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, কালী কৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিটে কমল সিং-এর বাসভবনে ইডি তল্লাশি চালায়। সেখানে একটি ঘরে চারজন মহিলার উপস্থিতি পাওয়া যায় এবং ইডি কর্মকর্তারা সেই ঘরে তল্লাশি চালান।ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারিতে, প্রতারকরা সরকারি কর্মকর্তার পরিচয়ে নাগরিকদের ফোন করে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করে। এই ধরনের প্রতারণায় কলকাতার এক বাসিন্দা ৩.৪ কোটি টাকা হারিয়েছেন। ইডির এই অভিযান ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারির মূল হোতাদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে।

তদন্ত চলমান রয়েছে এবং ইডি কর্মকর্তারা আরও তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। এই ধরনের প্রতারণা থেকে সুরক্ষিত থাকতে, নাগরিকদের অজানা নম্বর থেকে আসা ফোন কলের বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

জলের দাবিতে বিক্ষোভ, পাথর প্রতিমায় বিধায়কের পথ আটকালেন এলাকাবাসী

পাথরপ্রতিমা, ২১ মে ঃ পানীয় জলের দাবিতে এবার বিধায়কের পথ আটকে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার মহিলারা। বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুর এলাকায় প্রায় শতাধিক মহিলা পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানার পথ আটকে জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। গোবর্ধনপুর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত, প্রতিবছর বারবার নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হয়ে পুকুর খাল বিল সমস্ত নোনা জলে ভরে থাকে। যে নলকূপ গুলো রয়েছে তার উপরেই ভরসা করে বাঁচতে হয় এলাকাবাসীর। কিন্তু গরমে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ায় সেগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে। এখনও সেভাবে বৃষ্টির দেখা নেই। এখনও চালু হয়নি জলস্বপ্ন প্রকল্পে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের কাজও, ফলে এলাকার মানুষ চরম জল কষ্টে ভুগছেন। আর সেই কারণেই এদিন বিধায়কের রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। প্রায় দুবছর আগের কথা, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়ে পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধনপুর এলাকায় জলের লাইন পাতা সম্পন্ন হয়। এলাকার মানুষ ভেবেছিল, তাদের জলের সমস্যা বোধহয় মিটে যাবে। ভালো রাস্তা গাড্ডা করে যে লাইন পাতা হয়েছিল দেখতে দেখতে প্রায় দুবছর কাটলেও এখনও পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি জল তো দূরের কথা লাইনে জলও আসেনি। তাই হাতের কাছে পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানাকে পেয়ে তাঁর রাস্তা আটকে বিধায়কের কাছে জলের দাবি জানান এলাকাবাসীরা। বিক্ষোভের মুখে পড়ে বিধায়ক তাদের একটি নলকূপ দেওয়ার আশ্বাস দিলে এলাকাবাসীরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নলকূপ তাদের প্রয়োজন নেই, একটি নলকূপ দিলে কোনও সমস্যা মিটবে না। তাদের টাইম টিবওয়েলের জলের প্রয়োজন রয়েছে।

উত্তরে বিধায়ক তাদের জানান, তিনি অতি শীঘ্রই জলের সমস্যা দূরীকরণে চেষ্টা করবেন। তবে এলাকাবাসীর দাবি, বহুবার প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়নি। যদি জলের সমস্যা দ্রুত না মেটে তাহলে পুনরায় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। বিধায়ক বলেন, ''যাতে দ্রুত সমস্যা মেটে সেই চেষ্টা করা হবে।

ভাঙড় থেকে উদ্ধার প্রচুর গাঁজা, গ্রেফতার চারজন

ভাঙড়, ২১ মেঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে প্রচুর গাঁজা উদ্ধার করলো পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সকালে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৪০ কেজি গাঁজা-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে ভাঙড়ের পোলেরহাট থানার পুলিশ। বুধবার সকালে সূত্র মারফত খবর পেয়ে ভাঙড়ের হাতিশালায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। তখনই শিয়ালদহ থেকে আসা একটি হলুদ ট্যাক্সিতে তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গাঁজা-সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পোলারহাট থানার পুলিশ। যাঁদের বাড়ি কোচবিহার জেলায় বলে খবর। ধৃতদের কাছ থেকে গাঁজা-সহ চারটি মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতরা এই গাজা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল? শুধু কি ৪০ কেজি গাঁজা নাকি এর পিছনেও আছে অন্য কোনও বড় মাদকচক্রের হাত রয়েছে তার তদন্ত করছে পুলিশ।

কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কে ব্যক্তিগত আক্রমণ, সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাজু ঘোষ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ২১ মেঃ গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরে আসার পর মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাজু ঘোষ কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারের দুর্ভোগ চিত্রের ছবি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের বিপুল পরিমাণ ত্যাগ এবং মিউটেশনের টাকা বাড়িয়েছে পৌরসভা এমন অভিযোগ করেন। এরপরই কোচবিহারের ১৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিতদের ভৌমিক সাংবাদিকদের সাথে গ্রুপে জানিয়ে দেন হোয়াটসঅ্যাপে সবাইকে মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও এরপরেই কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ পাল্টা জানান - কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে কুড়ি হাজার দোকান রয়েছে যার মধ্যে শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স আছে ৩৮০০ জনের। তিনি আরো বলেন বাকিদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে পাশাপাশি সরাসরিভাবে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাজু ঘোষ প্রসঙ্গে বলেন তার নিজের ট্রেড লাইসেন্সও ঠিকঠাক নেই। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে যে সমস্ত তথ্য তুলে দেওয়া হচ্ছে তা সঠিক নয়। সমস্ত তথ্য নিয়ে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সামনে পেশ করবেন বলেও জানান তিনি। এই ঘটনার পর বুধবার কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সাংবাদিক বৈঠকে সম্পাদক রাজু ঘোষ বলেন - মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কোচবিহারের ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথা তুলে ধরার কারণে ব্যক্তিগতভাবে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদককে হেনস্থা করছে কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রমাণ সমেত বেশ কিছু অভিযোগ করেন কোচবিহার জেলার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মতিলাল জয়ীন। তিনি জানান বর্তমানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে কোচবিহার পৌরসভা বাড়তি কর আদায় করছে। তিনি আরো বলেন এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছিল বলেই কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক কে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে যার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। উল্লেখ্য বুধবার শিলিগুড়ি প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সামনে আরো একবার কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ট্যাক্স প্রসঙ্গ তুলে বলেন তারা মিথ্যে কথা বলছে আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে। এরপরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের জেলা শাসক কে নির্দেশ দেন সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখে তাকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। দীর্ঘদিন ধরেই মিউটেশন ট্যাক্স বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সাথে কোচবিহার পৌরসভার দ্বন্দ্ব চরমে।

উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সফরে কোচবিহার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বক্তব্যের পর জেলা ব্যবসায়ী সমিতি এবং কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যানের মধ্যে সংঘাত চরমে পৌঁছল বলেই মনে পড়ছে ওয়াকিবহল-বহল।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আবহে কাশ্মীরে অস্থিরতার মাঝেই ১২ দিন ধরে নিখোঁজ মালদার নাবালক পরিযায়ী শ্রমিক

যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ফোনে শেষ কথা মায়ের সঙ্গে, উৎকণ্ঠায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার

তনুজ জৈন,মালদা, ২১ মেঃ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে কাশ্মীরে অস্থিরতার মাঝেই কাজে গিয়ে নিখোঁজ বাংলার নাবালক পরিযায়ী শ্রমিক। বাড়ির সঙ্গে শেষ কথা বারো দিন আগে।যে সময় কার্যত যুদ্ধ চল ছিল ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে। বাড়িতে জানিয়ে ছিলেন খাবার সমস্যা হচ্ছে।এই পরিস্থিতির মধ্যে ফিরে যাবে বাড়ি।তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ নেই। ব্যাপক উৎকণ্ঠায় পরিবার। কান্নায় ভেঙে পড়েছে মা। প্রশাসনের কাছে কাতর আবেদন ছেলেকে ফেরানোর। রাজ্যে কোন কর্মসংস্থান নেই বলে এত ছেলেকে বাইরে যেতে হচ্ছে তোপ বিজেপি সাংসদের। সাথে ওই পরিযায়ীর সন্ধানের জন্য পরিবারকে সহায়তার আশ্বাস। খোঁজ নেওয়ার আশ্বাস দিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীও। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাটিওন গ্রামের বাসিন্দা আশফাক হক (১৭)। বাড়ির বড় ছেলে আশফাক। রয়েছে আরো দুই ছোট ভাই বোন। তবে তার বয়সও বেশি নয়।

আইনত সে এখনো নাবালক। কিন্তু তারপরেও পেটের টানে প্রায় কুড়ি দিন আগে পাড়ি দিয়ে ছিল কাশ্মীরে। সেখানে ঢালাই মিস্ত্রির কাজের জন্য গেছিল। আশফাক যাওয়ার দুই তিন দিনের মধ্যেই ভারত পাকিস্তানের অস্থিরতা শুরু হয়। পাকিস্তান বারংবার হামলার চেষ্টা করে কাশ্মীরে। সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়। দুই থেকে তিনরাত ব্ল্যাক আউট হয়।এই পরিস্থিতির মধ্যে সেখানেই ছিলেন আশফাক। বাড়িতে মাকে ফোনে বলে ছিলেন বাড়ি ফিরে যাবে। খাবার নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। গোলাগুলির শব্দ শুনতে হচ্ছে সব সময়। ১২ দিন আগে সেটাই শেষ কথা। তারপর থেকে মোবাইল ফোন সুইচ অফ। তার পরিবার বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও হয়নি সম্ভব। বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে কোন খোঁজ পাননি।

কোথায় গেল তাদের ছেলে। কি পরিস্থিতিতে রয়েছে। কোন দুর্ঘটনার স্বীকার হলো কি না। বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় কান্নায় ভেঙে পড়ছে পরিবারের লোকেরা। হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন খোজ নিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুও এই ঘটনাকে দুঃখজনক বলে কর্মসংস্থান নিয়ে রাজ্য সরকারকে দায়ী করে পরিযায়ী শ্রমিকের সন্ধানের জন্য পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন কবে মিলবে তার খোঁজ। কি অবস্থা তে মিলবে।

নববারাকপুরে রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নববারাকপুর,২১ মেঃ ভারতকে আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন যিনি দেখতেন সেই কনিষ্ঠতম প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বুধবার ৩৪ তম প্রয়াণ দিবস। নববারাকপুর শহর কংগ্রেস কমিটি ও রাজীব স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে বুধবার সকালে এপিসি রোডে দলীয় কার্যালয়ে এবং সতীনসেন নগর রাজীব মূর্তিতে শ্রদ্ধাচিত্তে তাকে স্মরন করা হয়। রাজীব গান্ধীর প্রতিচ্ছবি ও আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দ। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্যের মধ্যে রাজীব গান্ধীর স্মৃতি চারনা করেন ও দেশ এবং দেশবাসীর জন্যে ওনার অবদান উল্লেখ করেন। বর্তমান ভারতবর্ষের যা অবস্থা রাজীব গান্ধীর অনুসারী হয়ে বক্তারা সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও ঐক্যের বার্তা তুলে ধরেন এদিন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা (শহর) কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি মধু সাহা, টাউন কংগ্রেসের সভাপতি তপন দত্ত ও কার্যকরী সভাপতি সুমন গুহ।

তীব্র অস্বস্তি মহানগরীতে

কলকাতা, ২১ মে ঃ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়াও। বৃষ্টি সত্ত্বেও ভ্যাপসা ও গুমোট গরম কমছেই না। মহানগরী কলকাতায় ওঠানামা করছে তাপমাত্রা পারদও। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিতেও ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শুক্রবার, ২৩ মে পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকাংশ জেলার আকাশ আপাতত আংশিক মেঘলা থাকবে। বুধবার সকালেও শহর ও শহরতলিতে ঘর্মাক্ত গরম অনুভূত হয়েছে।

সাধু সেজে গৃহস্থের বাড়ি থেকে চুরি সোনার হার এবং মঙ্গলসূত্র

পুলিশের জালে দক্ষিণেশ্বর থেকে গ্রেফতার চার দুষ্কৃতী, ধৃতেরা বিহারের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মে ঃ সাধু সেজে গৃহস্থের বাড়ি থেকে চুরি সোনার হার এবং মঙ্গলসূত্র। হাওড়া শহরের বুকেই অভিনব কায়দায় ওই প্রতারণার ঘটনায় চাঞ্চল্য। পুলিশের জালে দক্ষিণেশ্বর থেকে গ্রেফতার চার দুষ্কৃতী। ধৃতেরা বিহারের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ হাওড়া ময়দান এলাকার রামেশ্বর মালিয়া ফাস্ট বাই লেনে পিন্টু শর্মার বাড়িতে আসে চার সাধু। পরনে সাধুর পোশাক, মাথায় তিলক, হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত ছিলেন তাঁরা। এক পলকে দেখলে তাঁদের সাধু বলে মনে হতেই পারে। এরপর ওই চারজন বাড়ির মহিলাদের ধর্ম নিয়ে নানান উপদেশ দিতে শুরু করেন। একই সঙ্গে চলে ভবিষ্যৎ বাণী। বেশ কিছুক্ষণ পরে বাড়ির মহিলাদের আস্থা অর্জনের পর তাঁরা মহিলাদের সোনার গয়না দ্বিগুণ করে দেওয়ার টোপ দেয়। এতে পিন্টু শর্মার স্ত্রী নিজের সোনার হার এবং সোনার মঙ্গল সূত্র খুলে সাধুদের হাতে তুলে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই সোনার গয়না নিয়ে তার পরিবর্তে কাপড়ে মোড়া নকল গয়না তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয় সাধুরা। যাবার আগে বাড়ির পূর্ব কোণে ওই পোটলা রেখে সাধুরা নির্দেশ দেন সন্ধ্যেবেলার আগে ওই পোটলা খোলা যাবে না। সন্ধ্যাবেলায় পোটলা খুললে দেখা যাবে সোনার গয়না দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এরপরই ওই চার সাধু বাড়ি থেকে চম্পট দেয়। পরে বাড়ির লোকের সন্দেহ হওয়ায় কাপড়ের পোটলা খুললে দেখা যায় তাদের সোনার গয়না হাপিস। এই ঘটনায় হাওড়া থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন পিন্টু শর্মা। তদন্তে নেমে হাওড়া থানার পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করতে শুরু করে। হাওড়া ময়দানের বঙ্গবাসী মোড় থেকে একটি সাধুদের দলকে বাসে উঠতে দেখা যায়। এই সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ খবর পায় দক্ষিণেশ্বর এলাকায় বেশ কিছুদিন আগেথেকে একটি বানজারা দল থাকছে। তারা সাধু সেজে বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন চালাচ্ছে। এরপর মঙ্গলবার রাতে হাওড়া থানার একটি তদন্তকারী দল বানজারাদের গোপন ঘাঁটিতে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে চারজনকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিশ। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় খোয়া যাওয়া সোনার গয়না।

সাধুদের পান্ডা হাদিস লাঠোর (৪২)। বাকি তিন জন হল মনোজ লাঠোর, ছোটু লাঠোর এবং নেতা রাঠোর। এদের সকলেরই বাড়ি বিহারের গয়া জেলায়। পুলিশ জানিয়েছে, এই গ্যাংটি সাধু সেজে হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণা চালিয়ে আসছিল। মানুষকে ধর্মের কথা শুনিয়ে সোনার গয়না লুট করত এরা। এই চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা আছে তা জানতে ধৃতদের বুধবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়। পুলিশি হেফাজতে নিয়ে ধৃতদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

জয়নগরের বিধায়কের উদ্যোগে আঁচল কর্মসূচি পালন শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর,২১ মেঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে সংগঠনের উপর জোর দিয়েছে শাসক তৃনমূল কংগ্রেস। আর সেই মতো বুধবার বিকালে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর বিধানসভা তৃনমূল কংগ্রেসের আয়োজনে অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচির প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জয়নগর ১ নং ব্লকের সভানেত্রী বন্দনা লস্কর,জয়নগর মজিলপুর টাউন তৃনমূল সভানেত্রী দ্বিপান্তিতা দাস, তৃনমূল জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ আরো অনেকে। আগামী কয়েক মাস পরে বিধানসভার নির্বাচন। আর তাঁর আগে দলের ঘোষিত কর্মসূচি মেনে এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে আঁচল কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে জয়নগর বিধানসভার ১২ টি অঞ্চলের মহিলাদের নিয়ে আঁচল কমিটি তৈরি করা হয়।প্রতি অঞ্চলের মহিলারা তাদের অঞ্চলের মহিলাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারের কাজের সাফল্য তুলে ধরবে। এই সরকারের সময়ে লক্ষ্মীর ভান্ডার, কণ্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা কি তুলে তুলে ধরবে মহিলারা। এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এই প্রকল্পের কাজ কিভাবে হবে তা বিস্তারিত তুলে ধরলেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতন।

গ্রামোন্নয়ন নিয়ে পর্যালোচনা সভা ব্যারাকপুর বিডিও অফিসে

নববারাকপুর, ২১ মেঃ ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতিরর অন্তর্গত ছয়টি পঞ্চায়েতের গ্রামোন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা সভা হল বুধবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে। উক্ত পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর এসডিও সৌরভ বারিক, ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সারোয়ার আলী,জয়েন বিডিও ইন্দ্রজিৎ মন্ডল সাহেব, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শুকুর আলী পুরকাইত, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ, বিলকান্দা ১, বিলকান্দা ২, পাতুলিয়া, বন্দিপুর, মোহনপুর, শিউলি পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং বিভিন্ন দপ্তরের সম্পাদক, আধিকারিকগন। মূলত গ্রামোন্নয়ন নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় যে সকল প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয় নি সেই সব উন্নয়ন মূলক কাজ জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত শেষ করতে জোর দেওয়া হয় এদিন সভায়।

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন., পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর **জুন, ২০২৫ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী।**
নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ **তারিখঃ ২০.০৫.২০২৫**

ক্র.নং.	ডিপো/ডিভিসন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ		
১	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন	০৪.০৬.২০২৫	১৭.০৬.২০২৫	২৬.০৬.২০২৫
২	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন	০৫.০৬.২০২৫	১৮.০৬.২০২৫	২৭.০৬.২০২৫
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা টাউন ডিভিসন	০৬.০৬.২০২৫	১৩.০৬.২০২৫	২৪.০৬.২০২৫
৪	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	১১.০৬.২০২৫	১৮.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫
৫	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	০৩.০৬.২০২৫	১৭.০৬.২০২৫	২৬.০৬.২০২৫
৬	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	১২.০৬.২০২৫	২৫.০৬.২০২৫	-
৭	মালদা টাউন ডিভিসন	মালদা টাউন ডিভিসন	০৬.০৬.২০২৫	২৩.০৬.২০২৫	-

STORES-12/2025-26 **চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন.**
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED
Regd.Office : 6 Waterloo Street, Room No:506, 5th Floor, Kolkata-700069 (W.B) **CIN : L67100WB1986PLC040201**
Tele Fax.(033)22430376, **Email.:** ashirwadsteels@gmail.com,
WebSite : www.ashirwadsteels.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31.03.2025
(Rupees in Lakhs)

Sl No	Particulars	3 months ended 31.03.2025	Preceeding 3 months 31.12.2024	Correspon. 3 months ended 31.03.2024 in the previous year	Current year ended 31.03.2025	Previous year ended 31.03.2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1)	Total Income from operations	137.05	93.32	163.90	429.94	439.94
2)	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	93.83	68.29	133.31	309.73	318.59
3)	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	93.83	68.29	133.31	309.73	318.59
4)	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	71.51	47.45	89.84	229.66	225.51
5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	71.15	33.51	92.20	227.13	246.82
6)	Equity Share Capital	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00
7)	Other equity				7062.07 As at 31.03.2025	6834.94 As at 31.03.2024
8)	Earnings per share (of ₹10/- each) (not annualised for quarterly figures): a) Basic ₹ b) Diluted ₹	0.57 0.57	0.38 0.38	0.72 0.72	1.84 1.84	1.80 1.80

Notes :
1) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31st, 2025 filed with the Stock Exchange(BSE LTD.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.
2) The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and year ended March 31st, 2025 are available on the Bombay Stock Exchange(BSE LTD.) website (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.ashirwadsteels.com).
3) The Audited financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Rules, 2015.
4) The previous quarter /year's figures have been re-grouped/ re-classified wherever necessary, to conform to current quarter/ year's presentations.
5) The above Audited Financial Results were reviewed and recomended by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 21th May,2025

For and on behalf of the Board of Directors of
Ashirwad Steels & Industries Ltd.
Sd/-
Dalbir Chhibbar
Managing Director
DIN: 0550703

Place : Kolkata
Date : 21.05.2025

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য **ই-অকশন** আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** ৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনে **নলহাটি স্টেশনে, কামারকুন্ডু স্টেশনে** নর্মাল পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন চুক্তি প্রদান। রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেইট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট **ই-অকশন** অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং** মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-০২-আর২৫। লট নং./ক্যাটেগরি ও স্টেশনঃ (১) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এনএইচটি-টিওআই-৪২-২৪-১, নলহাটি (এনএইচটি), (২) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-কেকিউইউ-টিওআই-২৩-২৫-১, কামারকুন্ডু (কেকিউইউ)। অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ০৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট।
HWH-95/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৭১ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বিপ্লবী দুকড়িবালা দেবী

অগ্নিকন্যা দুকড়িবালা দেবী। দুকড়িবালা দেবীর জন্ম হয় ২১শে জুলাই ১৮৮৭ সালে বীরভূম জেলার নলহাটি থানার ঝাউপাড়ায়। দুকড়িবালা দেবী হলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী নারী। তার পিতার নাম ছিল নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এর মাতার নাম ছিল কমলকামিনী দেবী। দুকড়িবালা দেবী ছিলেন বাংলার প্রথম দিকের নারী বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম। ব্রিটিশ শাসক দ্বারা তিনিই প্রথম সশস্ত্র কারাদণ্ড প্রাপ্ত নারী ছিলেন। দুকড়িবালা দেবীর বিবাহ হয় ঝাউপাড়া গ্রামেই, তার স্বামীর নাম ছিল ফণীভূষণ চক্রবর্তী। দুকড়িবালা দেবীর বোনপো ছিলেন নিবারণ ঘটক সশস্ত্র বিপ্লববাদী। মাসিমা দুকড়িবালা নিবারণ ঘটককে খুব স্নেহ করতেন। বোনপো প্রায়ই তার বাড়িতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতেন। স্বদেশী বই বা বে-আইনি বই লুকিয়ে পড়ার স্থান ছিল মাসিমার বাড়ি অর্থাৎ দুকড়িবালা দেবীর। এইসব দেখে দুকড়িবালা দেবীর কেমন সন্দেহ হতো। তিনি সকলের আড়ালে আড়ালেই বইগুলি দেখেন এবং পড়েন। নিবারণ ঘটকের প্রভাবে দুকড়িবালা দেশের কাজে এগিয়ে আসেন। দুকড়িবালা দেবী একদিন বোনপো নিবারণের বিবাহ নিয়ে তুমুল তর্ক বাধল মাসী-বোনপোর মধ্যে। শর্ত ছিল তর্কে যে হারবে সে বিজয়ীর পথ ও মত গ্রহণ করবে। তর্কে মাসিমা হেরে গেলেন। বললেন, এবার আমায় দলে নিয়ে নাও। বোনপো নিবারণ বলেন, তুমি কি এপথে আসতে পারবে মাসিমা? এমন বিপদের মুখে পা বাড়াতে নাই বা এলে? সিংহী গর্জে উঠে বললেন, তুমি যদি দেশের জন্য প্রাণ দিতে পার, তবে তোমার মাও পারে। দুকড়িবালা দেবী বিপ্লবী দলে 'মাসিমা' নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। ১৯১৪ সালে কলকাতায় বিপ্লবী বিপিনবিহারি গঙ্গোপাধ্যায় এর নেতৃত্বে রডা কোম্পানীর মাউজার পিস্তল ও তার কার্তুজের ৫০ টি বাক্স লুট করেন বিপ্লবীরা। তার কিছু মাউজার পিস্তল ও কার্তুজ আসে নিবারণ ঘটকের কাছে, তার দেওয়া সাতখানি মাউজার পিস্তল ও কার্তুজ নিজের হেফাজতে লুকিয়ে রাখেন দুকড়িবালা দেবী। এই চুরির কাহিনী অভিনব। ১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট রডা কোম্পানীর জেটি সরকার শ্রীশ মিত্র বড়সাহেবের হুকুম মত মাল খালাস করতে জাহাজঘাটে যান। তিনি ২০২টি অস্ত্র বাক্স খালাস করে সাতটি গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসতে থাকেন। ৬টি গাড়ি তিনি রডা কোম্পানির গোডাউনে পৌঁছে দেন। একটি গাড়ির গাড়োয়ান ছদ্মবেশী বিপ্লবী হরিদাস দত্ত গাড়িটিকে নিয়ে উধাও হন। সেই গাড়ির ৯টি বাক্সে ছিল কার্তুজ এবং একটিতে ৫০টি মাউজার পিস্তল, মাল গুলি পরে বিভিন্ন বিপ্লবী কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। পুলিশ খবর পেয়ে ৮ই জানুয়ারী ১৯১৭ সালে তার বাড়ি তল্লাশি চালায় এবং দুকড়িবালা দেবী গ্রেপ্তার হন। তল্লাশিতে পাওয়া যায় সাতটা মসার পিস্তল। শত জেরাতেও মাসিমার মুখ থেকে বের করতে পারল না যে, কে দিয়েছে তাকে পিস্তল গুলি। গ্রামের মেয়ে গ্রামের বউ দুকড়িবালা দেবীর কোলের শিশু বাড়িতে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সাথে। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায়ে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। নিবারণ ঘটকও রেহাই পায়নি। তার জন্য কারাবাসের আদেশ হয় পাঁচ বছর। দুকড়িবালা দেবীর কারাবাসে বন্দিজীবন ছিল অসহ্য পরিবেশ।

শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

লেখক এবং শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট লেখক এবং শিক্ষাবিদ। তিনি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর কলকাতার ৩৭, হরিতকী বাগান লেনের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলি জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত নতিবপুর গ্রাম তাঁদের আদিনিবাস। তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেন। তারপর তিনি হিন্দু কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তি পেতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার সহপাঠী ছিলেন। তার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় এবং নিজের প্রতিষ্ঠিত চন্দননগর সেমিনারীতে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজি বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষক হিসাবে সরকারী শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। ১৮৬৪ সালে তিনি বিদ্যালয়সমূহের অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজে যোগ দেন। এরপর তিনি বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের প্রথম শ্রেনীতে উন্নীত হন। এরপর তিনি হান্টার কমিশনের (এডুকেশন কমিশন) সদস্য হিসাবে ২৩ জুলাই ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষার উপরে শিক্ষাদর্পণ নামে দু আনা দামের মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে চুঁচুড়া থেকে সরকারী পত্রিকা এডুকেশন গেজেট এবং সাপ্তাহিক বার্তাবহ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তার বহু প্রবন্ধ ও বই সাপ্তাহিক বার্তাবহ পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। তার রচিত স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস বইতে কাল্পনিক ইতিহাসের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস বইতে সফল স্বপ্ন এবং অঙ্গুরীয় বিনিময় নামে দুটি গল্প ছিল। এগুলি ছিল বাংলা ভাষায় লিখিত দ্বিতীয় উপন্যাসধর্মী রচনা। প্রথম উপন্যাসধর্মী রচনা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবুবিলাস (১৮৫২)। অঙ্গুরীয় বিনিময় গল্পটির কাহিনী কিছুটা ইতিহাস থেকে নেওয়া হলেও গল্পটিকে মৌলিক রচনার পর্যায়ে ফেলা যায়। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের এখানেই সূত্রপাত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে অঙ্গুরীয় বিনিময় গল্পের কিছুটা প্রভাব আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি, পাঠ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্য মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে ধ্যান করে শক্তি অর্জন করতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার

সাধক রামপ্রসাদ

ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিণী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময় মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মা'র আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ বলেন, শ্যামা মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তির দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও

বাংলার নবজাগরণের কালে বিজ্ঞান চর্চার ওপরে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অক্ষয়কুমার

বিশেষ প্রতিবেদক

বর্তমান সময়ের খুব কম বাঙালিই এই ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান রাখেন যে, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম স্মরণীয় পুরুষ অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর সুবিপুল সাহিত্য-সাধনার মধ্যে দিয়ে সেযুগের বাঙালির চিন্তাধারায় একটা বিপ্লব ঘটাতে পেরেছিলেন। কিন্তু একইসাথে একথাও স্মরণীয় যে, সেসব গ্রন্থ কখনোই সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। সেযুগের বাঙালির সংস্কার-মোহ ও বুদ্ধির জড়তাকে আঘাত করা এবং তাঁদের বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করাই অক্ষয়কুমারের সাহিত্য সাধনার মূল প্রেরণা ছিল। নিজের শৈশব থেকেই তিনি প্রত্যক্ষবাদ

যদিও সেযুগের বাঙালির নৈয়ায়িক প্রতিভা ও প্রতীচীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই অক্ষয়কুমার তখন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং গৌড়ীয় রীতিকে আশ্রয় করে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করে তুলে ছিলেন, কিন্তু তবুও স্বদেশীয়দের কল্যাণসাধনই তাঁর এই সাহিত্য সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি তাঁর স্বদেশবাসির চিত্তকে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত করতে এবং তাঁদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মিশ্রিত মনের অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলেন। এরফলে তাঁর যুক্তিগর্ভ রচনাবলী সেযুগের বাঙালির চিত্তে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আর একারণেই অক্ষয়কুমার যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একজন দিকপাল হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। অতীতে অক্ষয়কুমার প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' গ্রন্থের একজায়গায় বলেছিলেন,বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি-সাধনে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সাহায্যে অক্ষয়কুমার যে বিপুল সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের চিরদিন স্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম দর্শন ও বিজ্ঞানকে সাহিত্যিক মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।

তবে ইতিহাস অবশ্য বলে যে, অক্ষয়কুমার এবিষয়ে অগ্রণী হওয়ার আগেই স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে বাংলা ভাষায় বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল; এবং যুক্তিবাদের উপরে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। ক্রমে ইলিয়ড নামক মহাকাব্য, পদার্থবিদ্যা ও ভূগোল অধ্যয়ন করবার সময়েই প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আর এরপরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, এবং তাঁর অনুরোধে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু একইসাথে একথাও স্মরণীয় যে, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্র নাথের চিত্ত যেখানে ভক্তি-প্রবণ ছিল, অক্ষয়কুমারের চিত্ত কিন্তু সেখানে জ্ঞানপ্রবণ ছিল। পারস্যের সুফি সাধকরা ও উপনিষদের ঋষিরা যেখানে দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিপিপাসা চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান সেখানে অক্ষয়কুমারের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করতে পেরেছিল। এমনকি যে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল, সেটার প্রতিও অক্ষয়কুমারের কোন আস্থা ছিল না। তাছাড়া অক্ষয়কুমারের জ্ঞানস্পৃহা এতটাই প্রবল ছিল যে, তিনি শারীর-বিজ্ঞান শিক্ষা করবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজেও অধ্যয়ন করেছিলেন। আবার ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবার জন্যও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন বলে জানা যায়।

অক্ষয়কুমারের জীবনের সাথে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জ্ঞাত রয়েছেন যে, যদিও দেবেন্দ্রনাথ এক সময়ে অক্ষয়কুমারকে নিজের মতে টেনে আনবার একটা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তবুও পরবর্তী কালে দেখা গিয়েছিল যে, অক্ষয়কুমারই উল্টে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার উপরে নিজের বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এমনকি একটাসময়ে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্র নাথ-প্রবর্তিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করবার পরে তাঁদের মধ্যে প্রায়শঃই মতের অনৈক্য ঘটতে শুরু করেছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মচরিত' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন,তিনি (অক্ষয়কুমার) যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ! আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

বাস্তবে অক্ষয়কুমারের মত একজন যুক্তিবাদী তার্কিকের পক্ষে এর পরিণামে অজ্ঞেয়বাদী হওয়া অসম্ভব ছিল না, এবং অতীতে রাজনারায়ণ বসু জানিয়েছিলেন যে, তিনি এর পরিণামে শেষপর্যন্ত অজ্ঞেয়বাদীই হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষয় কুমারের সান্নিধ্যে এসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় যে বিপুল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল, এখন একথা অস্বীকার করবারও কোন উপায় নেই।

সাহিত্য সমালোচকদের মতে, যদিও অক্ষয়কুমার জর্জ কুম্ব রচিত 'কনষ্টিটিউশন অব ম্যান' নামক গ্রন্থটি অবলম্বনেই নিজের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, কিন্তু তবুও এই গ্রন্থটির বিভিন্ন জায়গায় তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার নিদর্শনও দেখতে পাওয়া যায়। সেযুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে এই গ্রন্থটি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে জানা যায়। এমনকি এই গ্রন্থটি প্রচারের ফলে তখন এদেশের শিক্ষিত সমাজের অনেক মানুষই নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা ও নিরামিষ-ভোজন করতে আরম্ভ করেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, যদিও জর্জ কুম্ব তাঁর গ্রন্থে আমিষাহারের পক্ষ সমর্থন করে ছিলেন, কিন্তু তবুও অক্ষয়কুমার নিজের গ্রন্থে;সেযুগে আমিষাহারের অনুকূলে যেসব যুক্তি চালু ছিল, সেগুলিকে নিয়ে আলোচনা করলেও শেষপর্যন্ত নিরামিষাহারকেই বৈধতা দিয়েছিলেন। অবশ্য, এক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের যুক্তি যে অখণ্ডনীয় ছিল, এখনো পর্যন্ত এমন কথা কেউই বলেননি। কিন্তু একইসাথে একথা সত্যি যে, সেযুগে তাঁর এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে দেশের বহু কৃতবিদ্য মানুষই আমিষাহারকে একেবারে বর্জন করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, রজনীকান্ত গুপ্তও জানিয়েছিলেন যে, অক্ষয়কুমারের বাহ্য বস্তুতে আমিষ ভক্ষণ বিষয়ক প্রস্তাবটি পাঠ করে সেযুগের অনেকেই আমিষভক্ষণের একান্ত বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি ধর্মনীতি ও বাহ্যবস্তুতে ব্যায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় অস্মদ্দেশীয় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অকার্যকর হয় নাই।

শুধু এটুকুই নয়, তখন এই গ্রন্থটি পাঠ করে অনেকে এমন প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন যে, তাঁরা জীবনে আর কখনও হলাহলরূপী সুরা স্পর্শ করবেন না। অবশ্য এই গ্রন্থটি প্রচারিত হওয়ার বহু আগেই অক্ষয়কুমার ১৭৬৬ শকাব্দের ভাদ্র মাসের এবং ১৭৬৭ শকাব্দের শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সুরাপানের বিষময় ফল সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এসবেরই প্রভাবে পরবর্তীকালে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার 'Bengal Temperance Society নামের এক সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; এবং আচার্য কেশবচন্দ্র সেনও সুরাপান নিবারণের জন্য òTemperance Association Total Abstinence Society Band of Hope' নামের দুটি সভা স্থাপন করে ছিলেন।

ঊনিশ শতকের বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে নব্য হিন্দুধর্ম প্রচার করেছিলেন,;শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন এবং সমুদয় বৃত্তির সামঞ্জস্য-বিধানই সেটার মূল কথা ছিল। অক্ষয়কুমারও তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থে বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম কথিত ধর্মে যেখানে ভক্তির একটা জায়গা থাকলেও অক্ষয়কুমারের আদর্শে ভক্তির কোন জায়গা ছিল না। বরং তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, সংসারে সুখলাভ করতে হলে জগদীশ্বরের নিয়মপ্রণালী সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সেগুলিকে যথাযথভাবে পালন করাই সকলের জন্য আবশ্যক। শরীর ও মনের যথাযথ চালনার দ্বারা, জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারাই মানুষ সুখী হতে পারে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে, তিনি তাঁর 'স্বপ্নদর্শন-ন্যায়বিষয়ক' প্রবন্ধে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, যাঁরা বিদ্বান, ধার্মিক এবং কার্যকুশল; তাঁরাই হলেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। অক্ষয় কুমারের মত ছিল যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য করাই হল ধর্ম, এবং এমনকিছু না করাই হল অধর্ম। কিন্তু পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমারের ধর্মের আদর্শের থেকে বঙ্কিম-কথিত আদর্শই বাঙালির চিত্তে বেশি প্রেরণা সৃষ্টি করতে পেরেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়; কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ যুক্তিবাদী হলেও তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব ভারতীয় ভক্তিধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে একই সাথে একথাও মনে রাখবার প্রয়োজন রয়েছে যে, সেযুগের বাংলার তরুণ সমাজের উপরে অক্ষয়কুমারের প্রভাবের আলোচনা করতে গিয়ে রাজনারায়ণ বসু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই বলেছিলেন যে বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি ইনি যে পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, আর কোন ব্যক্তি সেরূপ পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

এরপরে অক্ষয়কুমারের 'ধর্মনীতি' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরেও তৎকালীন সমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। অক্ষয়কুমার তাঁর এই গ্রন্থে সেযুগে প্রচলিত থাকা সমস্ত ধরণের দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজের এই গ্রন্থে তিনি বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের প্রতিকূলে এবং বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের অনুকূলে যুক্তির অবতারণাও করেছিলেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, সেযুগে এই গ্রন্থটি পাঠ করে অনেকেই যেমন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার উপরে আস্থাহীন হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি কেউ কেউ আবার প্রকাশ্যেই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, অক্ষয়কুমার তাঁর 'ধর্মনীতি' গ্রন্থে শুধু চরিত্রনীতি বা 'Ethic,এর আলোচনা করেন নি, বরং সমাজনীতিরও আলোচনা করেছিলেন।

এরপরে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ও দ্বিতীর ভাগ) গ্রন্থটিকে অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-জীবনের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ বলা চলে। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, যদিও উইলসন সাহেবের পুস্তকটি অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য ছিল, কিন্তু তবুও এতে তিনি বহু নতুন বিষয় সন্নিবেশিত করেছিলেন। অতীতে অক্ষয়কুমারের জীবনকার মহেন্দ্রনাথ রায় এই উভয় গ্রন্থের তুলনা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, উইলসন সাহেবের গ্রন্থে যেখানে পঁয়তাল্লিশটি উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ সঙ্কলিত করা হয়েছিল, অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে সেখানে একশো বিরাশিটি উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছিল। তাছাড়া এবিষয়ে অক্ষয় কুমারের আলোচনা উইলসনের আলোচনা থেকে আরো বেশি বিস্তৃত ছিল। সমালোচকদের মতে, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের উপক্রমণিকায় (প্রথম ভাগ, পৃ- ১০৬; দ্বিতীয় ভাগ, পৃ- ২৮২) অক্ষয়কুমারের বহুমুখী পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও গভীর স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপক্রমণিকায় দেখা যায় যে, অক্ষয়কুমার যে শুধু ষড়দর্শনে ব্যুৎপন্ন ছিলেন;তা নয়; বরং চার্বাক দর্শন, রামানুজ ও মধ্বাচার্যের বেদান্ত ভাষ্য, শৈব রসেশ্বর দর্শন, নকুলীশ পাশুপত দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, জৈন দর্শন প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর সুগভীর পরিচয় ছিল। এমনকি এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় ও গ্রীক দর্শনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাও করেছিলেন। এছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত, মানবধর্মশাস্ত্র এবং বিবিধ পুরাণও যে তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন, এই গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশ থেকে একথাও প্রমাণ পাওয়া যায়। সমালোচকদের মতে, তাঁর এই গ্রন্থের উপক্রমণিকার ভাষা বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত আবেগময়ী হয়ে উঠেছিল বলে দেখা যায়। যেমন;এই গ্রন্থে থাকা 'আর্যগণের ভারতবর্ষে প্রবেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর স্বদেশপ্রেম যেন জ্বালাময় গৈরিক বন্যার মতোই নিঃসৃত হয়েছিল। এখানে হিন্দুজাতির মহিমাকীর্তন করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন,এককালে বীরকেশরী গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে যেরূপ গুণকীর্তন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে যেরূপ দীর্ঘকায়, পরাক্রমশালী ও রণপণ্ডিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এখন তাহা কেবল পুরাবৃত্তের বিষয় ও উপাখ্যানের স্থল হইয়া পড়িয়াছে। সে আকার নাই, প্রকার নাই, বীর্য নাই ও আত্মরক্ষারও ক্ষমতা নাই! ভারতভূমি! তোমার মহিমাসূর্য একেবারেই অস্ত গিয়াছে। তোমার কীর্তিচন্দ্র আর সঞ্চরণ করে না। কেবল তোমার ভুবন-বিখ্যাত বহুমূল্য দৃশ্যমান কোহিনুরই অস্তমিত হইয়াছে, এমন নয়, তাহার বহু পূর্বে চিরসঞ্চিত অমূল্য অন্তরস্থ কোহিনুর একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকায় এখন অতি ক্ষীণ হ্রস্বকায়ে পরিণত হইয়াছে। কোথায় সিংহ-শার্দুলের ভয়াবহ গর্জনধ্বনি, আর কোথায় ঝিল্লীগণের মৃদুমন্দ আর্তস্বর।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

'শুধু দক্ষিণেশ্বরের নয়, কলকাতার বলরাম ঘোষ স্ট্রিটেও আছে মা ভবতারিণীর মন্দির

বিশেষ প্রতিবেদক

কলকাতায় ভবতারিণী মায়ের মন্দির! তাও আবার ১৩৫ বছরের পুরনো! শুনে একটু অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই। জটায়ু শুনলে বলতেন, কি বলছেন মশাই! ব্যাপারটা একটু কাল্টিভেট করতে হচ্ছে! হ্যাঁ, আমিও ব্যাপারটা একটু কাল্টিভেট করতে একদিন সকালে হাজির হয়ে গিয়েছিলাম মায়ের মন্দিরে। আমার সীমিত জ্ঞানগম্যিতে জানি, দক্ষিণেশ্বর এবং নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় ভবতারিণী মায়ের মন্দির আছে। হুগলির গুপ্তিপাড়াতে নাকি একটা নতুন ভবতারিণী মায়ের মন্দির তৈরি হয়েছে যদিও তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যাকগে, সেকথা। কিন্তু কলকাতায়..... তাও আবার ১৩৫ বছরের পুরনো! ভাবা যায়..... তো আপন খেয়ালে রাস্তা দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে আর মনে মনে ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে গাইতে গাইতে মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। বাইরে থেকে দেখলে মন্দিরটা ভালো করে দেখাই যায় না। সামনে দু তিনটে বড়ো বড়ো গাছ মন্দিরটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। আশেপাশে বড় বড় বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। সেটাও একটা কারণ! আসলে রাস্তার দিকটা হলো মন্দিরের পেছন দিক। পাশের গেট দিয়ে ঢুকে গেলাম ভেতরে। ভেতরেও কিছু বড়ো বড়ো গাছপালা রয়েছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। উঁচু ভিতের ওপর নবরত্ন শৈলীতে নির্মিত। বেশ বড়

মন্দির। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে মন্দির। প্রথমে তিন খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ, তারপর অলিন্দ, তারপর গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে বেদীর ওপর ভবতারিণী মায়ের মূর্তি স্থাপন করা আছে। শায়িত মহাদেবের বুকের ওপর মা দান পা। মা এখানে এলোকেশী, ত্রিনয়নী, চতুর্ভুজা, বসন পরিহিতা, মায়ের মাথায় ঘোমটা দেওয়া থাকে বলে কেউ কেউ এই প্রতিমাকে ঘোমটা কালীও বলে থাকেন। হাতে, গলায় নানা অলংকার শোভিতা। মাথায় রৌপ্য মুকুট। টানা চোখদুটোতে শান্ত স্নিগ্ধ ভাব। সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা প্রশ্রয়ের স্মিত হাসির অতিসূক্ষ্ম এক রেখা। একেবারে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী মূর্তির মতন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যা দেখলে মন ভরসা পায়, অকূলে কূল পায়, অন্ধকারে আলোর দিশা পায়। এই রকম প্রসন্নবদনী মায়ের কাছেই তো সবকিছু নিবেদন করা যায় তেমনই আব্দারও করা যায়। জীবনে কোনো ভুল করলে, ভুল পথে গেলে এই মায়ের কাছে এসে সব খুলে বলা যায়। মায়ের কাছে ক্ষমাও চাওয়া যায়। এই তো মায়ের চিরায়ত মূর্তি। যিনি সন্তানকে প্রশ্রয় দেবেন, বরাভয় দেবেন, আবার শাসনও করবেন।

মন্দিরের পুরোহিত শ্রী রূপক মুখার্জী, যিনি গত সাত/আট বছর ধরে মন্দিরের পুজোর দায়িত্বে আছেন, তাঁর কাছে শুনলাম দক্ষিণেশ্বরের মাতৃমূর্তি যিনি তৈরি করেছেন, দাঁইহাটের নবীন ভাস্কর, এই কষ্টিপাথরের মাতৃমূর্তিটিও সেই শিল্পীর তৈরি। তাঁকে সমর্থন করলেন ঘোষ পরিবারের বর্তমান উত্তরপুরুষদের একজন, যিনি সেদিন মন্দিরেই উপস্থিত ছিলেন, শ্রী কালিকা প্রসাদ ঘোষ। তবে তার প্রমানস্বরূপ কোনো তথ্য সেদিন আমাকে দিতে পারেননি। আর মায়ের পদতলে শায়িত মহাদেব সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি।

তবে মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত, এবং ঘোষ বংশের উত্তরপুরুষ কালিকাপ্রসাদ বাবুর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। আমার মতো একজন অর্বাচীন, অজ্ঞাতকুলশীল এবং অতি সাধারণ একজন মানুষের সাথে তারা সেদিন যে আন্তরিক ব্যবহার করেছেন, এবং অনেক তথ্য শেয়ার করেছেন তার কোনো তুলনাই হয় না। আমি চেষ্টা করছি সেই সমস্ত তথ্য সাধ্যমতো সঠিক ভাবে উপস্থাপন করার।

এই ঘোষ পরিবারের আদি পুরুষ হলেন মকরন্দ ঘোষ, এনারা হুগলী জেলার পাঁইতাল গ্রামের আদি বাসিন্দা। তুলসীরাম ঘোষ হলেন এই পরিবারের ২৩ তম পুরুষ। তিনি ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ান, তাঁর কর্মস্থল ছিলো ঢাকা। তিনি যোগবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করে ঢাকা শহরে জয়কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সেখান থেকে তাঁর ছোটো কাকা বলরাম ঘোষকে সাথে নিয়ে এসে শ্যামপুকুর অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তবে এই বলরাম ঘোষ সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, তাহলো, তিনি খুব বিলাসী জীবনযাপন করতেন। ঘোষ পরিবারের সদস্যদের মতে, এই বলরাম ঘোষের নামেই আজকের বলরাম ঘোষ স্ট্রীট। সেইসময় এই শ্যামপুকুর অঞ্চলেই তাঁর বাসভবন ছিলো। বলরাম ঘোষের যে বৈভব, আর্থিক বা সামাজিক প্রতিপত্তি ছিলো সেটা বোঝা যায়, তাঁর নামে রাস্তার নামকরণের মাধ্যমে। তবে তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিলো না।

তুলসীরামের দুই পুত্র, শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ। এই ভবানী প্রসাদের পুত্র মাতৃভক্ত হরপ্রসাদ স্বপ্নে এই ভবতারিণী মন্দির প্রতিষ্ঠার আদেশ পেয়ে নিজ বাড়ির সামনে এক বিঘা জমির ওপর মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর অকালমৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী দয়াময়ী দেবী ১২৯৪ বঙ্গাব্দে মন্দির নির্মানের কাজ সম্পন্ন করেন।

সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে এই মন্দিরটি নির্মান করা হয়। উঁচু ভিতের ওপর ভবতারিণীর মন্দির আর দুই পাশে দুটি আটচালা শিবমন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহে কষ্টিপাথরের তৈরি মাঝারি উচ্চতার শিবলিঙ্গ। যার বাঁদিকের নাম হরেশ্বর, ডান দিকের নাম হর প্রসন্ন। ভবতারিণী মায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয় হল।

পাঠকদের দরবার
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

বিশেষ প্রতিবেদক

ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিতে নির্মিত হয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। গড়ের মাঠের জেলখানা সরিয়ে তৈরি হয় এই স্মৃতিসৌধ। একটু জোরে হাওয়া দিলেই বিভিন্ন দিকে ঘুরে যায় ভিক্টোরিয়া পরী। জর্জ অরওয়েলের ১৯৩৯ সালে লেখা '১৯৮৪' উপন্যাসের সেই বিখ্যাত 'বিগ ব্রাদার ইস ওয়াচিং ইউ' স্লোগানটার কথা মনে পড়ে? ওই উপন্যাস লেখারও অন্তত আঠারো বছর আগে প্রায় সেই রকমই একটা স্লোগান উঠেছিল গত শতকের বিশের দশকের গোড়ায় কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরির পর। কিন্তু কেন? কারণ হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভবনের মূল গম্বুজের উপরে বসানো সেই বিখ্যাত 'পরী'! বিশাল আকার সৌধের প্রধান হলের ঠিক মাথায় রয়েছে একটা গম্বুজ আর গম্বুজের বাইরের দিকে একটা পারা বা মার্কারি দিয়ে ভরা ব্রোঞ্জের গ্লোব। গ্লোবের উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রায় সাড়ে ছয় টন ওজনের ব্রোঞ্জের তৈরি এক নারীমূর্তি, বাঁ হাতে একটি লম্বা শিঙা ফুঁকছে। ডান হাতে একগুচ্ছ ফুল, পেছনে দুটো পাখা। মূর্তির বৈশিষ্ট হল, একটু জোরে হাওয়া দিলেই সে ঘুরে যায় বিভিন্ন দিকে। আর তাই নিয়েই সে যুগে তৈরি হয়েছিল নানা গুজব। শোনা যায়, কেউ কেউ রটিয়ে দিয়েছিলেন, 'এঞ্জেল ইস ওয়াচিং ইউ'। অর্থাৎ ওই পরী নাকি ব্রিটিশদের চর। ২০০ ফুট উঁচু থেকে চারিদিক ঘুরে কলকাতাবাসীদের উপর নজর রাখছে। ১৯০১ সাধারণাব্দের জানুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। লন্ডন থেকে মৃত্যু সংবাদের টেলিগ্রাম তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার লাটভবনের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। পরের দিন থেকেই দেশের অভিজাত সম্প্রদায় রানির মৃত্যুতে শোক পালনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। বাঙালিও অংশ নিল সেই শোক পালনের প্রতিযোগিতায়। পাথুরিয়া ঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে হিন্দু পারলৌকিক বিধি অনুসারে মৃত্যুর তারিখ থেকে বারো দিনের দিন সঙ্গীত সমাজের ব্যবস্থাপনায় অসংখ্য মানুষ মাতৃবিয়োগের সমান শোকচিহ্ন অর্থাৎ সাদা ধুতি ও সাদা উত্তরীয় পরে খালিপায়ে গড়ের মাঠে কীর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করল। পরের দিন ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট অর্থাৎ, বর্তমান বিধান সরণির উপর বিডন স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে মেছুয়াবাজার স্ট্রিট অর্থাৎ, বর্তমান কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তার উপর ফুটপাথ ধরে চারটি সারিতে কাঙালি ভোজন বা দরিদ্রনারায়ণ সেবা করানো হল। মেনু ছিল, খিচুড়ি, কপির তরকারি, দই, বোঁদে এবং ভীমনাগের দেওয়া সন্দেশ। খিচুড়ি তৈরি করতে লেগেছিল, সাড়ে চার টাকা মণ দামের দেড় শো মণ বালাম চাল, সেই পরীমাণ ডাল, ১২ মণ ঘি, হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি মশলা। সেই সময়ে ভারতের গর্ভনর জেনারেল ছিলেন লর্ড কার্জন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে ভিক্টোরিয়ান যুগের নানা শিল্পবস্তু দিয়ে সাজানো এক স্মৃতিসৌধ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, নাম হবে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল'।

ভ্রম সংশোধন

(ভুল বশত ঃ গতকাল প্রকাশিত বাংলাদেশের অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়ার স্থানে নুসরত জাহানের ছবি প্রকাশিত হওয়ার আমরা দুঃখিত।)

অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে ফের অভিযান, গ্রেপ্তার দুই জুয়াড়ি

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২১ মে ঃ অনলাইন বেটিং বা জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশের। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শহরের বাঁধারোড এলাকা থেকে দুই জুয়াড়ি কে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়,ধৃত দুই অভিযুক্ত জুয়াড়ির নাম বাপন সরকার ও মনোজ দেবনাথ। প্রথম জনের নবদ্বীপ পুরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডের প্রফুল্লনগর ও দ্বিতীয় জনের বাড়ি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতাপনগর এলাকায়। বুধবার ধৃত দুই জুয়াড়ির বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করে পুলিশ। পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে দুই অভিযুক্তকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে আবেদন জানায় তদন্তকারী আধিকারিক। পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে দুদিনের মঞ্জুর করেন বিচারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, কিছুদিন বন্ধ থাকার পর নবদ্বীপ শহরে আনাচে-কানাচে ফের সক্রিয় হয়ে ওঠে অনলাইন জুয়াড়িরা। অপরদিকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় জুয়াড়িদের ধরতে অভিযান চালায় পুলিশ। অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে চালিয়ে শহরের ব্যস্ততম এলাকা বাঁধারোড থেকে দুই জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দু দুটি এন্ড্রয়েড মোবাইল। উল্লেখ থাকে যে সম্প্রতি অনলাইন বেটিং বা জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৩ জুয়াড়িকে গ্রেফতার করেছিল নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ফের মঙ্গলবার রাতে দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযানের বিষয়ে নবদ্বীপ থানার আইসি তথা তদন্তকারী আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি বলেন, কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের নির্দেশে অনলাইন বেটিং বা জুয়ার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালাই। অনলাইন বেটিং এর বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে দুই জুয়াড়িকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি এর পেছনে আর কারা যুক্ত আছে তা জানতে দুই জুয়াড়ি কে হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে জানান নবদ্বীপ থানার আইসি তথা তদন্তকারী আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারি।

প্রধানমন্ত্রী বিকানেরের পালানায় ২৬,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন

২১ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ মে রাজস্থান সফর করবেন। তিনি বিকানের যাবেন এবং সকাল ১০.৩০ টায় দেশনোকেতে করণী মাতা মন্দিরে দর্শন করবেন। তারপর, সকাল ১১.০০ টায়, প্রধানমন্ত্রী অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত দেশনোকে স্টেশন উদ্বোধন করবেন এবং বিকানের-মুম্বাই এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করবেন। এরপর, তিনি ২৬,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন এবং পালানায় একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন। দেশে রেল পরিকাঠামোকে ক্রমাগত উন্নত ও সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী ভারতের ১৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৬ টি জেলায় ১,১০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত ১০৩ টি পুনর্নির্মিত অমৃত স্টেশন উদ্বোধন করবেন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক স্থাপত্য প্রতিফলিত করে এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১,৩০০টিরও বেশি স্টেশন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশনোক রেলওয়ে স্টেশন, যা করণী মাতা মন্দিরে আসা তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের সেবা প্রদান করে, মন্দির স্থাপত্য এবং খিলান এবং স্তম্ভের থিমে অনুপ্রাণিত। তেলেঙ্গানার বেগমপেট রেলওয়ে স্টেশনটি কাকাতিয়া সাম্রাজ্যের স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিহারের থাওয়ে স্টেশনে ৫২টি শক্তিপীঠের মধ্যে একটি মা থাওয়েওয়ালির প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন মুরাল এবং শিল্পকর্ম রয়েছে এবং মধুবনী চিত্রকর্ম চিত্রিত করা হয়েছে। গুজরাটের ডাকোর স্টেশনটি রণছোড়রাই জি মহারাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ভারতজুড়ে পুনর্নির্মিত অমৃত স্টেশনগুলি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য যাত্রী-কেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা সহ আধুনিক অবকাঠামো এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য টেকসই অনুশীলনের সাথে একীভূত হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়েও তার নেটওয়ার্কের ১০০ বিদ্যুতায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যা রেলপথ পরিচালনাকে আরও দক্ষ এবং পরিবেশবান্ধব করে তুলবে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রধানমন্ত্রী চুরু-সাদুলপুর রেল লাইন (৫৮ কিমি) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং সুরতগড়-ফালোদি (৩৩৬ কিমি) জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন ফুলেরা-দেগানা (১০৯ কিমি) উদয়পুর-হিম্মতনগর (২১০ কিমি) ফালোদি-জয়সালমের (১৫৭ কিমি) এবং সামদারি-বারমের (১২৯ কিমি) রেল লাইন বিদ্যুতায়ন। রাজ্যে সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী ৩টি যানবাহন আন্ডারপাস নির্মাণ, জাতীয় মহাসড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। তিনি রাজস্থানে ৭টি সড়ক প্রকল্পও উৎসর্গ করবেন। ৪৮৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সড়ক প্রকল্পগুলি পণ্য ও মানুষের চলাচলকে সহজতর করবে। মহাসড়কগুলি ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য অ্যাক্সেসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এবং ভারতের প্রতিরক্ষা অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবে। সকলের জন্য বিদ্যুৎ এবং সবুজ ও পরিষ্কার জ্বালানির দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, প্রধানমন্ত্রী দিদোয়ানা কুচামানের বিকানের এবং নাওয়ায় সৌর প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ স্থানান্তর ব্যবস্থার জন্য ট্রান্সমিশন সিস্টেমস পার্ট বি পাওয়ারগ্রিড সিরোহি ট্রান্সমিশন লিমিটেড এবং পার্ট ই পাওয়ারগ্রিড মেওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেড সহ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। তিনি বিকানেরে সৌর প্রকল্প, পাওয়ারগ্রিড নিমুচ এবং বিকানের কমপ্লেক্স থেকে স্থানান্তর ব্যবস্থা, ফতেহগড় -II বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রূপান্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি সহ বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন যা পরিষ্কার শক্তি সরবরাহ করবে এবং কার্বন নির্গমন হ্রাস করবে। প্রধানমন্ত্রী রাজস্থান জুড়ে অবকাঠামো, সংযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা এবং জলের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির জন্য ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সরকারের প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং উসর্গ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে ৩,২৪০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ১২টি রাজ্য মহাসড়ক উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণের জন্য প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ এই কর্মসূচির আওতায় আরও ৯০০ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক সম্প্রসারণের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিকানের এবং উদয়পুরে বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। তিনি রাজসমন্দ, প্রতাপগড়, ভিলওয়ারা, ধোলপুরে নার্সিং কলেজের উদ্বোধন করবেন, যা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি ঝুনঝুনু জেলায় গ্রামীণ জল সরবরাহ এবং ফ্লুরোসিস প্রশমন প্রকল্প, অমৃত ২.০-এর অধীনে পালি জেলার ৭টি শহরে নগর জল সরবরাহ প্রকল্পের পুনর্গঠন সহ বিভিন্ন জল পরিকাঠামো প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন।

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI. PASCHIM MEDINIPUR
CORRIGENDUM NOTICE
in Ref. to Tender Notice No:- WBMAD/ULB/KHIRPAI/5th SFC/CM/25-26/NIT-1
Memo No.:- 355/KM/25
Dated: 19.05.2025
"For details visit at https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

বিজ্ঞাপন নং ৪৫/২০২৫

ভারত সরকার
পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস সিলেকশন বোর্ড

ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (এইচআর)
পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছে

আবেদনকারীর আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **০৯.০৬.২০২৫ বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত।**

নোডাল অফিসারদের আবেদনপত্র পিইএসবিতে পাঠানোর শেষ তারিখ **১৮.০৬.২০২৫ বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত।**

বিস্তারিত জানতে
https://pesb.gov.in
ওয়েবসাইটে লগইন করুন

CBC 03111/12/0003/2526

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) অচিন্ত্য মন্ডল ২) জাগু মন্ডল উভয়ের পিতা মৃত বিনয় মন্ডল ৩) রাধারানী মন্ডল স্বামী মৃত বিনয় মন্ডল সাং আইলের উপর ৪) সেনকা মন্ডল স্বামী পঞ্চানন মন্ডল ৫) উলাসী মন্ডল স্বামী সঞ্জয় মন্ডল উভয়ের সাং ধনপতনগর সকলে থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ৯৫ নং বাসুদেবপুর মৌজায় ২৬৩ খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৮০৫ এল আর ১০৯০ নং দাগে আমাদের ওয়ারীশান সূত্রে প্রাপ্ত ১৭ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০১৬ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book IV-301 নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার আইলের উপর নিবাসী মফিজুল ইসলাম পিতা মৃত নুর ইসলাম বিক্রয়- হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 597/WS/SD Dated-21/05/2025
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT8/5e/25 and Tender Id No-2025_MAD_849757_1 to 2** for supply of pipe, strainer & etc. for sinking of tube well at w-3 under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **10/06/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

বিজ্ঞপ্তি

আমি, মল্লিকা প্রামানিক স্বামী মৃত বিকাশ প্রামানিক সাং রানীনগর পোঃ দিয়াড় রানীনগর থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার অধীন ৯২ নং দফরপুর মৌজায় ৯৬৬০ নং খতিয়ানে ৪০৭১ নং দাগে আমার নিজ নামে নথিভুক্ত ৩৩.৩৪ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৩ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book 1-1398 নং আমমোক্তারে আমার নিযুক্তীয় আমমোক্তার অত্র থানার রানীনগর নিবাসী মৃত সেকান্দার সেখ এর পুত্র মোলাম মোস্তফা বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

OFFICE OF THE
BHANDERGACHA GRAM PANCHAYAT
Under Amta-I Dev. Block
VILL+P.O.-Panpur, P.S.- Amta, Dist- Howrah, Pin-711401(W.B.)
Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 1 no. of work vide Memo No.- Bhan/129/2025, Dated-21/05/2025, (wbtenders.gov.in). Date of e-Published:- **21-May-2025 17:00 PM,** Closing Date: **27-May-2025 15:30 PM,** Opening Date(Technical):- **30-May-2025 11:00 AM.** Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on. Detail information available at this GP Office during the working hours.
Sd/- Pradhan
Bhandergacha Gram Panchayat
Panpur, Amta, Howrah.

প্রবল বর্ষণ ও ভূমিধসে বিচ্ছিন্ন উত্তর সিকিম, আটকে পর্যটকদের ৫০টি গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ মে ঃ প্রবল বর্ষণের জেরে ভূমিধসে বিপর্যস্ত সিকিমের বিস্তীর্ণ এলাকা। অবরুদ্ধ বিভিন্ন সড়ক। চুংথাং থেকে লাচেং যাওয়ার রাস্তা ধসে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ভূমিধসের ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পর্যটক বোঝাই অন্তত পঞ্চাশটি গাড়ি আটকে পড়েছে। রাতভর পর্যটকরা প্রবল বৃষ্টিতে গাড়ির মধ্যেই আটকেছিলেন বলে খবর। ওই পর্যটকদের উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে বলে খবর। ধসবিধ্বস্ত এলাকায় রাস্তা সচল করার জন্যও বিপর্যয় মোকাবিলা টিম, সিকিম পুলিশ কাজ শুরু করেছে। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া থাকার জন্য কাজে প্রবল বাধা দেখা দিয়েছে বলে খবর। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, সিকিম প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের উত্তর সিকিমে না যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। আজও উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেই সম্পর্কে এখনই পরিষ্কার কিছু বলা যাচ্ছে না বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। এলাকার বাসিন্দাদেরও নিরাপদ স্থানে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে অতিভারী বর্ষণের পাশাপাশি ছিল ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। প্রচুর সংখ্যায় বড় গাছ উপড়ে পড়েছে। একাধিক এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর সিকিম। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের সিকিম কেন্দ্রের তরফে সিকিমজুড়ে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছিল। প্রবল বর্ষণের জেরে ভূমিধসে বিভিন্ন রাস্তা অবরুদ্ধ হতে পারে জানিয়ে পর্যটকদের সতর্কও করা হয়। সেই পূর্বাভাস মতোই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই ভূমিধস দেখা দেয়। উত্তর সিকিমের ফিদাং থেকে সঙ্কলং পর্যন্ত রাস্তা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হযে.যায়। ভূমিধস নেমেছে চুংথাং থেকে লাচেন পর্যন্ত রাস্তার মুন্সিথাং-এও। মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কও তেমনভাবে কাজ করছে না। ফলে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে আরও সমস্যা দেখা দিয়েছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত পর্যটক বোঝাই ৫০টি গাড়ি আটকে পড়ার খবর এসেছে। রাতেও প্রতিকূল আবহাওয়ায় রাস্তাতেই পর্যটকদের কাটাতে হয় বলে খবর। আর কোন কোন এলাকায় পর্যটকরা আটকে আছেন? তারও খোঁজ চলছে।

দুর্ঘটনায় প্রাণে বাঁচল ৪ সিভিক পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ মে ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণে বাঁচলো চারজন সিভিক ভলেন্টিয়ার পুলিশ। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের নাকা পয়েন্টে ডাম্পারের ধাক্কা! দুমড়ে-মুচড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো পুলিশের নাকা পয়েন্ট। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ রায়ডাক ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। ঘটনায় আহত ৪ সিভিক ভলেন্টিয়ার। পরবর্তীতে তাদের উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যদিও প্রাথমিক চিকিসার পর তাদের ছেড়ে দেয় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গতকাল ভোর রাতে যখন ঘুমে আচ্ছন্ন সকলে সেই সময় বিকট আওয়াজে স্থানীয় মানুষ বাইরে বেরিয়ে দেখতে পারেন একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের নাকা পয়েন্টে ধাক্কা মেরেছে। ডাম্পারের ধাক্কায় .নাকা পয়েন্ট যেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে সেই সময় নাকা পয়েন্টের ঘরের ভেতর কেউ না থাকায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পায় ৪ সিভিক ভলেন্টিয়ার। পরিস্থিতি এতটা ভযংকর যে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মোটরসাইকেল ডাম্পারের নিচেই চাপা পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী গভীর রাতে অসম নম্বরের একটি ডাম্পার নাকা পয়েন্টে ধাক্কা মারে। যদিও ঘটনার পর সেখান থেকে পালিয়ে যায় গাড়ি চালক। গাড়িটি কোচবিহার থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

OFFICE OF THE HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE
The Block Development officer, Haripal Development Block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Fourteen **(14) nos.** works vide **E-NIT No:- 05/B.D.O/HPL/2025-2026, Date: 21.05.2025** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer
Haripal Development Block

বিজ্ঞপ্তি

আমি, রাজেশ সেখ পিতা মৃত সিদ্দিক সেখ সাকিম শরতপল্লী পোঃ ও থানা ডালখোলা জেলা- উত্তর দিনাজপুর এর বাসিন্দা। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন ৯৩ নং চড়কা মৌজায় ৬৭০ ও ৬৬৮ / ১ নং খতিয়ানে ৩৯৭ ও ৩৯৮ নং দাগে আমার পৈতৃক ৪.২৫ শতক এবং ১২৫ নং কাটনাই মৌজায় ৭১১ নং খতিয়ানে ২০৭, ৩৩৯ ও ৩৪১ নং দাগে আমার পৈতৃক ৪.৫ শতক সম্পত্তি ইং ২০২৫ সালের ডালখোলা অফিসের Book 1-869 নং আমমোক্তারে আমার নিযুক্তীয় আমমোক্তার উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার শরতপল্লী নিবাসী মৃত হারুন রশিদ এর পুত্র মিনার আহমেদ বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/02/25-26
For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for work: **Maintenance of Drinking water source**. Bid submission start dt.: **22/05/2025 at 10:00 Hrs**. Bid submission closing dt.: **06/06/2025 at 10:00 p.m.** Bid Opening Date on **09/06/2025 at 10.00 AM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN: L51100WB1979PLCO32376
রেজিড. অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেইলঃ omniko11997@gmail.com
বিজ্ঞপ্তি
SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ২৯(২) ধারা অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য, ওমনি হোল্ডিং লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বুধবার, ২৮ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
আরও জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধ রয়েছে, যা কোম্পানির সকল পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য আগে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৪৮ ঘন্টা পরে পুনরায় খোলা হবে। সভার সমাপ্তি এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফল ঘোষণা থেকে।
ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডের জন্য
স্থানঃ কলকাতা নিকিতা চোখানি
তারিখঃ২১.০৫.২০২৫ কোম্পানি সচিব

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড
CIN: L70100WB1895PLC001021
রেজিস্টার্ড অফিসঃ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ২২৩০৯০৯৫
ইমেলঃ allianceudyog@gmail.com
বিজ্ঞপ্তি
SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ২৯(২) প্রবিধান অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বৃহস্পতিবার, ২৯ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করার জন্য।
আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সকল পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধ রয়েছে, যা আগে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে পুনরায় খোলা হবে।
অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের জন্য
অরুণ কুমার লোহিয়া
স্থানঃ কলকাতা পরিচালক
তারিখঃ ২১.০৫.২০২৫ DIN:000613114

Office of The
ANDULIA GRAM PANCHAYAT
Village - Mahadia, Post- Mahadia PS - Kandi, District- Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER No. MSD/KAN/ANDULIA/01/ 2025-26
On behalf of the ANDULIA G.P, the Prodhan ANDULIA G.P, invites e-tender for the work of Electrification work of GP Building. Bid submission closing date(Both Technical & Financial): 05/06/2025 at 14.00 Hrs. Bid opening for Technical Proposals: 09/06/2025 at 12.00 Hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Andulia Gram Panchayat

GTT DATA SOLUTIONS LIMITED
(Formerly known as Cinerad Communications Limited)
gtt DATA Shaping Dual Intelligence

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৫	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪	বর্ষ শেষে ৩১.১২.২৫	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪
১.	কার্যক্রম থেকে রাজস্ব	৫০১.৭০	৪৫৯.১১	৭২.৬৩	১,৬১২.৮৪	১,৩৮৭.৮২
২	ব্যতিক্রমী আইটেম এবং করের আগে লাভ /(ক্ষতি)	(৪২৪.০৩)	(১০১.০৮)	(১,৪৪৩.৯১)	(৬৮০.২৯)	(১৬০.৩৩)
৩	কর আগে লাভ / (ক্ষতি)	(৪২৪.০৩)	(১০১.০৮)	(১.৪৪৩.৯১)	(৬৮০.২৯)	(১৬০.৩৩)
৪	কর পরে লাভ / (ক্ষতি)	(৪১৬.৮৬)	(১০০.৮৮)	(১,৩৭৭.৮৬)	(৭০৬.১১)	(১৮৮.০৯)
৫	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়	(৪৩০.১৫)	(১০০.৮৮)	(১,৩৭৭.৮৬)	(৭১৯.৪০)	(১৭৩.১৩)
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (মূল্যঃ ১০ টাকা প্রতি)	২,৩৯৫.২৪	০০১,৯১৬.১৯	১,৯১৬.১৯	২,৩৯৫.২৪	১,৯১৬.১৯
৭	মোট সংরক্ষিত	--	--	--	২,৭৭৯.৫৫	১,৫৮৮.৬২
৮	প্রতি ইকুইটি শেয়ার আয় ভিত্তি					
	মূল	(২.১৬)	(০.৫৫)	(৭.১৯)	(৩.৬২)	(০.৬২)
	মিশ্র	(১.০৭)	(০.২৮)	(৭.১৯)	(৩.৯১)	(০.৬২)

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৫	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪	বর্ষ শেষে ৩১.১২.২৫	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪
১.	কার্যক্রম থেকে রাজস্ব	২৮৬.৩১	১৪২.৪৩	০.০০	৪৩৭.৯৮	০.০০
২	ব্যতিক্রমী আইটেম এবং করের আগে লাভ /(ক্ষতি)	(৪৫৩.৯৯)	(২০৪.৫২)	(১২.০৪)	(৮৬৮.১৫)	(১৭.৮৮)
৩	কর আগে লাভ / (ক্ষতি)	(৪৫৩.৯৯)	(২০৪.৫২)	(১২.০৪)	(৮৬৮.১৫)	(১৭.৮৮)
৪	কর পরে লাভ / (ক্ষতি)	(৪৫৩.৯৯)	(২০৪.৫২)	(১৮.৬১)	(৮৬৮.২২)	(২৪.৪৫)
৫	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয়	(৪৬০.৪৬)	(২০৪.৫২)	(১৮.৬১)	(৮৭৪.৬৯)	(২৪.৪৫)

দ্রষ্টব্য
১. নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং সমন্বিত) অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২০ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা এই ফলাফলের উপর একটি অপরিবর্তিত নিরীক্ষা মতামত প্রকাশ করেছেন।
২. পূর্ববর্তী পরিসংখ্যানগুলিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৩. উপরে উল্লেখিত তথ্যগুলি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তিন মাস এবং বছরের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস BSE ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gttdata.ai-তে পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত OR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারেঃ
তারিখঃ ০২-০৫-২০২৫
স্থান ঃ সাংলি
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষে
স্বা।-পঙ্কজ রমেশ সামানি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN:06799990

+91 7719913351 | CIN L62099WB1986PLC218825 | Registered Office : 80 Burtolla Street, Barabazar, Kolkata, West Bengal - 700007
info@gttdata.ai | www.gttdata.ai

SANKARHATI 1 GRAM PANCHAYAT
Vill. & P.O.-Munshirhat P.S.-Jagatballavpur, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING TENDER
Online Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works vide Etender **Tender ID-(1) 127/SANK-I/15TH/25-26, (2) 128/SANK-I/15TH/25-26, (3) 129/SANK-I/15TH/25-26 Date: 21/05/2025**, Date of sale of Tender Form on any working day from **22/05/2025 to 30/05/2025 (from 11.30 AM to 2.00PM)**. Last date of dropping of Sealed Tender: **30/05/2025 up to 2.30PM**, Date of opening of Tender: **30/05/2025 at 3.00 PM**. Details Contact: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sankarhati-I Gram Panchayet

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বেহালা শাখা
৩৯১, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪

পরিশিষ্ট-IV, নিয়ম ৮(১)
দখলের নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ভারতীয় ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের ৩ নম্বর বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখগুলিতে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যাতে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ / ঋণগ্রহীতা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা / ঋণ বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি / সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি / সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উপর উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদের চার্জ প্রযোজ্য হবে।
ঋণগ্রহীতা(দের) আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যাতে সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমার বিষয়ে বিবেচনা করা হয়।

শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা / স্বত্বাধিকারী / অংশীদার গ্যারান্টারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) পজেশন নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতাঃ শ্রী সন্দীপ কর্মকার (মেসার্স নিউ লিফ কনস্ট্রাকশনের স্বত্বাধিকারী) শাখাঃ বেহালা	মৌজা পূর্ব বারিশা জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, কালেক্টরেট তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ১২ডি মাঝি পাড়া রোড, থানা ঠাকুরপুকুর, এখন হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০৬৩-এ দাগ নং ১৭৬৫-এ অবস্থিত প্রায় ১০০ বর্গফুটের নিচতলায় (দক্ষিণমুখী) দোকানের বন্ধক। **সীমানাঃ উত্তর**- প্রাঙ্গণ নং ১২এফ মাঝি পাড়া রোড, **দক্ষিণ**- ২০ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রোড, **পূর্ব**- ১২ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, **পশ্চিম**- ৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ।	১) ০৪.১২.২০২৪ ২) ২০.০৫.২০২৫ ৩) **৯৭৪২৪৯.৬৮ টাকা** (নয় লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশ উনপঞ্চাশ টাকা আটষট্টি পয়সা)
ঋণগ্রহীতাঃ শ্রীমতি ছন্দা বোস শাখাঃ বেহালা	৩টি শোবার ঘর, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১টিখোলা রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১টি শৌচাগার এবং ১টি বারান্দা সহ ৮৯০ বর্গফুট আয়তনের আবাসিক ফ্ল্যাটের বন্ধক, পৌরসভা প্রাঙ্গণ নং-৪৭, হো চি মিন সরণি, থানা পামশ্রী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, কলকাতা-৩৪-এ অবস্থিত। **সীমানাঃ উত্তর**- ২২৫ বীরেন রায় রোড, **দক্ষিণ**- মালতী ভট্টাচার্যের জমি এবং ভবন, **পূর্ব**- ১০ ফুট প্রশস্ত বীরেন রায় রোড, **পশ্চিম**- ৬ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ।	১) ০১.১০.২০২৪ ২) ২০.০৫.২০২৫ ৩) **১৬৩৫৭৩২.৪৪ টাকা** (ষোল লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশ বত্রিশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা)
ঋণগ্রহীতাঃ শ্রী সন্দীপ বোস শাখাঃ বেহালা	কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ৬০২ সরসুনা মেইন রোড, (মেইলিং পি-১৭০এ, সরসুনা মেইন রোড), বাসুদেবপুর, কলকাতা- ৭০০০৬১, ওয়ার্ড নং-১২৬, জেএল নং ১৯, ইপি নং এলওপি-১৭০এ-তে অবস্থিত একটি জি৩ ভবনের সম্পূর্ণ তৃতীয় তলায় ১০৮০ বর্গফুট আয়তনের স্ব-নিয়ন্ত্রিত আবাসিক ফ্ল্যাটের বন্ধক, সিএস প্লট নং ৭৭৬(পি), জেএল নং ১৯, মৌজা- পশ্চিম বারিশা, থানা-ঠাকুরপুকুর নাউ সরসুনা, ওয়ার্ড নং ১২৬। **উত্তর**- এলওপি ১৬১এ, **দক্ষিণ**- এলওপি ১৭০, **পূর্ব**- এলওপি ১৬৯, **পশ্চিম**- ২০ ফুট প্রশস্ত রোড জোন হো-চি-মিন সরণি-সরকারহাট।	১) ৩০.১০.২০২৪ ২) ২০.০৫.২০২৫ ৩) **৩০,১৫,০৩৫.৪৫ টাকা** (ত্রিশ লক্ষ পনের হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা)

তারিখঃ ২০.০৫.২০২৫, স্থানঃ কলকাতা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate in two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/GRBU/SO-14/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and strengthening of damaged strainers with guide channels along with other allied works at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 9,600.00.** Period of completion: **15 days.**
(2) NIT No. : KMC/GRBU/SO-9/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing, servicing and replacement of worn out components of 6.6 cusec capacity pump unit no. 3 and replacement the disc pack of other pump units at Jinjira Bazar MPS under GRBU.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 7,600.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **02.06.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **24.05.2025 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (M)/(Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage/item wise rate in two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/LS/01/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of latrine & bathroom along with water & sanitary line and cleaning of unwanted growth plants beside boat canal at LS-10 under BDPS.** Estimated cost: **₹ 2,05,391.00.** Earnest money: **₹ 4,200.00.** Period of completion: **15 days.**
(2) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-9/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of 900 mm dia. delivery valve for pump unit no. C at BDPS Old Building.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **02.06.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **23.05.2025 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (SWM-II), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/SWM-II/E/25-26/54
Name of the work : **New electrical installation of OWC and replacement of electrical items in Regent Estate CS at 96 in BR-X under SWM Department, KMC.** Estimated amount: **₹ 3,84,950.39.** Earnest money: **₹ 7,700.00.** Period of completion: **20 days.**
(2) NIT No. : KMC/SWM-II/E/25-26/55
Name of the work : **New electrical installation of a BOHD charging garrage at Ward No.-95 in BR-X (including Golfgreen CS Works) and at Ward No.-108 in BR-XII under SWM Department, KMC.** Estimated amount: **₹ 3,43,330.63.** Earnest money: **₹ 6,900.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **30.05.2025 (4 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **21.05.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (SWM-I), KMC invites e-tender percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DYCE/SWMI/VIII/1/2025-26
Name of the work : **Repairing and renovation of existing BOHD shed at 2F, Sahanagar Road, northern side of D.N. Mitra Square Park and facilitating store room by necessary works at the office of the A.D. Vivekananda Park in Ward Nos.- 88, 70 and 86 respectively under BR-VIII.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,66,143.60.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Time of completion: **45 days.** Price of tender: **NIL.** Bid submission start (online) date: **21.05.2025 (4 P.M.).** Bid submission closing (online) date: **31.05.2025 (4 P.M.).** Bid opening for technical proposal (online) date: **02.06.2025 (4 P.M.).** The tender documents will be available on and from **20.05.2025 (6 P.M.)** from the websites **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

The Dy. Chief Engineer (M)/SCD, KMC invites e-tender item rate bid system for the following work:
NIT No. : KMC/S_D/SCD(S)/2025-2026/08
Name of the work : **Manufacturing and supply of M.S. bucket of different sizes (9", 12" & 15") for power bucket machines under M.S.C.D. (South).** Estimated value of tender: **NA.** Earnest money deposit: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date & time of submission of bid: **30.05.2025 at 9 A.M.** Technical bid opening date and time: **03.06.2025 at 11 A.M.** The bid forms & other details will be available on & from **24.05.2025 at 9 A.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC invites e-tender online two bid system for the under mentioned work:
NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/09/2025-26
Name of the work : **Improvement of illumination and electrical wiring with allied works at NS Cart Shop and adjacent areas under EWS.** Estimated cost: **₹ 2,90,811.32.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid (online): **02.06.2025 (3 P.M.).** The bid forms and other details are available on and from **23.05.2025 (5 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The CME/SWM, KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : SWM-II/DIST-IV/01/25-26
Name of the work: **Repairing of Leyland 1619 BS IV vehicle no. WB03D 1197 of Dist-IV Garage under SWM-II Department.** Estimated amount: **₹ 1,06,047.00.** Earnest money: **₹ 2,200.00.** Period of completion: **6 days.**
(2) NIT No. : SWM-II/DIST-IV/06/25-26
Name of the work: **Engagement of one hired LCV truck for attending break down vehicle service work in Dist-IV Garage under SWM-II Department for 180 days.** Estimated amount: **₹ 1,80,000.00.** Earnest money: **₹ 3,600.00.** Period of completion: **180 days.**
(3) NIT No. : SWM-II/DIST-IV/07/25-26
Name of the work: **Repairing and sheet metal works of TATA make 1613 vehicle no. WB03D-0585, 1297 and 1353 with partial painting under Dist-IV Garage/SWM-II.** Estimated amount: **₹ 1,95,191.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **02.06.2025 up to 1 P.M.(For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **21.05.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 3).** The websites: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).** (275/25-26)

বিনোদন

সিনেমার প্রদর্শনী উপলক্ষে কানে হাজির ছিলেন 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র দুই অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অরণ্যের দিনরাত্রি' অবলম্বনে একই নামে সিনেমা বানিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৭০ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি বার্লিন উৎসবে স্বর্ণভালুকের জন্য লড়েছিল। সিনেমাটির ফোর-কে সংস্করণ এবার প্রদর্শিত হলো কান চলচ্চিত্র উৎসবে। সিনেমার প্রদর্শনী উপলক্ষে কানে হাজির ছিলেন 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র দুই অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর ও সিমি গাড়োয়াল। ১৯৭০ সালে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটি। মুক্তির ৫৫ বছর পর এটিকে আবার ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। কান উৎসবের ক্ল্যাসিকস বিভাগে ১৯ মে পুনরুদ্ধার করা সেই সংস্করণ দর্শক উপভোগ করলেন প্রথমবারের মতো। ছবির নতুন সংস্করণটি তৈরি করেছে দ্য ফিল্ম ফাউন্ডেশনের ওয়ার্ল্ড সিনেমা প্রজেক্ট। প্রদর্শনীর দিন শর্মিমলা পরেছিলেন গাঢ় সবুজ শাড়ি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেয়ে সাবা পাতৌদি, যিনি পরেছিলেন ঝলমলে হলুদ রঙের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। সিমি গাড়োয়াল হাজির হন শুভ্র সাদা গাউনে। লালগালিচায় দুজনকে সাদর স্বাগত জানান সত্যজিৎ রায়ের বড় ভক্ত মার্কিন নির্মাতা ওয়েস অ্যান্ডারসন। বুনুয়েল থিয়েটারে প্রদর্শনীর পর দুই মিনিট দর্শকের স্ট্যান্ডিং ওবেশন পায় সিনেমাটি। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র প্রদর্শনী উপলক্ষে চলচ্চিত্রবিষয়ক মার্কিন সাময়িকী ভ্যারাইটিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওয়েস অ্যান্ডারসন বলেন, সত্যজিৎ রায়ের যেকোনো কিছুকে সযত্ন সংরক্ষণ করা উচিত। তবে প্রায় ভুলতে বসা 'অরণ্যের দিনরাত্রি' যেন এক বিশেষ রত্ন। শর্মিলা ও সিমির সঙ্গে তারকাবহুল এ সিনেমায় আরও অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, রবি ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ি সান্যাল প্রমুখ।

কাজের জন্য সমঝোতা করতে বলা হয়েছিল এই অভিনেত্রীকে

কাজ পাওয়ার জন্য আপত্তিকর প্রস্তাব পাওয়া নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন বেশ কয়েকজন ভারতীয় অভিনেত্রী। প্রত্যেকেই জানিয়েছেন, ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে নানা ধরনের বাজে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁদের। এবার এ প্রসঙ্গে কথা বললেন সায়ামি খের। সম্প্রতি বিনোদন বিষয়ক এক সাক্ষাৎকারে, 'ঝুমার', 'চোকেড' অভিনেত্রী সায়ামি খের জানান, একজন কাস্টিং ডিরেক্টর একবার তাঁকে তেলেগু ছবিতে একটি চরিত্রের কাজ পাওয়ার জন্য বাজে ইঙ্গিত করেছিলেন। সায়ামির তখন মাত্র ১৯ বছর বয়স। সেই সময় অভিনেত্রী এ ঘটনার শিকার হন। কাস্টিং কাউচের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উঠতেই নায়িকা বলেন, 'আমার বয়স যখন ১৯ থেকে ২০ বছর, তখন একজন এজেন্ট আমাকে তেলেগু ছবির জন্য ডেকেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''তুমি জানো, তোমাকে সমঝোতা করতে হবে। এটা আমার মনে গভীর ভাবে দাগ কেটে গিয়েছিল।' একই সাক্ষাৎকারে সায়ামি আরও বলেন, 'আমি তখন তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই বলি, আপনি কী বলছেন ম্যাডাম, আমি বুঝতে পারছি না। আমি বারবার এটাই বলতে থাকি।

তারপর অবশেষে তিনি বলেন, ''দেখো, তোমাকে বুঝতে হবে। আমি বলি, আপনি আমাকে ভুল ভেবেছেন। আপনি ভেবেছেন আমি এই পথে হাঁটব। কিন্তু সবকিছুর একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, যা আমি আমার জীবনে কখনো অতিক্রম করিনি। কিন্তু সেবার আমাকে এই ঘটনা খুব ভাবিয়েছিলএকজন নারী আমাকে কীভাবে এ প্রশ্ন করতে পারেন!' রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরার পরিচালিত ছবি 'মির্জা' দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় সায়ামির। এই সিনেমায় অনিল কাপুরের ছেলে হর্ষবর্ধন কাপুরও অভিনয় করেন।

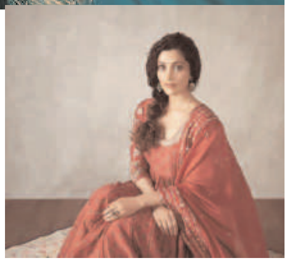

তবে ছবিটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়। সায়ামিকে সর্বশেষ দেখা গেছে সানি দেওল ও রণদীপ হুদার সঙ্গে 'জাট' ছবিতে। গোপীচাঁদ মালিনেনি পরিচালিত ছবিটি বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে প্রায় ১১৮ কোটি টাকাআয় করে।

বুকার পুরস্কার জিতেছেন বানু মুশতাক

নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ ভারতীয় লেখক, আইনজীবী ও অধিকারকর্মী বানু মুশতাক মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার জিতেছেন। ছোটগল্পের সংকলন 'হার্ট ল্যাম্প'এর জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ৭৭ বছর বয়সী বানু মুশতাক কান্নাড়া ভাষায় লেখালেখি করেন। এ ভাষার লেখকদের মধ্যে তিনি প্রথমবারের মতো মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারটি পেলেন। লন্ডনের টেট মডার্ন গ্যালারিতে পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে বানু মুশতাক বলেন, 'এ মুহূর্ত যেন আকাশজুড়ে হাজারো জোনাকি একসঙ্গে জ্বলে ওঠার মতো, যা ক্ষণিকের, উজ্জ্বল ও যৌথ প্রচেষ্টাপ্রসূত।' বানু মুশতাক আরও বলেন, 'মহান এ সম্মান আমি কোনো ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করছি না, বরং এমন এক কণ্ঠস্বর হিসেবে গ্রহণ করছি, যা আরও বহু কণ্ঠের সঙ্গে সমবেতভাবে উচ্চারিত হয়েছে।' বানু মুশতাকের ছোটগল্পের সংকলন কান্নাড়া ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন দীপা ভাস্তি। গল্প বাছাইয়ে তিনি বানু মুশতাককে সাহায্য করেছেন। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০ হাজার পাউন্ড (৬৭ হাজার ডলার), যা অনুবাদক দীপা ভাস্তির সঙ্গে তিনি সমান ভাগ করে নেবেন। 'হার্ট ল্যাম্প'-এ ১২টি গল্প সংকলিত হয়েছে, যেগুলো ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলোতে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

Name Change
I, Bagum Khatun (Old Name) W/O–Abdul Sattar resident of Vill-West Shaldaha, Po-Chandipur, Ps-Harishchandrpur, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732140 do hereby decrale that I have changed my name from Bagum Khatun to Begam and hencefort I shall be known as Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/05/2025. My name Begam & Bagum Khatun both are same and one identical person.

Name Change
I,Khapu Biswas (Old Name) S/O–Late Shyamcharan Biswas resident of Vill & Po- Bhairab Chandrapur, Ps- Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby decrale that I have changed my name from Khapu Biswas to Khepu Biswas and hencefort I shall be known as Khepu Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/05/2025. My name Khepu Biswas & Khapu Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Akbar Seikh (Old Name) S/O–Late Esahak Seikh resident of Vill & Po-Manikchak , PS- Lalgola , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby decrale that I have changed my name from Akbar Seikh to Akbar Ali and hencefort I shall be known as Akbar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/05/2025 . My name Akbar Ali & Akbar Seikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Mokbul Hossain (Old Name) S/O–Sakir Hossain resident of Vill- Nowda , Po-Gankar, Ps- Raghunathganj, Dist-Jangipur, West Bengal, Pin-742227 do hereby decrale that I have changed my name from Md Mokbul Hossain to Mokbul Hossain and hencefort I shall be known as Mokbul Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/05/2025. My name Mokbul Hossain & Md Mokbul Hossain both are same and one identical person.

Name Change
I, Sandip Kumar Ghosh S/o Susil Kumar Ghosh resident of Vill.-Bhimpur, P.O.-Charpur, P.S.-Jangipara, Dist.-Hooghly, Pin-712706 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Sandip Kumar Ghosh instead of S K Ghosh and my father's actual name Susil Kumar Ghosh instead of Sh Susil Kr Ghosh vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Sadar, Hooghly on 04/04/2025. Sandip Kumar Ghosh S/o Susil Kumar Ghosh and S K Ghosh S/o Sh Susil Kr Ghosh both are the same and one identical person.

Name Change
I, Paban Kumar Singhi (Old Name) S/O-Basanta Lal Sanghi residing at Katwa, Bara Bazar, Dist-Bardhaman, West Bengal, Pin- 713130 do hereby decrale that I have changed my name from Paban Kumar Singhi to Paban Kumar Sanghi and hencefort I shall be known as Paban Kumar Sanghi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/05/2025 . My name Paban Kumar Sanghi & Paban Kumar Singhi both are same and one identical person.

পুরসভার মাস্টার স্ট্রোক, উত্তরপাড়া পৌরসভার ঠিকা শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নিলেন

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ২১ মেঃ ৬ দিন ধরে চলা উত্তরপাড়া পুরসভার ঠিকা শ্রমিকদের ধর্মঘট উঠে গেল। জানা গেল ঠিকা শ্রমিকরা তাদের ধর্মঘট তুলে নিল এর আগে তারা তাদের নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করছিলেন অর্থাৎ ছয় দিন ধরে তারা কোনো জঞ্জাল উত্তরপাড়া শহর থেকে তুলছিলেন না সাফাই করছিল না এর ফলে উত্তরপাড়া হিন্দমোটর কোতরং মাখলা এলাকায় জঞ্জালের পাহাড় জমে ছিল সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েছিলেন যত্রতত্র জঞ্জাল পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল মঙ্গলবার থেকে হঠাৎ দুপুর বেলা থেকে পৌরসভার স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীরা উত্তরপাড়া শহর জুড়ে জঞ্জাল সাফাই করতে নেমে গেলেন জরুরী কালীন ভিত্তিতে, অনেকে বলছেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যানের এটা একটা মাস্টার স্ট্রোক এবং রাত পর্যন্ত অনেকটাই জঞ্জাল উত্তরপাড়া শহর থেকে সাফাই করা হলো। বুধবার সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায় পৌরসভার গাড়িগুলিকে বেরিয়ে জঞ্জাল তুলতে দেখা গেল এরপর বুধবার বেলার দিক থেকে ঠিকা শ্রমিকরা তাদের ধর্মঘট তুলে নিলেন ও কাজে যোগদান করলেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তারা আগের মতই কাজে যোগ দেবেন বলে জানা গেল অতএব স্বস্তি উত্তরপাড়া বাসীদের কাছে তারা এখন চিন্তামুক্ত। বুধবার রাত পর্যন্ত চলছে শহরজুড়ে সাফাই অভিযান এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন মঙ্গলবার দুপুর থেকেই শহরের মানুষের কথা ভেবে আমাদের পৌরসভার স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীরা শহরকে জঞ্জালমুক্ত করতে সাফাইয়ের কাজে নেমে পড়লেন তারা রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন বুধবার সকালেও কাজ করেছেন তারা, দুপুর বেলা থেকে ঠিকা শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন তারা কাজে যোগ দিয়েছেন। বুধবার সকাল থেকে পূর্ণ উদ্যমে কাজে নেমে পড়বেন সবাই এখন অনেকটাই জঞ্জালমুক্ত হয়েছে পুরসভা এলাকাগুলি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে জানালেন চেয়ারম্যান। বেশ কিছু নাগরিকদের বক্তব্য সমস্যা দূর হলো খুব সমস্যায় পড়েছিলাম চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

Name Change
I, Sumona Khatun (Old Name) W/O–Habib Seikh resident of Vill & Po-Sripur Madhayapara , PS-Harihaharpara , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742166 do hereby decrale that I have changed my name from Sumona Khatun to Sumana Khatun and hencefort I shall be known as Sumana Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 21/05/2025 . My name Sumana Khatun & Sumona Khatun both are same and one identical person.

Name Change
I, Sekh Arif Aktar Reja (D.O.B-12.08.2005 (old name), S/O-Md Soleman Sk, resident of Vill-Kaliachak (Nayabasty). P.S- Kaliachak, Dist- Malda, Pin-732201 West Bengal . Shall henceforth be known as Sk Arif Aktar Reja (D.O.B-12.05.2004 (New name) as declared Before the 1st Class Judicial Magistrate 3rd Court at Malda vide Affidavit Sl.No. 403, Date-27/02/2025. That Sekh Arif Aktar Reja (D.O.B-12.08.2005 (old name) and Sk Arif Aktar Reja (D.O.B-12.05.2004 (New name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Krishna Babeja (old name) son of Late Shyamchand Babeja, residing at Mission Compound, Bolpur Shantiniketan, Bolpur, Dist: Birbhum, Pin: 731204, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Krishna Gopal Babeja (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 20/05/2025. Krishna Babeja (old name) and Krishna Gopal Babeja (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Usha Devi Sharma (old name) d/o of Late Murari Lal Sharma & w/o Pawan Kumar Sharma, residing at 30/A/98, Dr. P. T. Laha Street, Rishra, Hooghly – 712248, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Usha Sharma (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 20/05/2025. Usha Devi Sharma (old name) and Usha Sharma (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Pawan Sharma (old name) son of Late Hari Prasad Sharma, residing at 30/A/98, Dr. P. T. Laha Street, Rishra, Hooghly – 712248, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Pawan Kumar Sharma (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 20/05/2025. Pawan Sharma (old name) and Pawan Kumar Sharma (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, NAJIR ALI MOLLA (Old Name) S/O BADSHA ALI Residing at T-50/1, Panch Para Road, P.O - Bartala, P.S - Nadial, District - Kolkata, Pin - 700018 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NAJIR ALI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 21-05-2025. NAJIR ALI MOLLA (Old Name) and NAJIR ALI (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Mukul Bala, Mukulchandra Bala (পুরাতন নাম) পিতা Late Manohar Bala ঠিকানা Vill - Paschim Harindanga, P.o - Haritala, P.s - Hanskhali, District-Nadia, Pin- 741502 West Bengal India Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Ranaghat, Nadia Dated 14-05-2025 এর Affidavit no 8838 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mukul Chandra Bala (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mukul Chandra Bala (নতুন নাম) ও Mukul Bala, Mukulchandra Bala (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Akchar Mondal (Old name) W/o-Chalamat Mondal, Resident at, Vill Po-Kadambagachhi, Ps-Chakdaha, Dist-Nadia, 741222, I have changed my name to Aksar Mondal (New name) I shall be known as Aksar Mondal vide affidavit before the Notry at Kalyani on 19/05/2025 Akchar Mondal and Aksar Mondal same and one identical person.

Name Change
I, Sujay Mondal S/o Premchand Mondal resident of Vill.+P.O.-Kalupur, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743235 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Sujay Mondal instead of Sujoy Mondal vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas on 04/04/2025. Sujay Mondal and Sujoy Mondal both are the same and one identical person.

এই অভিনেতার টিকিট ছাড়াই ট্রেনে চেপে বসা ছিল নিয়মিত ঘটনা

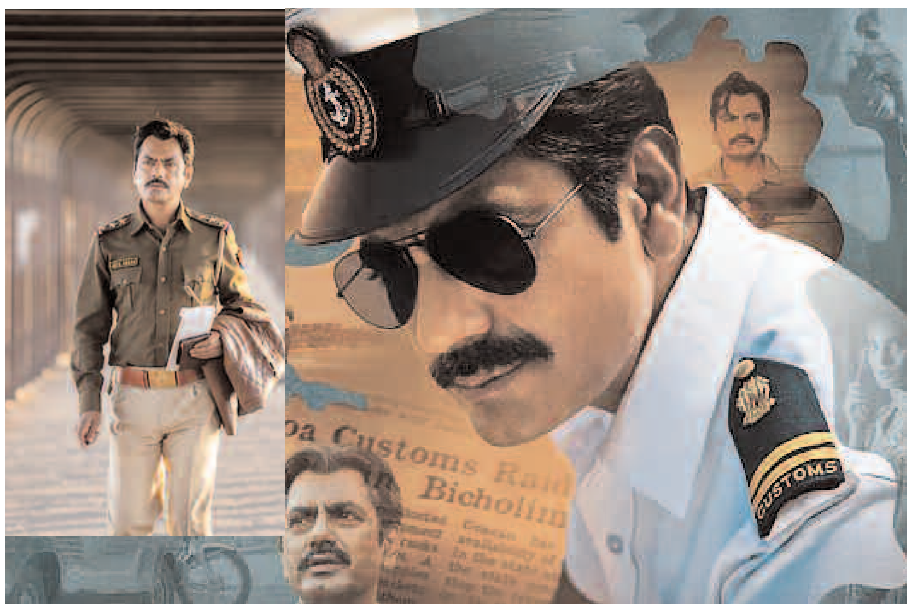

অর্থকষ্টে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন, টিকিট ছাড়াই ট্রেনে চেপে বসা ছিল নিয়মিত ঘটনা। পরে সিনেমায় অভিনয়ের স্বপ্ন নিয়ে মুম্বাই এসেও শুরুতে সুযোগ হয়নি। কখনো কখনো সুযোগ মিলত এক্সট্রা চরিত্রে, পারিশ্রমিক হিসেবে যা মিলত, বেশির ভাগই দিয়ে দিতে হতো কাস্টিং সমন্বয়কারীদের। অথচ তাঁর এখন মুম্বাইয়ের বুকে রাজপ্রাসাদসম বাড়ি। হচ্ছিল হিন্দি সিনেমার এই সময়ের অন্যতম শীর্ষ অভিনেতা নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর কথা। ১৯ মে অভিনেতার জন্মদিন গিয়েছে। এ উপলক্ষে জেনে নেওয়া যাক অভিনেতার জীবনের নানা জানা-অজানা কথা। উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরের ছোট্ট একটি শহর বুধানা। সেখান থেকেই অভিনয়ের নেশার বলিউডে আসেন। কাজের খোঁজে এসে প্রেমে পড়েন মঞ্চনাটকের। সেই প্রেম তাঁকে টেনে নিয়ে যায় ভারতের নামকরা নাটকের প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় (এনএসডি)। আমির খান অভিনীত ১৯৯৯ সালের সিনেমা 'সারফারোশ'-এ ছোট একটা চরিত্রে অভিনয় করেন। এলাকার ছোট এক গুন্ডার চরিত্রে দেখা যায় নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীকে। সেই থেকেই শুরু। এরপরে তাঁকে প্রশংসা এনে দেয় ইরফান খানের সঙ্গে জুটি হয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যে অভিনয়। তাঁরা অভিনয় করেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'দ্য বাইপাস'-এ। বিএফআই লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মনোনয়ন পায়।

কিন্তু বড় চরিত্র তখনো অধরাই ছিল। ২০১২ সালের 'গ্যাংস অব ওয়াসিপুর' সিনেমায় নাম লিখিয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। তাঁর চরিত্রের নাম ছিল 'ফয়জাল খান'। সিনেমাটি দিয়ে দর্শকদের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পান নওয়াজ। সে বছরই তিনি নাম লেখান 'কাহানি', 'পাতাং', 'পান সিং তুমার', 'চিটাগং', 'তালাশ', 'মিস লাভলি' সিনেমায়। পরে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। এর আগে রাজকুমার হিরানির 'মুন্না ভাই এমবিবিএস' সিনেমায় পকেটমারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। সিনেমায় একটি দৃশ্য ছিল। তখনো সিনেমার মূল অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়নি।

বড় বড় সিনেমায় ছোট চরিত্রে কাজ করলেও সেসব সিনেমার তারকাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হতো না।

'আন্দাজ আপনা আপনা' সিনেমায় আমির ও সালমান খান

তিন দশক আগে, ১৯৯৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় হাস্যরসাত্মক সিনেমা 'আন্দাজ আপনা আপনা'। আমির খান ও সালমান খানের রসায়ন, কারিশমা কাপুর ও রাভিনা ট্যান্ডনের উপস্থিতি এবং কল্পনাপ্রসূত চরিত্র 'ক্রাইম মাস্টার গোগো' কিংবা 'তেজা' হয়ে ওঠে সময়ের ধারার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু চিরস্মরণীয় উপাদান। তবে এত বছর পর সিনেমাটি আলোচনায় এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে আইনি সুরক্ষা ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের প্রশ্নে। ছবির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বিনয় পিকচার্সের প্রয়াত প্রযোজক বিনয় সিনহার সন্তান শান্তি বিনয়কুমার সিনহা দিল্লি হাইকোর্টে অভিযোগ করেন যে সিনেমাটির সংলাপ, চরিত্র, এমনকি নাম ও পোশাক পর্যন্ত অনুমতি ছাড়াই ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমেফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, রিলস কিংবা বিজ্ঞাপনচিত্রে। দিল্লি হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশে জানানো হয়েছে, 'আন্দাজ আপনা আপনা' ছবির সংলাপ, চরিত্র, নাম, পোশাক বা যেকোনো দৃশ্যমান উপাদান কেউ অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না। এমন কিছু ঘটলে মালিকপক্ষ ভবিষ্যতেও আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে। এই রায়কে কেবল এই একটি সিনেমার ক্ষেত্রে নয়, বরং বলিউডসহ সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে মেধাস্বত্ব নিয়ে চলমান এক ধরনের অবহেলার বিরুদ্ধে একটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। 'তেজা ম্যায় হুঁ, মার্ক ইধার হ্যায়', 'আয়েলা!' কিংবা 'ক্রাইম মাস্টার গোগো নাম হ্যায় মেরা' ইত্যাদি সংলাপ বিগত কয়েক বছরে জনপ্রিয়তা পেয়েছে মিম-সংস্কৃতির সৌজন্যে। বিভিন্ন ব্র্যান্ড এমনকি স্টার্টআপগুলোও সৃজনশীলতার ছলে ব্যবহার করেছে এসব লাইন তাদের পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ বা ভিডিও কনটেন্টে। কিন্তু এখন থেকে এসব ব্যবহার করতে হলে নিতে হবে অনুমতি। না হলে আইনি জটিলতার শিকার হতে পারে প্রতিষ্ঠান বা কনটেন্ট নির্মাতারা। সমালোচকদের মতে, এই রায় যেন সিনেমা নির্মাতাদের জন্য একধরনের বার্তা তাঁদের সৃজনশীল কাজও আইনের চোখে মূল্যবান ও সুরক্ষাযোগ্য। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে যেখানে 'উন্মুক্ত কনটেন্ট'-এর নামে প্রায় সবকিছুই ব্যবহার করা হয়, সেখানে এই আদেশ সিনেমা ও শিল্পীর সৃষ্টিকে মর্যাদা দেওয়ারই নির্দেশনা। কেননা সিনেমা এখন কেবল শিল্প নয়, বড়সড় এক বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্মও। সিনেমার সংলাপ, গান, চরিত্র, এমনকি পোস্টারসবই পণ্যের মতোই ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি করে। সে কারণে এমন পদক্ষেপ শুধু আইন রক্ষার বিষয় নয়, এটি সৃষ্টিশীল অর্থনীতির স্বীকৃতিও বটে।

'বলিউডে বাইরে থেকে এসে নিজেদের জায়গা করে নেওয়া সহজ নয়'

সমালোচকেরা বলে থাকেন, বলিউডে বাইরে থেকে এসে নিজেদের জায়গা করে নেওয়া সহজ নয়। আর বহিরাগত যদি হন নারী, তাহলে পথটা আরও কঠিন। তবে সেই কঠিন পথ পাড়ি দিয়েই আজ বলিউডে নিজের অবস্থান গড়ে তুলেছেন অভিনেত্রী হুমা কুরেশি। তারকা-সন্তান নন, বলিউডে পেছনে কেউ ছিল না, ছিল কেবল প্রতিভা আর অদম্য মনোবল। এক অনুষ্ঠানে সম্প্রতি অকপটে তাঁর পথচলার কথা বললেন হুমা কুরেশি, জানালেন কতটা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে এগোতে হয়েছে। হুমার কথায়, 'ইন্ডাস্ট্রির বাইরের একজন নারী হিসেবে আমার বলিউডযাত্রা মোটেই সহজ ছিল না। আজও এমন অনেক চরিত্র আছে, যেগুলো আমি নিখুঁতভাবে করতে পারি, তবু আমাকে ডাকা হয় না। কিন্তু আমি কি বসে কাঁদব? সুযোগ না পাওয়ার জন্য হাহুতাশ করব? মোটেও না, আমি নিজের শর্তেই কাজ করছি এবং তা চালিয়ে যাব।' হুমা মনে করেন, বলিউডে এখনো নারীদের নিয়ে একরকমের ছকে বাঁধা মানসিকতা কাজ করে। তিনি বলেন, '''মহারানী আর ''তরলার মতো সফল কাজের পর এক কার্স্টিং ডিরেক্টর আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, ''তুমি এত সুন্দর, তুমি কেন এমন চরিত্রে অভিনয় করো, যেখানে নিজেকে বয়সী দেখাও? পরিচালকেরা নাকি তরুণী চরিত্রে আমাকে কাস্ট করতে চান, কিন্তু আমি পর্দায় বয়সের ভার নিয়ে চরিত্র করায় নাকি পিছিয়ে যাচ্ছি। কী বিচিত্র মানসিকতা! মেয়েদের নিয়েই কেন এই চাপযেন তাঁরা নিজেদের চেয়ে ১০ বছর ছোট দেখাবেন পর্দায়।' নিজের অভিজ্ঞতা থেকে হুমা আরও বলেন, 'গাছগাছালির পাশে দাঁড়িয়ে নাচের দৃশ্যে কাজ করেছি অনেক। কিন্তু এখন আর সেই পথে হাঁটতে চাই না। ভালো চিত্রনাট্য পেলে আমার বয়সের চেয়ে বড় চরিত্রে অভিনয় করতেও রাজি। তাতে ভয় নেই।' সাহস আর আত্মবিশ্বাসের এমন নজির বলিউডে খুব বেশি দেখা যায় না। হুমা কুরেশি আজ সেই বিরল উদাহরণগুলোর একটি। একটু জোর দিয়ে বললেন, 'শোনেন, আমার সামনে দুটি রাস্তা খোলা ছিলএকটা হলো সৌন্দর্য বাড়াতে একের পর এক কসমেটিক সার্জারি করা আর পরিচালকের কলের অপেক্ষায় থাকা। আরেকটা হলো ভালো চিত্রনাট্য হাতে নিয়ে সাহসী চরিত্রে কাজ করে যাওয়া। আমি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছি।'

নিউ ইয়র্কের মার্কিন গবেষণা ইনস্টিটিউট ডঃ অচ্যুত সামন্তের নামে নামকরণ করা হয়েছে

নিউ ইয়র্কের মার্কিন গবেষণা ইনস্টিটিউট ডঃ অচ্যুত সামন্তের নামে নামকরণ করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পদকে ভূষিত ডঃ সামন্ত নিউ ইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটি একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ইনস্টিটিউটের নামকরণ করেছে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ ডঃ অচ্যুত সামন্তের নামে। অচ্যুত সামন্ত ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ ক্রেস্ট ইনস্টিটিউট নামে এই ইনস্টিটিউটটি মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে উদ্বোধন করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও গবেষণা ইনস্টিটিউটের নামকরণ করা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউটটি ওড়িশার শিল্প ও ঐতিহ্যের উপর আমেরিকান শিক্ষার্থীদের গবেষণাকে সমর্থন করবে। এটি শিক্ষা এবং উপজাতি উন্নয়নে ডঃ সামন্তের কাজের উপরও আলোকপাত করবে। ভুবনেশ্বরে এবং পরিদর্শনের পর -এর অধীনে ব্রঙ্কস কমিউনিটি কলেজের সভাপতি ডঃ মিল্টন সান্তিয়াগো এই উদ্যোগের প্রস্তাব করেছিলেন। ডঃ সামন্তের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে ডঃ সান্তিয়াগো তার নামে ইনস্টিটিউটের নামকরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। ডঃ সান্তিয়াগোর আমন্ত্রণে ডঃ সামন্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ সান্তিয়াগো মন্তব্য করেছিলেন, অচ্যুত সামন্ত ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ বিভিন্ন পটভূমির আমেরিকান শিক্ষার্থীদের ভারতের উপজাতি সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক শিকড় এবং বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষাগত মডেলগুলির মধ্যে একটি বুঝতে এবং তাদের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে ডঃ সামন্ত বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার নামে একটি ইনস্টিটিউট থাকা সম্মানের। তিনি বলেন যে এই স্বীকৃতি ওড়িশা, এবং -এর জন্য গর্বের বিষয়। তিনি এই সম্মান ওড়িশার জনগণ এবং - সম্প্রদায়ের প্রতি উৎসর্গ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৫ বছরের পুরনো একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় -তে ৩০০,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এর মধ্যে ২৫টি কলেজ রয়েছে।

এতে ১২২টি দেশের শিক্ষার্থী রয়েছে। ডঃ সামন্তকে অনুষ্ঠানের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান, রাষ্ট্রপতি পদকও প্রদান করা হয়।

আসছে নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত নতুন টেলিফিল্ম মিত্রতা

নির্মাল্য বিশ্বাসের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় নির্মিত টেলিফিল্ম মিত্রতার শ্যুট হয়ে গেল নিউটাউনে। এই ফিল্মটায় দেখানো হয়েছে দুই কিশোরীর বন্ধুত্বের গল্প।

কাহিনী রীতা ঘোষের। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিয়ান্না সাহা, সাচী সিং, রীতা ঘোষ, শিবানী গুপ্তা, ডঃ শ্রাবণী কোলে, বিউটি সেন। সিনেমাটোগ্রাফি ও সম্পাদনায় সুবীর মন্ডল। সৃজনশীল সম্পাদনায় ঋষি ভট্টাচার্য। সঙ্গীতে লিপিকা ভৌমিক। মেক আপে শম্পাস মেক ওভার। পরিচালক নির্মাল্য বিশ্বাস জানালেন, রেওয়া ফিল্মস নিবেদিত এই ফিল্মটা খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে। মূলত ছোটদের কথা ভেবে এই ফিল্ম নির্মাণ করা হলেও ছোট বড় সকলের ভালো লাগবে।

ইসরায়েল ১০০টি ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় প্রবেশের অনুমতি

ইসরায়েল, ২১ মেঃ ইসরায়েল সীমিত পরিমাণে ত্রাণ বিতরণের অনুমতি দেওয়ার পর এক দিন পেরিয়ে গেলেও ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় এখনো কোনো ত্রাণ বিতরণ করা হয়নি।

মঙ্গলবার জাতিসংঘ এ কথা জানিয়েছে। টানা ১১ সপ্তাহ অবরুদ্ধ করে রাখার পর গত সোমবার ইসরায়েল বলেছে, তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডটিতে সীমিত পরিমাণে ত্রাণ বিতরণের অনুমতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে, গাজা দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছেন, সোমবার চার ট্রাকভর্তি শিশুখাদ্য সীমান্তের ওপারে ফিলিস্তিনিদের প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়।

সিতাইয়ে ২২ দিনে একই পরিবারে মৃত ৩! মৃত্যু গবাদি পশুরও, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ মে ঃ জ্বর-শ্বাসকষ্ট! কোচবিহারের সিতাই ব্লকের একই বাড়িতে পর পর ৩ জনের মৃত্যু! প্রত্যেকেরই উপসর্গ এক! আর তারপরই ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য, উদ্বেগ। সিতাই ব্লকের ব্রহ্মত্তর চাত্রা

গ্রামে এক পরিবারে পর পর তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত গ্রামবাসী। আক্রান্তদের বাড়ি পরিদর্শন করেছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং বিডিও। মাত্র ২২ দিনের ব্যবধানে মারা যান স্বামী ও দুই স্ত্রী- জোনাকু বর্মন (৬৩), বড় স্ত্রী ক্ষীরবালা বর্মন (৫৭) এবং ছোট স্ত্রী জয়ন্তী বর্মন (৪৫)। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২২ এপ্রিল প্রথম মৃত্যু হয় ছোট স্ত্রী জয়ন্তী বর্মনের। এরপর ২৫ এপ্রিল মারা যান পরিবারের কর্তা জোনাকু বর্মন। শেষে ১৪ মে প্রাণ হারান বড় স্ত্রী ক্ষীরবালা বর্মন। প্রত্যেকেরই মৃত্যুর আগে দেখা গিয়েছিল জ্বর ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ। চিকিৎসার জন্য প্রথমে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পরে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল ও কোচবিহার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি কাউকেই। এই ঘটনার ঠিক দুই সপ্তাহ আগে জোনাকু বর্মন ও তাঁর ভাইয়ের পালিত তিনটি গরু ও চারটি ছাগল কোনও এক অজানা অসুখে মারা যায়। এরপর ওই পরিবারে পর পর তিনজনের মৃত্যুর ঠিক পরই ১৯ মে সোমবার আবার ওই এলাকাতেই, মৃত পরিবারের পাশের বাড়ি, পরেশচন্দ্র বর্মনের বাড়িতে একটি ছাগলের মৃত্যু হয়েছে। যা নিয়েও তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে। স্থানীয় যুবক কামনিকান্ত জানান, সমস্যা দেখা দিলে আমরা দ্রুত ওঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাই, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। এক প্রতিবেশী পিংকি বর্মনের বক্তব্য, পরিবারে পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া। মৃত জয়ন্তী বর্মনের ভাই জল্পেশ বর্মন বলেন, সবাই দুশ্চিন্তায় আছে। ডাক্তাররা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, কিন্তু আমরা এখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না যে কেন এমনটা হল। একই পরিবারের তিন সদস্য ও বেশ কয়েকটি গবাদি পশু মারা যাওয়ার ঘটনা সামনে আসতেই বুধবার আক্রান্তদের বাড়ি পরিদর্শনে যান সিতাই বিডিও ও সিতাই ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। আক্রান্তদের বাড়ি গিয়ে সেখান থেকে তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করেন। সিতাই বিডিও নিবিড় মন্ডল এই বিষয়ে জানান, স্যাম্পেল কালেকশন করে জেলা স্বাস্থ্য দফতরে পাঠানো হয়েছে। আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ কী! এই বিষয়ে কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি কুমার আরি বলেন, কেন এমনটা হয়েছে সেই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই স্যাম্পেল কালেকশন করা হয়েছে। রিপোর্ট আসলেই বোঝা যাবে আসল কারণ। গবাদি পশু মারা যাওয়ার বিষয়টি প্রাণিসম্পদ দফতর দেখছে। একইসঙ্গে এলাকার সাধারণ মানুষ যাতে এই বিষয়ে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন, সেকথাও বলেছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। এখন মৃত জোনাকু-ক্ষীরবালা ও জয়ন্তীর পরিবারে দুই সন্তান রাখাল বর্মন (২৪) ও অর্চনা বর্মন (১৫)। এই মুহূর্তে পরিবারে একেবারে একা এই দুই ভাই-বোন। তাঁদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তায় প্রতিবেশীরা। প্রশাসনের কাছে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে নতুন করে করোনার সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। যার মূলে রয়েছে ওমিক্রনের নতুন সাবভ্যারিয়েন্ট পিরোলা। যা বেশ সংক্রামক।

পরিবেশবান্ধব ও খরচ সাশ্রয়ী শক্তির পথে বড় পদক্ষেপ নিল জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মে ঃ আর লাগবে না বিদ্যুৎ-র অত্যধিক খরচ! সৌরশক্তিই করবে বাজিমাত। পরিবেশবান্ধব ও খরচ সাশ্রয়ী শক্তির পথে বড় পদক্ষেপ নিল জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। বিদ্যুৎ বিলে লাগাম টানতেই এবার গোটা কলেজ চত্বর ছেয়ে উঠতে চলেছে সৌরবিদ্যুৎ। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ৫ টি হস্টেল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, অডিটোরিয়াম এবং প্রশাসনিক ভবনের ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরে। পরিকল্পনা অনুমোদিত হলে কলেজ চত্বর জুড়ে তৈরি হবে এক সুবিস্তৃত সোলার নেটওয়ার্ক। প্রশাসনিক ভবনের একাংশে ইতিমধ্যেই ২৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরপ্যানেল স্থাপিত রয়েছে, যার সাহায্যে কয়েকটি ক্লাসরুম ও হোস্টেলের গিজার বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। এবার উদ্যোগ আরও বড় পরিসরে। প্রকল্পে ছাত্রদের চারটি ও ছাত্রীদের একটি হস্টেল মিলিয়ে প্রায় ৫,০০০ বর্গফুট ছাদকে সৌরবিদ্যুতের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনের ৮৭৮ বর্গমিটার জায়গা সহ লাইব্রেরি ও অডিটোরিয়ামে আরও প্রায় ৩,৫০০ বর্গফুট ছাদকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কলেজে বর্তমানে প্রায় ১,৬০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। বিদ্যুৎ চাহিদাও সেই অনুযায়ী বিশাল। জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় এই খবর প্রসঙ্গে জানান, কলেজে ব্যবহৃত চিরাচরিত বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা বিদ্যুৎ দফতরে সৌর প্যানেল বসানোর বিস্তারিত প্রস্তাব দিয়েছি জায়গা সহ। কত খরচ হবে তা জানাতে বলেছি। পুরো কলেজকেই সৌর বিদ্যুতে মুড়ে দিতে তৎপরতা শুরু করেছি। চিরাচরিত শক্তির ব্যবহার জরুরিকালীন পরিস্থিতির জন্য রাখা থাকবে। খুব শীঘ্রই সোলার প্যানেল বসাতে চাই এমনটাই বক্তব্য তার। সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়লে একদিকে যেমন চিরাচরিত বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমবে, তেমনই দীর্ঘমেয়াদে বিল খরচও অনেকটাই কমানো যাবে বলে আশা কর্তৃপক্ষের। এই উদ্যোগ শুধু কলেজের বিদ্যুৎ সাশ্রয়েই নয়, উন্নত ভবিষ্যতের দিকেও এক বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

কালনা-বর্ধমান রুটে বাম্পারের দৌরাত্ম্যে যাতায়াতে চরম ভোগান্তি, বাস চালকদের আন্দোলনে যাত্রীদের সমর্থন

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২১ মে ঃ কালনা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত প্রায় ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তায় অতিরিক্ত এবং অপরিকল্পিত বাম্পারের কারণে দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের অসুবিধার মুখে পড়ছেন বাস চালক, সহকারী কর্মী এবং সাধারণ যাত্রীরা। প্রতিনিয়ত এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আজ বুধবার সকাল থেকে কালনা-বর্ধমান রুটের সমস্ত বাস পরিষেবা বন্ধ রেখে প্রতিবাদে নামেন বাস চালক ও বাস শ্রমিকরা। এই রুটে প্রতিদিন প্রায় ৩০ টিরও বেশি বাস চলাচল করে। তবে রাস্তায় প্রতি কয়েক কিলোমিটার অন্তর অন্তর বসানো হয়েছে একাধিক বাম্পার, যেগুলির অধিকাংশই অপরিকল্পিত এবং নজরদারিহীনভাবে নির্মিত। এর ফলে বাসগুলির যন্ত্রাংশ দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যার মেরামত করতে গিয়ে মালিকদের গুনতে হচ্ছে বাড়তি খরচ। শুধু তাই নয়, বাসে যাতায়াতরত যাত্রীরাও পড়ছেন চরম হয়রানির মুখে। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা, প্রবীণ নাগরিক এবং অসুস্থ রোগীদের পক্ষে এই রুটে যাতায়াত করাটা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বাস মালিক ও শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন, বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে এদিন সকাল থেকেই তাঁরা কালনা-বর্ধমান রুটে সমস্ত বাস বন্ধ রেখে রাস্তায় নামেন। বাস চালক ও কর্মীদের এই প্রতিবাদী আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন সাধারণ যাত্রীরাও। অনেক যাত্রী বলেন, যে রাস্তায় চলতে গিয়েই কোমর ভেঙে যাওয়ার জোগাড় হয়, সেই রুটে প্রতিদিন যাতায়াত করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। এই বিষয়ে এক বাস কর্মী জানান, আমরা বাম্পার চাই না বলছি না, কিন্তু যেখানে সেখানে অকারণে এত বাম্পার বসালে চলবে না। এতে শুধু বাসের ক্ষতি নয়, মানুষের প্রাণও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। বাস চালক ও মালিকদের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব এই রুটের অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক বাম্পারগুলি অপসারণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় জায়গায় শুধুমাত্র মানসম্মত বাম্পার বসাতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতেও অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হবেন তাঁরা। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন কবে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হয়।

নিউ ইয়র্কের মার্কিন গবেষণা ইনস্টিটিউট ডঃ অচ্যুত সামন্তের নামে নামকরণ করা হয়েছে

২২ মেঃ নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পদকে ভূষিত ডঃ সামন্ত নিউ ইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটি (CUNY) একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত গবেষণা ইনস্টিটিউটের নামকরণ করেছে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ ডঃ অচ্যুত সামন্তের নামে। অচ্যুত সামন্ত ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ CUNY ক্রেস্ট ইনস্টিটিউট (ASIICCI) নামে এই ইনস্টিটিউটটি মঙ্গলবার নিউইয়র্কে উদ্বোধন করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও গবেষণা ইনস্টিটিউটের নামকরণ করা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউটটি ওড়িশার শিল্প ও ঐতিহ্যের উপর আমেরিকান শিক্ষার্থীদের গবেষণাকে সমর্থন করবে। এটি শিক্ষা এবং উপজাতি উন্নয়নে ডঃ সামন্তের কাজের উপরও আলোকপাত করবে। ভুবনেশ্বরে KIIT এবং KISS পরিদর্শনের পর CUNY-এর অধীনে ব্রঙ্কস কমিউনিটি কলেজের সভাপতি ডঃ মিল্টন সান্তিয়াগো এই উদ্যোগের প্রস্তাব করেছিলেন। ডঃ সামন্তের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে ডঃ সান্তিয়াগো তার নামে ইনস্টিটিউটের নামকরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। ডঃ সান্তিয়াগোর আমন্ত্রণে ডঃ সামন্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডঃ সান্তিয়াগো মন্তব্য করেছিলেন, অচ্যুত সামন্ত ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ বিভিন্ন পটভূমির আমেরিকান শিক্ষার্থীদের ভারতের উপজাতি সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক শিকড় এবং বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষাগত মডেলগুলির মধ্যে একটি বুঝতে এবং তাদের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে ডঃ সামন্ত বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার নামে একটি ইনস্টিটিউট থাকা সম্মানের। তিনি বলেন যে এই স্বীকৃতি ওড়িশা, KIIT এবং KISS-এর জন্য গর্বের বিষয়। তিনি এই সম্মান ওড়িশার জনগণ এবং KIIT-KISS সম্প্রদায়ের প্রতি উৎসর্গ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৫ বছরের পুরনো একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় CUNY-তে ৩০০,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে এবং এর মধ্যে ২৫টি কলেজ রয়েছে। এতে ১২২টি দেশের শিক্ষার্থী রয়েছে। ডঃ সামন্তকে অনুষ্ঠানের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান, রাষ্ট্রপতি পদকও প্রদান করা হয়।

পুকুর থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ মে ঃ সাতসকালে পুকুর থেকে বছর ৩৫-র এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই এলাকায়। বুধবার সকালে ক্ষীরপাই পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় বছর ৩৫-এর গণেশ ঘোড়ুইয়ের মৃতদেহ। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চন্দ্রকোনা থানার ক্ষীরপাই ফাঁড়ির পুলিশ। তারা মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। তবে কীভাবে গণেশ ঘোড়ুইয়ের মৃত্যু হল, তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃত ব্যক্তি পেশায় দিনমজুর এবং গতকাল রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের দাবি। এদিন সকালে এলাকার বাসিন্দারা পুকুরে একটি দেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ও ঘটনার তদন্ত শুরু করে। গোটা ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছা।য়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে এটি দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা না কি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু-তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ। এলাকাবাসীদের একাংশের দাবি, ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে। সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত বাইকআরোহী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ মে ঃ ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইকারোহীর। বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদ জেলার শামসেরগঞ্জের ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জখম হয়েছেন বাইকের চালক। জানা গেছে, বাইকটি রাস্তার ডিভহাইডারের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে এক লেন থেকে অন্য লেনে যাচ্ছিল। সেই সময় ট্রাকটি ধাক্কা মারে বাইকটিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইকারোহীর। আহত হন বাইক চালক।

খড়গপুর লাইনে ব্যাহত ট্রেন পরিষেবা, বুধেও দুর্ভোগে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মে ঃ দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় ট্রেনের গন্ডগোলের জেরে বিপাকে পড়েছেন শয়ে শয়ে যাত্রী। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের গুরুত্বপূর্ণ প্রান্তিক স্টেশন হিসাবে সাঁতরাগাছিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ৩০ এপ্রিল থেকে ওই স্টেশনের রেল ইয়ার্ডে ব্যাপক রদবদল করা হচ্ছে। চার এবং পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে রেললাইনকে কেন্দ্র করে ওই কর্মকাণ্ড চলছে। ওই কাজের জন্য গত ৩০ এপ্রিল থেকে দুশোটিরও বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। বুধবারও বাতিল করা হয়েছে হাওড়া-দীঘা, দীঘা-হাওড়া এবং পুরুলিয়া এক্সপ্রেস। সময়সূচি বদল করা হয়েছে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনেরও। এর ফলে চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়েছেন বহু যাত্রী।

চাকদহে ব্যবসায়ীর রহস্যমৃত্যু! তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২১ মে ঃ বুধবার চাকদহে ব্যবসায়ীর রহস্যমৃত্যু! জাতীয় সড়কে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ। প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনা তত্ত্ব সামনে এলেও পরিবার তা মানতে নারাজ। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পিছনে অন্য কারণ রয়েছে বলে সন্দেহ করছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। মৃত ব্যবসায়ীর নাম নাজির শেখ। তিনি চাকদহ থানা এলাকার বাসিন্দা। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে ব্যবসার মালপত্র নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে বেরন। সঙ্গে ছিলেন মোটর ভ্যানচালক। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে বেরনোর কিছু সময় পর বাড়িতে ওই ভ্যানচালক ফোন করে জানান, মোটর ভ্যানের সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে নাজিরের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শিমুরালি ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যবসায়ীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা নাজিরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালের পুলিশ মর্গে। হাসপাতালে দেহ দেখার পর নাজিরের পরিবার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তত্ত্ব মানতে নারাজ। তাঁদের প্রশ্ন, দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে মোটরভ্যানটি কোথায়? সেটি পাওয়া যায়নি। এদিকে যে চালক বাড়িতে ব্যবসায়ীর মৃত্যুর খবর দিয়েছেন তিনি ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ, তাঁর ফোনও সুইচ অফ। লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে চালকেরও আহত হওয়ার কথা। তেমনটার কোনও খবর পাননি তাঁরা। তিনি এখন কোথায়? তাহলে কি ব্যবসায়ীকে খুন করে দেহ জাতীয় সড়কে ফেলে দেওয়া হয়েছে? উঠছে একাধিক প্রশ্ন। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে নাজিরের পরিবার। চাকদহ থানা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বুদবুদে পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২১ মে ঃ দুর্গাপুরের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বুদবুদের ৩ নম্বর গেট এলাকায় বুধবার ভোরে এক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দুই লরি চালকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর একটি মোবিল ট্যাঙ্কার থেকে তেল রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে বিপত্তি ঘটে এবং রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত দুই লরি চালকের মধ্যে এক জন শেখ সাবিন (৩২), দুবরাজপুরের বাসিন্দা এবং অন্যজন সুমন দাস (২৪), উত্তর ২৪ পরগনার পলতার বাসিন্দা। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে ভোর ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ। দুর্গাপুরমুখী একটি স্পঞ্জ লোহা বোঝাই ১৮ চাকার ডাম্পারের পিছনে দ্রুতগামী একটি লরি ধাক্কা মারে। পুলিশ চালককে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অপর দুর্ঘটনাটি ঘটে ঘণ্টাখানেক পর। একটি মোবিল ট্যাঙ্কারের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে আরেকটি লরিতে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে লরির ইঞ্জিন কেটে চালককে উদ্ধার করে। তবে তাঁকেও বাঁচানো যায়নি। এসিপি ট্রাফিক (থ্রি) রাজকুমার মালাকার জানান, দুর্ঘটনার জন্য চালকদের নিদ্রাচ্ছন্নতাকেই প্রাথমিক কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

Office of the PUNISOLE Gram Panchayat
PUNISOLE :: Onda :: Bankura
NIeT No:- (1) 01/2025-26, (2) 02/2025-26, (3) 03/2025-26 Date:- 19.05.2025
E-tender are hereby invited by this office for total 5(Five) Nos. different works. Last date of submission of Technical & Financial Bid- **30/05/2025 at 11.00 A.M.** Date of Opening of Bid(Technical & Financial)- **02/06/2025 From 11.00 A.M.** For viewing Tender:- Office Notice Board & website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Punisole Gram Panchayat

OFFICE OF THE LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur, Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT.No.-01/15th FC(Tide)/ Lochanpur gp/2025-26, E-tender are hereby invited by the Prodhan, Lochanpur Gram Panchayat, Raninagar-1 Block, Islampur, Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors. Last date of Tender Submission **29/05/2025** For Other details Please seen the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Lochanpur GP
Lochanpur Islampur, Murshidabad.

Office of the Nawadapanur Gram Panchayat
Nawdapanur*Berhampore*Murshidabad
eNIT No. 01/2025-26 Dated:- 21.05.2025
The Prodhan, Nawdapanur GP invites eTender for 4(Four) different works. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid **30.05.2025 up to 6.00 P.M.** Technical Bid Opening date & Time **02.06.2025 up to 5.00 p.m.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Nowdapanur Gram Panchayat

Office of The Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat
Hura Panchayat Samity
Vill-Layakdih, P.O-Lakhanpur, Dist-Purulia, Pin-723104
Notice Inviting Tender No: 03(2025-26)/LKGP
Sealed tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2(Two) Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day from **21.05.2025 to 28.05.2025 (11.30 am to 3.30 pm)**. Last date of dropping of sealed tender form on or before **30.05.2025 up to 12.00 noon**. Date of Tender Opening: **30.05.2025 at 12.30 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

Office of the PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT
VILL:- PARBATIPUR, P.O.- UTTAR JHPORDAH, P.S.- DOMJUR, DIST.- HOWRAH.
NOTICE INVITING E-TENDER
No. PGP/61/2025
For and on behalf of the Parbatipur Gram Panchayat, Pradhan, Parbatipur Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the 4(Four) Nos. different works. Bid Submission End Date: **05/06/25 at 03.30 PM.** Bid Opening Date (Technical): **09/06/25 at 03.30 PM**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Parbatipur Gram Panchayat

SAHAJADPUR GRAM PANCHAYAT
e-TENDER NOTICE
NieT No-02, 03 & 04/SGP/25-26
e-Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block from eligible bonafied contractors under two bid system for "maintion scheme" under Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in** from **21/05/2025 at 18.00 hrs to 02/06/2025 at 18.00 hrs & 21/05/2025 at 18.00 hrs to 09/06/2025 at 18.00 hrs.**
Sd/- Prodhan
Sahajadpur Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার নোটিস নং (i) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-০৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনের বিভিন্ন স্থানে ০১ কেডব্লু থেকে ৫০ কেডব্লু পর্যন্ত অন গ্রিড সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ পর্যায়-II হিসেবে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,১৪,৮৯,১১৫.১৫ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৯,০৭,৫০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৬.২০২৫। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য টাকা। **সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ক্র. নং (i)-এর জন্য ৬ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** ১০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-181)**

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757
Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com
Website : www.aucklandjute.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 30th day of May, 2025, at the Corporate Office of the Company at 5, Middleton Street, Kolkata-700071 inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended on 31st March, 2025, amongst other businesses.
Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. April 01, 2025 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/ declaration of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended on 31st March, 2025
For Auckland International Limited
Sd/-
Place: Kolkata
Date :22.05.2025
Sangeeta Ghose
Company Secretary

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল স্বপ্না ধাড়া, স্বামী- রঘুনাথ ধাড়া, সাং ও পোঃ- মহিষনালা থানা- ডোমজুর, জেলা- হাওড়া, নিমাই নস্কর নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রীকান্ত দাস মহাশয়ের নিকট হইতে সঞ্জয় দাস এ্যাডিঃ ডি. সাব. রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৮ / ২০১২ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ২৬৯১ নম্বর হাল দাগ ২২৭২ নং দাগে ০৩.৭০ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪১৯৯ / ২০২২ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

Office of the
PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT
VILL:- PARBATIPUR, P.O.- UTTAR JHPORDAH, P.S.- DOMJUR, DIST.- HOWRAH.
NOTICE INVITING E-TENDER
No. PGP/65/2025
For and on behalf of the Parbatipur Gram Panchayat, Pradhan, Parbatipur Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for the 7(Seven)Nos. different works. Bid Submission End Date: **27/05/25 at 3.30 PM.** Bid Opening Date (Technical): **29/05/25 at 3.30 PM**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Parbatipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NITe) No: **01/DGP/15TH FC/2025- 26**, **Dated: 19-05-2025.** The last date for Online submission of tender **30-05-2025 up to 11:00 Hours. (NIT) No: 02/DGP/15 TH FC/2025-26, Dated: 19-05-2025.** The last date for offline submission of tender **02-06-2025 up to 12:00 Hours.** For details please visit **website https://wbtenders.gov.in**
Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখুন www.hmcgov.in
সংরক্ষণ বিভাগ
সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
ওএসডি এবং এক্স-অফিসিও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচ.এম.সি. নীচের তথ্য অনুযায়ী ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পি.টি., আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং পরিচয়পত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

ক্রম নং.	কাজের নাম	টেন্ডার নং. এবং তারিখ	দরপত্র জমার শেষ (অনলাইন) তারিখ এবং সময়
১	ওয়ার্ড নং -০৬, ১৯ (জোন-২), ১৮, ৩২, ৪১ (জোন-২) এর আওতাধীন বিভিন্ন স্থানের ড্রেন অপসারণ এইচ.এম.সি. (তৃতীয় কল)	নং.-০৭/কনস্./২৫-২৬ তারিখ-২০.০৫.২০২৫	০৭.০৫.২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত

অনুগ্রহ করে দেখুনঃ https://wbtenders.gov.in
৪৩(৩)/২৫-২৬
২১.০৫.২৫
ওএসডি এবং পদাধিকারবলে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE PRADHAN
Barameshya- Ramnagar Gram Panchayat
Vill- Budhpur, P.O.- Menidih ,P.S.- Puncha, Dist.- Purulia, Pin.-723151 (W.B.)
Application is invited for the post of Tax Collector on contractual and temporary basis in Barameshya Ramnagar Gram Panchayat, Vill-Budhpur, P.O.- Menidih, P.S.- Puncha, Dist- Purulia. The Applicant must be a resident of Barameshya Ramnagar GP Area and must read and write Bangla and English.

1	Total No of Post	01 (one)
2	Qualification	Passed Madhyamik or equivalent from recognized Board Council/ University
3	Age	Minimum 25 Years as on 01/01/2025
4	Date and Time for Collection and Submission of Application form	26/05/2025 from 11:00 AM to 16/06/2025 upto 3:00 PM
5	Date of Interview	18/06/2025 from 12-00 Noon onwards at BarameshyaRamnagar GP Office

N.B.:-1. For more details see the Gram Panchayat Office Notice Board.
2. Application Form will be available From B/Ramnagar GP Office during Office Hours.
Pradhan
Barameshya Ramnagar Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/008/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of different Uttaran areas latrines at M.G. Road, Nil Madhab Sen Ln. etc. in Ward No. 44**; Estimated Cost : ₹ **2,99,673.93 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/10/2025-2026
Name of work : **Restoration of road surface at Suri Lane, Fordyce Ln. etc. in Ward No. 50 under Br.-V**; Estimated Cost : ₹ **2,88,476.75 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**. ; Period of completion : **45 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **02.06.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of opening of tender : **04.06.2025 - 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**.
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/08/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Development to bustee sewer and sewer appurtanance from 4B to 4 Surya Sen Street in Ward No.040**; Estimated Cost : ₹ **4,90,065.73 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.06.2025 - 11 am**; Date and time of opening of tender : **05.06.2025 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **23.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIII/120/002/25-26 (1st Call)
Name of work : **Maint. of road by C.C. pavement at Satyen Roy Road and Sisir Bagan Road bye lane near Pr. No. 106/N, 45/B and 74/10A, 173 etc. in Ward No. 120, Br.-XIII**; Work Value : ₹ **1,52,550.33**; Earnest Money : ₹ **3,100.00**; Period of completion : **25 Days**; Last date of submission of bid : **02.06.2025 upto 11 am**; Tender will be opened on : **04.06.2025 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **23.05.2025 (From 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/EE-III/29/1/25-26 (1st Call)
Name of work : **Restoration of passage at 1/B, P-21, N.M. Road, 41/4/A, 86/9 N.N. Road, 55A/1, 64 Sastitala Road and different palces in Ward No. 29, Disturbed by CESC & WS Deptt.**; Estimated Cost : ₹ **4,22,779.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,500.00**.
(2) NIT No. : KMC/EE-III/29/2/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repair of pit and sewer at 15, 15/13 N.N. Road and its surrounding areas in Ward No. 29, Disturbed by W/S Dept. due to laying of FW Mains**; Estimated Cost : ₹ **2,96,475.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 & 2)**.
(3) NIT No. : KMC/EE-III/014/B7/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of Uttaran passage at 41C/H/11 B.B. Ghosh Sarani, 41A,/40, 41D/37, M.P. Road and its surrounding areas in Ward No. 14,**; Estimated Cost : ₹ **2,49,430.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **40 Days**; Last date and time of submission of bid : **02.06.2025 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; Date and time of opening of tender : **04.06.2025 on or after 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details shall be available on and from **23.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/IX/076/013/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Repairing of Uttaran sewer line at 26/1, Ramkamal Street, 49, 51/C, Nazir Lane etc. in Ward No. 76**; Estimated Amount : ₹ **2,99,755.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **90 Days**.
(2) NIT No. : KMC/IX/076/04/2025-2026
Name of work : **Maintenance of bustee sewer line by desilting at Pitambar Sarkar Lane, J.K. Paul Road etc. in Ward No. 76**; Estimated Amount : ₹ **1,49,950.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **100 Days**.
(3) NIT No. : KMC/IX/080/018/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of surface drain by desilting at Sonai and B.B. Hall Uttaran in Ward No. 80**; Estimated Amount : ₹ **1,49,507.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **105 Days**.
(4) NIT No. : KMC/IX/076/005/2025-2026
Name of work : **Maintenance of Uttaran sewer line by desilting at Gopal Dr. Road, Bishu Babu Lane etc. in Ward No. 76**; Estimated Amount : ₹ **1,49,864.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **120 Days**.
(5) NIT No. : KMC/IX/076/006/2025-2026
Name of work : **Maintenance of Uttaran sewer line by desilting at Nazir Lane in Ward No. 76**; Estimated Amount : ₹ **1,49,989.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **120 Days**.
(6) NIT No. : KMC/IX/079/013/2025-2026
Name of work : **Maintenance of M.H., INS Pit, C.P. etc. by desilting at 49/5, Karl Marx Uttaran and surrounding areas in Ward No. 79**; Estimated Amount : ₹ **1,99,172.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **180 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.06.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6)**; Tender will be opened on : **05.06.2025 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **24.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 6)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/002/2025-2026/R
Name of work : **Maintenance of drainage system at 13, 1B, B.M. Road, 99/1, T.G. Road, 10/1B, S.M. Lane etc. in Ward No. 88**; Estimated Cost : ₹ **2,24,962.18 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**; Period of completion : **45 Days**.
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/010/2025-2026/R
Name of work : **Renovation of boundary wall at C.R. Das Memorial in Ward No. 088, Br.-VIII**; Estimated Cost : ₹ **1,79,666.16 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,600.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.06.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Date of opening of tender : **05.06.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **24.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/126/009/25-26
Name of work : **De-Silting of surface drain at bye lanes of Basudev Pur Road in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **2,97,966.79 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **05.06.2025 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **09.06.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **28.05.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
273/25-26

চুক্তি পছন্দ হলেও লাল-হলুদে আসছেন না ইভান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ ইস্টবেঙ্গলের সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েও পিছিয়ে গেলেন সার্বিয়ান স্টপার ইভান মিলদানোভিচ। ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে যে চুক্তিপত্র পাঠানো হয়েছিল তা দেখে রাজি হলেও সার্বিয়া থেকে ভারতে এসে খেলার জন্য পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেন। ইভানের পরিবার ভারতে এসে থাকতে আগ্রহী নয়। তাই লাল-হলুদ শিবিরে আর দেখা যাবে না ইভানকে। ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি প্রাথমিকভাবে ইভানের পছন্দ হয়েছিল। কয়েকদিন আগেই লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টের কাছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য সময় চেয়েছিলেন ইভান। মঙ্গলবার তিনি আসতে চান না বলে জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টকে। কারণ হিসাবে উঠে আসছে সার্বিয়ান স্টপারের পরিবার। সুদূর সার্বিয়া থেকে ভারতে আসতে রাজি নয় ইভানের পরিবার। তাই ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি পছন্দ হলেও শেষ পর্যন্ত আর লাল-হলুদে যোগ দিলেন না তিনি। ইভানের না শুনে তাঁর পরিবর্ত ফুটবলার খুঁজতে শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। ইতিমধ্যেই ইভানের থেকেও আরও ভালো মানের কয়েকজন বিদেশির খোঁজ ইস্টবেঙ্গল পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের থেকে বিদেশি বাছাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হবে লাল-হলুদের তরফে। এবার দল গঠনের সময় যথেষ্টই হোমওয়ার্ক করে মাঠে নেমেছে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট।

আইপিএলের নতুন নিয়ম নিয়ে বিস্ফোরক কেকেআরের কর্তা

মুম্বই, ২১ মেঃ কলকাতা নাইট রাইডার্স আইপিএলের নতুন ১২০ মিনিটের অতিরিক্ত সময়ের নিয়ম নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর এই নিয়মের দেরিতে প্রয়োগের জন্য তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, এই নিয়ম যদি আগে চালু হতো, তাহলে কেকেআরের প্লে-অফে পৌঁছানোর সম্ভাবনা থাকতো। মাইসোরের মতে, এই নিয়মটি মরসুমের মাঝপথে চালু করা এবং

১২০ মিনিটের অতিরিক্ত সময়ের নিয়ম নিয়ে তীব্র ক্ষোভ

এর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ আইপিএলের মতো একটি মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের জন্য উপযুক্ত নয়। ২০ মে থেকে বাকি ম্যাচগুলোর জন্য আইপিএল বৃষ্টির কারণে খেলা ব্যাহত হলে পূর্ণ ২০ ওভারের ম্যাচ সম্পন্ন করতে ১২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে মাইসোর বলেছেন, এই নিয়মের ঘোষণা ১৭ মে, যখন আইপিএল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের উত্তেজনা কমার পর পুনরায় শুরু হয়, তখন বা তার আগে করা উচিত ছিল। তিনি ইএসপিএনক্রিকইনফোর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ''মৌসুমের মাঝপথে এই ধরনের নিয়ম পরিবর্তন প্রয়োজন হলেও, এর প্রয়োগে আরও সামঞ্জস্য থাকা উচিত ছিল। মাইসোর বিশেষভাবে ১৭ মে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ম্যাচের কথা উল্লেখ করেছেন, যেটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। এই ম্যাচে দুই দলই একটি করে পয়েন্ট পায়, যা কেকেআরের প্লে-অফের

সম্ভাবনাকে শেষ করে দেয়। মাইসোর বলেন, ''আইপিএল পুনরায় শুরুর সময় এটা স্পষ্ট ছিল যে ১৭ মে বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়, এবং এখন যে ১২০ মিনিটের নিয়ম প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা হলে অন্তত পাঁচ ওভারের একটি ম্যাচ হতে পারতো।'' চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেদিন হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন, যারা সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া বিরাট কোহলিকে সম্মান জানাতে এসেছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা জুড়ে অবিরাম বৃষ্টির কারণে কোনো খেলা সম্ভব হয়নি। ম্যাচে ওভার কমতে শুরু করে রাত ৮টা ৩০ মিনিট থেকে, এবং কাট-অফ সময় ছিল রাত ১০টা ৫৬ মিনিট। তবে, ঝিরঝির বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ম্যাচটি রাত ১০টা ২৬ মিনিট-এ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এই ফলাফল কেকেআরের প্লে-অফের আশা শেষ করে দেয়। মাইসোর আরও বলেন, ''এই ধরনের আকস্মিক সিদ্ধান্ত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ আইপিএলের মতো একটি টুর্নামেন্টের জন্য উপযুক্ত নয়। আমরা কেন ক্ষুব্ধ তা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন। কেকেআরের এই ক্ষোভ আইপিএলের নিয়ম প্রণয়ন ও প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে। এই ঘটনা ভক্ত ও বিশ্লেষকদের মধ্যে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

টেস্ট থেকে ধোনির মতন বিদায় চান, বোর্ড নাকচ করে!

রোহিতের অবসর ঘিরে এবার নয়া তত্ত্ব

মুম্বই, ২১ মেঃ ইংল্যান্ড সফরে যেতে চেয়েছিলেন। অধিনায়ক হিসেবে। তারপর সিরিজের মাঝপথে নিতে চান অবসর। টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর এমন নকশাই বুনেছিলেন রোহিত শর্মা। ঠিক মহেন্দ্র সিং ধোনির কায়দায়। মাহি ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে লাল বলের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ান। মেলবোর্ন টেস্ট ড্র হতেই টেস্টকে বিদায় জানান ধোনি। শেষ টেস্টে নেতৃত্ব দেন কোহলি। একই ধাঁচে বিদায়গ্রহণের পরিকল্পনা ছকেছিলেন রোহিতও। প্রস্তাব ফেলেন বিসিসিআইয়ের টেবিলে। কিন্তু ভারতীয় বোর্ড তা পত্রপাঠ খারিজ করে। বদলে জানানো হয়, ইংল্যান্ডে যেতে পারেন রোহিত। কিন্তু অধিনায়ক নয়, সাধারণ ক্রিকেটার হিসেবে। এই পাল্টা প্রস্তাব রোহিতের মনঃপূত হয়নি। যদিও তিনি আর কথা বাড়াননি। আলোচনার দিনকয়েক বাদেই টেস্ট থেকে অবসর নেন। বিদায়ী খেলোয়াড়ের লাল বলের ক্রিকেটকে আলবিদা জানানোর আড়ালের এমন তত্ত্ব সামনে এনেছে ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম স্কাই স্পোর্টস। তাদের আরও দাবি, সিরিজে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতেই নাকি রোহিতের প্রস্তাব নাকচ করেন নির্বাচকরা। রোহিত অবসর নেওয়ার পর তাঁরা 'প্ল্যান বি' হিসেবে দু'জন ক্রিকেটার তথা সম্ভাব্য অধিনায়কের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। তাঁদের একজন ঋষভ পন্থ। অন্যজন শুভমান গিল। দৌড়ে জসপ্রীত বুমরাহ, কেএল রাহুলও রয়েছেন। শেষমেশ কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, সেটা জানা যাবে ২৩ মে-র আশাপাশে। তখনই ইংল্যান্ড সফরের জন্য দল ঘোষণার কথা। আগামী অধিনায়কও সেই সময় চূড়ান্ত হতে চলেছে। তবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয় বলেই বিশেষজ্ঞদের অনুমান। তাঁদের যুক্তি, শুভমানকে নিয়ে নাকি বিশেষ এক নির্বাচকের 'আপত্তি' রয়েছে। যার প্রথম একাদশেই জায়গা পাকা নয়, তাঁকে কীভাবে দলের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে? প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বদলে সহ-অধিনায়ক করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সুনীল গাভাসকরের মতো কেউ কেউ মনে করছেন, যাকেই অধিনায়ক বাছা হোক না কেন, তাঁর পরিণত হতে অন্তত দু'বছর সময় লাগবে। আইপিএলের মতো হাইভোল্টেজ টুর্নামেন্ট শুভমান গিল, ঋষভ পন্থদের ভাবী অধিনায়ক হিসেবে হাত পাকানোর উপযুক্ত মঞ্চ বলেও মনে করেন সুনীল। তাঁর বিশ্লেষণ, ''শুভমান, শ্রেয়স ঋষভের মধ্যে ধোনি, বিরাট ও রোহিতের নেতৃত্ব দক্ষতার সংমিশ্রণ রয়েছে। গিল একটু বেশি লড়াকু। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আম্পায়ারের কাছে সরাসরি আবেদন করে। ও অনেক বেশি মিশে থাকে। পন্থ উইকেটের পেছনে দাঁড়ালেও একই রকম সক্রিয়। আইয়ারও দুর্দান্ত।''

মেহতাব সিংকে চূড়ান্ত করার পথে এগিয়ে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ এই মরসুমে ও দুরন্ত ছন্দে ধরা দিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শুরুটা খুব একটা ইতিবাচক না হলেও ধীরে ধীরে নিজেদের পুরনো ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। যারফলে একের পর এক দলকে আটকে অতি সহজেই লিগ শিল্ড জয় করেছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। প্রতিপক্ষ দল গুলির সঙ্গে পয়েন্টের বিস্তর ফারাক থাকায় নির্ধারিত ম্যাচের বেশকিছু আগেই পয়েন্টের ভিত্তিতে সকলকে টেক্কা দিয়ে ফেলেছিল মোহনবাগান। যারফলে গতবারের মতো এবারও এই খেতাব ধরে রাখে সবুজ-মেরুন। তারপরে ও বজায় ছিল জয়ের ধারা। প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের ফাইনালে ও জয় ছিনিয়ে নেয় ময়দানের এই প্রধান। বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে প্রথম দিকে কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি জোসে মোলিনার ছেলেদের। শেষ পর্যন্ত অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেনের অভেদ্য গোলের কাছে পরাজিত হতে হয় জেরার্ড জারাগোজার শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসিকে। সেই সুবাদে, দেশের একমাত্র

ফুটবল ক্লাব হিসেবে টানা দুইটি ট্রফি জয় করে মেরিনার্সরা। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সমর্থকরা। সুপার কাপে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স না থাকলেও এখন থেকেই নতুন মরসুম নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারেন দলের বেশকিছু ফুটবলার। এছাড়াও ভারতীয় ব্রিগেডে ও দেখা যেতে পারে চমক। বিশেষ করে দলের রক্ষণভাগকে আরও মজবুত করার লক্ষ্য রয়েছে আইএসএল জয়ী এই স্প্যানিশ কোচের। সেইমতো বহু আগে থেকেই মেহতাব সিংয়ের দিকে নজর পড়েছিল বাগান ব্রিগেডের। বর্তমানে রনবীর কাপুরের ফুটবল ক্লাব মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন জাতীয় দলের এই তারকা ফুটবলার। দলের হয়ে খেলেছেন একাধিক ফুটবল ম্যাচ। যার মধ্যে গোল কন্ট্রিবিউশন ও থেকেছে এই ফুটবলারের। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে মুম্বইয়ের। তবে ট্রান্সফার ফি দিয়ে তাঁকে দলে নিতে চাইছে কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। শুধুমাত্র মোহনবাগান নয়। পড়শী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের ও নজর রয়েছে এই সেন্টার ব্যাকের দিকে। কিন্তু তাঁকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে এবার অনেকটাই এগিয়ে সবুজ-মেরুন শিবির। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে তাঁর অবস্থান।

কবে থেকে জাতীয় দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন আশিক কুরুনিয়ান?

নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ আগামী ৪ঠা জুন থাইল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রেন্ডলী ম্যাচ খেলতে নামবে ভারতীয় ফুটবল দল। সেই কথা মাথায় রেখে গত কয়েকদিন আগে থেকেই স্কোয়াডের ফুটবলারদের নিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন মানোলো মার্কুয়েজ। আসলে থাইল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রেন্ডলী ম্যাচ থাকলেও এটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন এই স্প্যানিশ কোচ। সেইমতো প্রস্তুত করছেন সকলকে। তবে এক্ষেত্রে শারিরীক অসুস্থতার জন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি কেরালার উইঙ্গার আশিক কুরুনিয়ান। তাঁর অনুপস্থিতি যথেষ্ট চাপে রেখেছিল সকলকে। তবে এবার সেই নিয়েই উঠে আসলো নয়া তথ্য। খুব শীঘ্রই এবার শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন এই তারকা। নয়া তথ্য অনুযায়ী, সব ঠিকঠাক থাকলে বুধবার থেকেই হয়তো কলকাতার এই প্রস্তুতি শিবিরে যোগদান করবেন এই তারকা উইঙ্গার। যা নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে সকলকে। যতদূর খবর, সমস্ত প্রস্তুতি সেরে আগামী ২৮ শে মে কলকাতা থেকে থাইল্যান্ডে উড়ে যাবেন ব্লু-টাইগার্সরা। তারপর কয়েকদিন পর জুনের প্রথম দিকেই থাইল্যান্ডে প্রস্তুতি ম্যাচ।

তারপর এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে হংকংয়ের সাথে খেলতে নামবে সুনীল ব্রিগেড। সেই ম্যাচে ভালো পারফরম্যান্স করাই এখন প্রধান লক্ষ্য সকলের কাছে। এক্ষেত্রে বাগানের তারকা ফুটবলার আশিক কুরুনিয়ানের দিকে ও বাড়তি নজর থাকবে ফুটবলপ্রেমীদের। বলাবাহুল্য, এবারের এই ফুটবল সিজনে দলের হয়ে প্রায় ১৫টির ও বেশি ম্যাচ খেলেছেন এই ফুটবলার। সুযোগ পাওয়া মাত্রই নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন বারংবার। এবার জাতীয় দলের জার্সিতে নিজের সেরাটা দিতে মরিয়া এই তারকা। সেইমতো নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইবেন আশিক কুরুনিয়ান। সেক্ষেত্রে আদৌও কতটা সফল থাকেন দক্ষিণের এই ফুটবলার এখন সেটাই দেখার বিষয়। উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে শেষ প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিল ভারতীয় ফুটবল দল। একাধিকবার গোলের সুযোগ তৈরি করেও গোল পাওয়া সম্ভব হয়নি। সেই হতাশা কাটিয়ে এবার জয় পেতে চাইবেন সকলে। সেই ম্যাচের পূর্বে মালদ্বীপের বিপক্ষে জয় আসলেও বজায় থাকেনি সেই ধারা। যা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সকলকে। তাই এবার থাইল্যান্ড ম্যাচ থেকেই জয় চান ভারতীয় দলের হেড কোচ।

এক লাফে তিন ধাপ এগিয়ে তিনে ম্যানচেস্টার সিটি, বিদায় কিংবদন্তির

এক দশকের অনেক সাফল্যের নায়ক, মাঝমাঠের কাণ্ডারি কেভিন ডে ব্রুইনে ম্যানচেস্টার সিটির জার্সিতে ঘরের মাঠে শেষবারের মতো খেলতে নামলেন। প্রিয় তারকার জার্সি গায়ে গ্যালারিতে ভিড় করলেন অনেক ভক্ত। চোখে পড়ল 'কিং কেভ' লেখা ঢাউস আকৃতির ব্যানার। গোলের সুবর্ণ একটি সুযোগ নষ্ট করে বিশেষ ক্ষণটাকে আরও স্মরণীয় করে রাখতে পারেননি তিনি। তবে দলের দারুণ জয়ে প্রিয় আঙিনায় শেষটা সুখকরই হলো ডে ব্রুইনের।

লন্ডন, ২১ মেঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে বোর্নমাউথকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। শেষ দিকে অনেকটা সময় দুই দলকেই ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়। ওমার মার্মুশ সিটিকে শুরুতে এগিয়ে নেওয়ার পর প্রথমার্ধেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বের্নার্দো সিলভা। শেষ দিকে তৃতীয় গোলটি করেন নিকো গনসালেস। এই জয়ে লিগ টেবিলে এক লাফে তিন ধাপ এগিয়েছে সিটি। এতে দলটির আগামী মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সম্ভাবনাও হয়েছে জোরাল। এবারের প্রিমিয়ার লিগে সিটিকে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ দিয়েছিল এই বোর্নমাউথ, গত নভেম্বরে ম্যাচটি তারা জিতেছিল ২-১ গোলে। ওই ধাক্কায় পরের তিন রাউন্ডেও হেরে বসে গুয়ার্দিওলার দল। পরের মাসেও ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খেয়ে, তখনই শিরোপা লড়াই থেকে একরকম ছিটকে পড়ে তারা। ছয় মাস আগের সেই ক্ষতে এবার প্রলেপ দিল ম্যানচেস্টার সিটি। জয়ের পাশাপাশি এদিন বড় একটা স্বস্তিও ফিরল দলটিতে, চোট কাটিয়ে লম্বা সময় পর অবশেষে মাঠে ফিরলেন ২০২৪ সালের ব্যালন দ'র জয়ী রদ্রি। চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের পর আর্সেনালেরও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত হয়ে গেছে। ৩৭ রাউন্ড শেষে লিভারপুলের পয়েন্ট ৮৩ আর আর্সেনালের পয়েন্ট ৭১। ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠেছে ম্যানচেস্টার সিটি। সমান ৬৬ করে পয়েন্ট নিয়ে নিউক্যাসল ইউনাইটেড চতুর্থ, চেলসি পঞ্চম ও অ্যাস্টন ভিলা ষষ্ঠ স্থানে আছে। ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বর দল নটিংহ্যাম ফরেস্টও এই লড়াইয়ে আছে। তিন দিন আগে, ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে এফএ কাপের ফাইনালে ১-০ ব্যবধানে হারের ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মার্মুশ এবার চমৎকার গোলে দলকে এগিয়ে নেন। চতুর্দশ মিনিটে মাঝমাঠের একটু ওপরে কোভাচিচের পাস ধরে, খানিকটা এগিয়ে প্রায় ৩০ গজ দূর

থেকে জোরাল শট নেন মিশরের ফরোয়ার্ড, বল পোস্টের ওপরের কোণায় লেগে জালে জড়ায়। জানুয়ারিতে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে সিটিতে যোগ দিয়ে মার্মুশ প্রিমিয়ার লিগে মোট সাতটি গোল করলেন। সিটির জার্সিতে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচটা রাঙানোর সুবর্ণ সুযোগ ২২তম মিনিটে পান ডে ব্রুইনে। বাঁ দিক থেকে পাস বাড়ানো মার্মুশ দিকে গোলরক্ষক আগেই এগিয়ে যাওয়ায়, ফাঁকা পোস্ট পেয়ে যান বেলজিয়ান তারকা। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে ছয় গজ বক্সে থেকে তার শট ক্রসবারে লাগে! এমন সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে, কারোরই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ডাগআউটে মাথায় হাত উঠে যায় গুয়ার্দিওলার। গ্যালারিতে সিটি সমর্থকরাও হতবাক। প্রথম আধা ঘণ্টায় গোলের জন্য মাত্র একটি শট নিতে পারা বোর্নমাউথ ৩৩তম মিনিটে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু, ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এভানিলসনের শট পোস্টে লাগে। ৩৮তম মিনিটে প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণ কয়েকবারের চেষ্টায়ও ক্লিয়ার করতে পারেনি সফরকারীরা। এরপর, বাইলাইনের কাছ থেকে ইলকাই গিনদোয়ানের পাস বক্সে পেয়ে, চোখের পলকে আরেকটু এগিয়ে কাছ থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বের্নার্দো সিলভা। ৬৭তম মিনিটে বড় ধাক্কাটা খায় সিটি। পাল্টা আক্রমণে সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এভানিলসন, পেছন থেকে তাকে টেনে ফেলে দিয়ে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন মিডফিল্ডার কোভাচিচ। এর দুই মিনিট পরই ডে ব্রুইনেকে তুলে নেন কোচ। ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে, সিটির জার্সি পরে শেষবারের মতো তিনি উঠে গেলেন ইতিহাদের সবুজ গালিচা থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে বোর্নমাউথও ১০ জনের দলে পরিণত হয়। ডে ব্রুইনের বদলি নামা গনসালেসকে বিপজ্জনক ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন লুইস কুক। ৮৩তম মিনিটে হলান্ডকে তুলে নেন কোচ গুয়ার্দিওলা এবং দর্শকদের তুমুল করতালির মধ্যে মাঠে নামেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রদ্রি। এর ছয় মিনিট পর তার স্বদেশি মিডফিল্ডার গনসালেস দারুণ এক গোলে ব্যবধান আরও বাড়ান। ছয় মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে কানাডার ফরোয়ার্ড ড্যানিয়েল জেসিসন সফরকারীদের একমাত্র সান্ত্বনাসূচক গোলটি করেন। এরপর শেষের বাঁশি এবং শুরু হয় ডে ব্রুইনের 'বিদায় পর্ব।' দর্শকদের দিকে দুই হাত উঁচিয়ে, নেড়ে বিদায় জানান তিনি, চোখেমুখে কষ্টের ছাপ ছিল স্পষ্ট। অবশ্য প্রিমিয়ার লিগে আরেকটি ম্যাচ এখনও বাকি আছে সিটির, আগামী রবিবার ফুলহ্যামের মাঠে। ওই ম্যাচে একটি পয়েন্ট পেলেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত হবে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নদের।

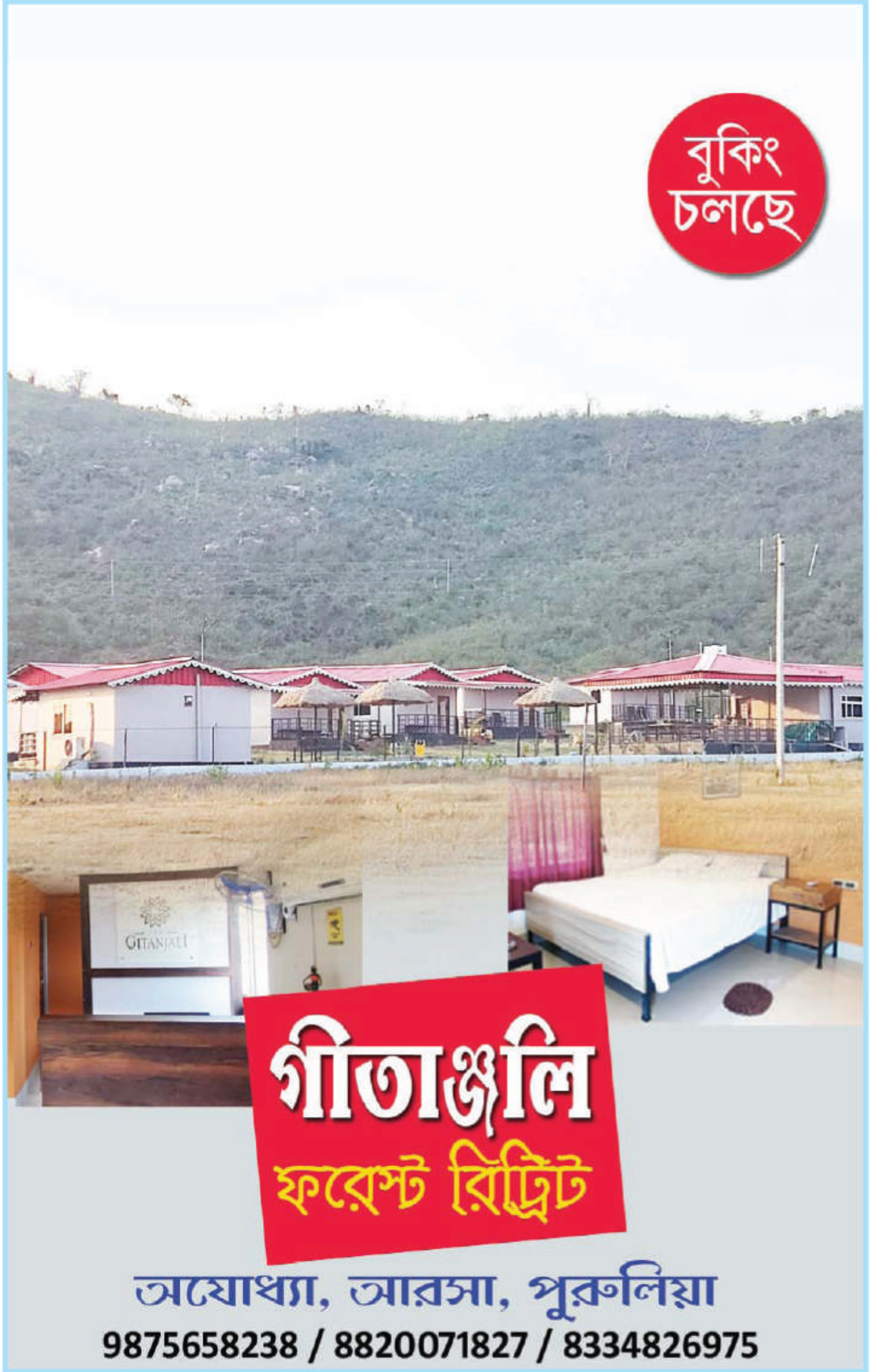

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com